NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ তেলগুর প্রসারে বরাদ্দ ১০ কোটি, বড় পদক্ষেপ চন্দ্রবাবুর
দক্ষিণ আফ্রিকার হাতে আফগানিস্তানের ভাগ্য ৭

কলকাতা ১ মার্চ ২০২৫ ১৬ ফাল্গুন ১৪৩১ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৫৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 01.03.2025, Vol.18, Issue No. 259, 8 Pages, Price 3.00

উত্তরাখণ্ডের ব্যাপক তুষারধস
আটকে ২৫ জন শ্রমিক
উদ্ধারকাজে প্রধান বাধা কম দৃশ্যমানতা

দেরাদুন, ২৮ ফেব্রুয়ারি: উত্তরাখণ্ডের বদ্রীনাথের অদূরে তুষারধস। ভারত-চিন সীমান্তের কাছে মানা গ্রামে তুষারধসের কারণে আটকে পড়েন অন্তত ৫৭ জন শ্রমিক। ঘটনার খবর পেয়েই উদ্ধারকাজ শুরু করে জাতীয় এবং রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বেশ কয়েক জন শ্রমিককে ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। বাকিদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

ছয় থেকে সাত ফুট পুরু বরফের চাদর। প্রতিকূল আবহাওয়া। দৃশ্যমানতা খুবই কম! এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সেখানে আটকে ২৫ জন শ্রমিক। রাজ্য এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী জানান, ঘটনাস্থলে দৃশ্যমানতা অত্যন্ত কম। সেই কারণেই হেলিকপ্টার ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না! উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় মানা গ্রামে আচমকাই তুষারধস নামে। সেই সময় ওই গ্রামের রাস্তায় কাজ করছিলেন বেশ কিছু শ্রমিক। তুষারধসের কারণে আটকে পড়েন তাঁরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছেয় রাজ্য এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। একই সঙ্গে উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছেন ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ, বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশনের (বিআরও) সদস্যেরা।

বিআরও-র এক ইঞ্জিনিয়ার সিআর মীনা সংবাদ সংস্থা এনআইএ-কে জানিয়েছেন, ঘটনাটি ঘটেছে বিআরও-র একটি ক্যাম্পের কাছে। ঘটনার পরই শুরু হয় উদ্ধারকাজ। তিন থেকে চারটি অ্যাম্বুল্যান্স পাঠানো হয়েছে ঘটনাস্থলে। তবে আবহাওয়া প্রতিকূল হওয়ায় উদ্ধারকাজে সমস্যা হচ্ছে।

প্রথম থেকেই গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রেখেছেন ধামী। সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকও সারেন তিনি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। আটকে থাকা শ্রমিকদের দ্রুত উদ্ধারের চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'ভারতীয় সেনাও উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছে। কিন্তু দৃশ্যমানতা কম থাকায় হেলিকপ্টার ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সঙ্গেও আমরা যোগাযোগ রাখছি।' মুখ্যমন্ত্রী জানান, তাঁর সরকারের এখন প্রাথমিক কাজই হল আটকে থাকা মানুষদের উদ্ধার করা।

অন্য দিকে, অবিরাম ভারী তুষারপাতে বিপর্যস্ত জম্মু ও কাশ্মীরও। শুক্রবার সকাল থেকে তুষারপাত শুরু হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের বিস্তীর্ণ অংশে। বরফ জমে বন্ধ হয়ে গিয়েছে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বানিহাল এবং কাজিগুন্দের কাছে জাতীয় সড়কের উপর পুরু বরফের স্তর জমে যাওয়ায় যান চলাচল বন্ধ করে দিতে হয়। জম্মু ও কাশ্মীরের পাশাপাশি হিমাচল প্রদেশের লাহুল এবং স্পিতিতেও ভারী তুষারপাত চলছে। এই দুই অঞ্চলে তুষারধস নিয়ে সতর্ক করেছে পুলিশ। ভারতীয় মৌসম ভবন সূত্রে জানানো হয়েছে, আবহাওয়ার পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। জারি করা হয়েছে কমলা সতর্কতাও। উত্তরাখণ্ড-সহ পার্বত্য এলাকায় শুক্রবার গভীর রাত পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছিল মৌসম ভবন।

মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য ভুয়ো ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত
মমতার বিরুদ্ধে শুভেন্দুর চিঠি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোরে তৃণমূলের কর্মিসভার বৈঠক থেকে দেশের সদ্যনিযুক্ত মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ ছিল, জ্ঞানেশ 'বিজেপি-ঘনিষ্ঠ'। ইচ্ছা করেই তাঁকে ওই পদে বসানো হয়েছে। মমতার এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি লিখলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, মমতা সব জানেন। জেনেশুনেও জনগণের মধ্যে নির্বাচনপ্রক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি করতে তিনি নির্বাচন কমিশনের ভাবমূর্তিকে কলুষিত করতে চাইছেন।

রেশন কার্ডের মতো আধার-এপিক বায়োমেট্রিক লিঙ্কের দাবি শুভেন্দুর। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দাবির বিরুদ্ধে স্পষ্ট বলেন, 'আমরা মুখ্যমন্ত্রীর উল্লেখ করা ভিন্ন রাজ্যের ভোটারদের নাম ধরে জানতে চাওয়াতে আমাদের জানানো হয়েছে ওই দাবি সত্য না, ওটা কারিগরীগত ভুল। তাই আমি বলছি মুখ্যমন্ত্রীর দাবি ভুয়ো ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।'

পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছেন। তার অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী ভূতুড়ে ভোটারদের নিয়ে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার চেষ্টা

করছেন এবং এ বিষয়ে এআরও ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের হুমকি দিচ্ছেন। শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছেন, রেশন কার্ডের মতো আধার ও এপিক কার্ডের বায়োমেট্রিক লিঙ্কিং বাধ্যতামূলক করা উচিত, যাতে ভূতুড়ে ভোটারদের চিহ্নিত করে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যায়।

এছাড়া, তিনি অভিযোগ করেছেন যে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তুলে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করছেন। শুভেন্দু অধিকারীর মতে, এই ধরনের মন্তব্য নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতাকে আঘাত করছে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট করছে।

এই প্রেক্ষিতে, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নির্বাচন কমিশনের কাছে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন, যাতে ভোটার তালিকা থেকে ভূতুড়ে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হয় এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা রোধ করা যায়। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই সমস্যা সমাধান করা অত্যন্ত জরুরি, যাতে রাজ্যের ভোটাররা সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

এই ইস্যুতে রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে। শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া না এলেও, দলের একাধিক নেতা শুভেন্দু অধিকারীর এই অভিযোগকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে অভিহিত করেছেন এবং দাবি করেছেন যে এটি বিজেপির নির্বাচনী কৌশলের অংশ।

উল্লেখ্য, এর আগেও শুভেন্দু অধিকারী বিভিন্ন ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। সম্প্রতি, মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে স্যালাইন-কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যসচিবের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের দাবি জানিয়েছেন তিনি। এছাড়া, সারদা কেলেঙ্কারি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে বলে দাবি করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, রাজ্য থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে সরাতে 'নো ভোট টু মমতা' স্লোগান তোলা উচিত।

এই সমস্ত ইস্যুতে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে এবং আগামী নির্বাচনে এই বিতর্কগুলি কী প্রভাব ফেলবে তা সময়ই বলবে।

২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন। বৃহস্পতিবারের সভা থেকেই দলের অন্দরে সেই ভোটের সুর বেঁধে দিয়েছেন মমতা। দলের কর্মীদের এই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে আক্রমণ করেছেন বিজেপিকে। শুক্রবারই মমতার বক্তব্যের বিরোধিতা করে কমিশনে চিঠি দিলেন শুভেন্দু।

বাংলাদেশে নতুন দলের আত্মপ্রকাশ, শীর্ষ পদাধিকারীর সংখ্যা ১০

ঢাকা, ২৮ ফেব্রুয়ারি: আনুষ্ঠানিক ভাবে বাংলাদেশের নতুন রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টি (ন্যাশনাল সিটিজেনস পার্টি বা এনসিপি)-র পথ চলা শুরু হল। শুক্রবার বিকেলে ঢাকার মানিক মিয়াঁ অ্যাভিনিউয়ের মঞ্চে প্রথমে কোরান পাঠ করেন দলের সদস্যেরা। তার পর গীতা, বাইবেল, ত্রিপিটকের মতো ধর্মগ্রন্থগুলিও পাঠ করা হয়। দলের আত্মপ্রকাশ হয় জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে। এই দলের শীর্ষ পদের সংখ্যা এবং কারা সেই সব পদে থাকবেন, তা নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে জলঘোলা চলছে। শেষ মুহূর্তে আরও তিনটি পদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। নতুন দলে মোট শীর্ষ পদের সংখ্যা থাকছে ১০টি। এই ১০ জনের নামও প্রকাশ্যে এসেছে। নতুন দলের আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ঢাকার রাস্তায় বহু মানুষ জড়ো হয়েছেন। রয়েছে পুলিশি প্রহরা। বাংলাদেশের অন্য দলগুলি জাতীয় নাগরিক পার্টিকে স্বাগত জানিয়েছে।

বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম প্রথম আলো জানিয়েছে, নতুন দলে জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক এবং জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব পদে দু'জন করে থাকছেন। এ ছাড়াও থাকছে যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক নামের একটি পদ। শুক্রবার দুপুরে এই তিনটি নতুন পদ যোগ করা হয়েছে।

জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। এই পদে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টার পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। এ ছাড়া, দলের সদস্যসচিব আখতার হোসেন। জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন এবং আরিফুল ইসলাম আদীব। নাসিরুদ্দীন পাটওয়ারীকে দলের মুখ্য সমন্বয়কারী করা হয়েছে। মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল)-এর দায়িত্ব পেয়েছেন হাসনাত আবদুল্লাহ। মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম। জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারা এবং নাহিদা সারওয়ার। যুগ্ম সমন্বয়ক আব্দুল হান্নান মাসউদ।

২০২৪ সালের ৫ অগস্ট বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটে। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে ভারতে চলে আসেন। ৮ অগস্ট মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত হয় অন্তর্বর্তী সরকার।

শ্রীলা প্রভুপাদ'র ১৫০তম আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে শুক্রবার সায়েন্স সিটিতে উপস্থিত ছিলেন সস্ত্রীক উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়।

১৪ জন নেতাকে বরখাস্ত

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি: কুর্সি দখল নিশ্চিত ছিল। কিন্তু ফলপ্রকাশের পর হরিয়ানায় পরাজয় স্বীকার করতে হয় কংগ্রেসকে। নিশ্চিত একটি রাজ্য হাতছাড়া হওয়ায় ক্ষত মেরামতে ধারাবাহিকভাবে পর্যালোচনা চালিয়ে যাচ্ছে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। হারের কারণ হিসাবে প্রাথমিকভাবে আম আদমি পার্টিকে দায়ী করা হলেও পর্যালোচনায় উঠে আসছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। দলেরই একাংশ বিরোধী শক্তির সঙ্গে গোপন বোঝাপড়া করে বিজেপির জয় নিশ্চিত করেছে বলে মনে করছে কংগ্রেস হাইকমান্ড। দলবিরোধী কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে এখনও পর্যন্ত ১৪ জন নেতাকে বহিস্কার করেছে কংগ্রেস।

উরসুলা-মোদি বৈঠক

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি: আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো সরাসরি হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়নি। তবে শুল্ক কমানোর জন্য ধীরে ধীরে ভারতের উপরে চাপ বাড়াতে শুরু করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। এই আবহে শুক্রবার দু'দিনের ভারত সফরের দ্বিতীয় দিনে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করলেন ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লিয়েন। মোদির সঙ্গে বৈঠকের পরে উরসুলা বলেন, 'আমরা ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে চাই।'

ওমরের নিশানায় মোদি

শ্রীনগর, ২৮ ফেব্রুয়ারি: ২০১৮ সালের পরে প্রথম নির্বাচিত সরকার পেয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর। কিন্তু কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটির নতুন মুখ্যমন্ত্রী ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লা মনে করেন সেখানকার পরিস্থিতি এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। ২০১৯ সালের অগস্টে ৩৭০ ধারা বাতিলের পরে জোর করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে কেন্দ্র।

সেনসেক্সে বড় পতন: প্রায় দেড় হাজার পয়েন্ট পড়ল সেনসেক্সের সূচক। বেহাল দশা নিফটিরও। প্রায় ৪ শতাংশ পড়েছে নিফটির সূচক। সবমিলিয়ে বিনিয়োগকারীদের মাথায় হাত। বিপুল রক্তক্ষরণ সামলে অদূর ভবিষ্যতে ঘুরে দাঁড়াবে বাজার, এমনটা অনুমান করতে পারছেন না কেউ। এহেন পরিস্থিতিতে বিনিয়োগ করতেও আতঙ্কে ভুগছেন আমজনতা।

সুতন্দ্রার কথাতেই গাড়ির গতি বাড়ানো হয়!
পানাগড়কাণ্ডে ইভটিজিং হয়নি, দাবি গাড়ি চালকের

বনস্পতি দে ● চন্দননগর

পানাগড়কাণ্ডে অবশেষে পুলিশের দাবিই মেনে নিলেন মৃতা সুতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়ের গাড়িচালক। তাঁর দাবি, 'ম্যাডাম'ই তাঁকে বাবলু যাদবের গাড়ির পিছনে ধাওয়া করতে বলেছিলেন! পিছু ধাওয়া করতে করতে তাঁদের গাড়ির গতিবেগ ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটারও উঠে গিয়েছিল বলে দাবি করেছেন সুতন্দ্রার গাড়িচালক। তাঁর বক্তব্য, গতিবেগ এতই বেশি ছিল যে, নিয়ন্ত্রণ হারিয়েই তাঁদের গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে এবং উল্টে যায়।

গত রবিবার রাতে পানাগড়ে গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ গিয়েছে চন্দননগরের বাসিন্দা, একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার কর্ণধার সুতন্দ্রা (২৭)-র। প্রাথমিক ভাবে অভিযোগ ওঠে, কয়েক জন মত্ত যুবক একটি সাদা গাড়িতে করে এসে সুতন্দ্রাদের নীল গাড়িটিকে বার বার ধাক্কা দেন। তার ফলেই উল্টে যায় সুতন্দ্রাদের গাড়ি। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তরুণীর। এই দাবি করেছিলেন ঘটনার সময় সুতন্দ্রার গাড়িতে থাকা সহকর্মীরা এবং গাড়িচালক।

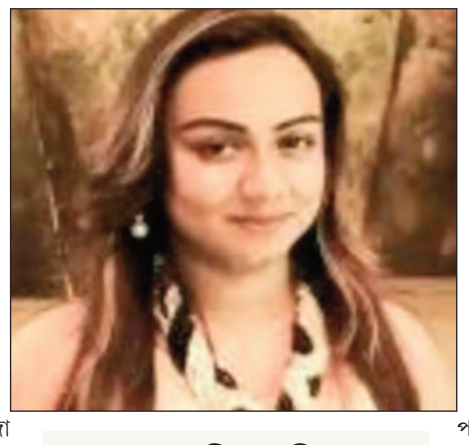

পরে সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এনে পুলিশ দাবি করে, রেষারেষির কারণেই গাড়ি দুর্ঘটনা ঘটেছিল পানাগড়ে। সুতন্দ্রাদের গাড়িটিকে বার বার ধাক্কা দেওয়ার অভিযোগ কার্যত উড়িয়ে দিয়ে পুলিশের দাবি ছিল, তরুণীর গাড়িই যুবকদের সাদা গাড়িটিকে তাড়া করছিল ওই রাতে। কয়েকটি সিসি ফুটেজেও সুতন্দ্রার গাড়িটিকে যুবকদের গাড়ির পিছনে পিছনে যেতে দেখা গিয়েছে। সেই সময় সুতন্দ্রার গাড়ির গতিও বেশি ছিল।

সুতন্দ্রার মৃত্যুর ঘটনায় ইতিমধ্যেই তাঁর দুই সহকর্মীর গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে আদালতে। ওই সাদা গাড়ির চালক বাবলুকে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ। তার মধ্যেই সুতন্দ্রার গাড়িচালক রাজদেও শর্মা এ বার প্রকাশ্যে দাবি করলেন, রবিবার রাতে তরুণীর কথাতেই সাদা গাড়ির পিছনে ধাওয়া করেছিলেন তিনি। ঘটনার পাঁচ দিন পর চাঞ্চল্যকর বয়ান দিয়ে চালক রাজদেও বলেন, 'ওই সাদা গাড়িটা আমাদের গাড়িতে প্রথমে ধাক্কা দিয়েছিল। তখন ম্যাডামই বলেছিল ওই গাড়িটার পিছনে ধাওয়া করতে। সাদা গাড়িটাকে দাঁড় করাতেও বলেছিল ম্যাডাম। আমি সেই চেষ্টাই করছিলাম। এগিয়েও গিয়েছিলাম। কিন্তু ওদের গাড়িটা দাঁড় করাতে পারিনি। এর পর জাতীয় সড়ক ছেড়ে লোকাল রোডে নেমে যায় ওদের গাড়িটা। ম্যাডামের কথায় আমি লোকাল রোডে গাড়ি নামাই। গাড়ির গতিবেগ প্রায় ১০০ ছিল। আমি সামলেই নিতাম। কিন্তু ওই টয়লেটটায় ধাক্কা লেগে উল্টে গিয়েছিল আমাদের গাড়িটা।'

তাঁর দাবি, কোনও ইভটিজিং হতে তিনি দেখেননি। রাজদেও শর্মার কথায়, 'ইভটিজিংয়ের অভিযোগ ড্রাইভারের নয়। আমি সেদিনও বলিনি, আজও বলছি না। পিছনে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা হয়তো ওই অভিযোগ করেছিলেন। ওঁদের নজরে হয়তো কিছু পড়েছিল। কিন্তু আমি কিছু দেখিনি। ওদের ড্রাইভার বার বার আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল। তবে আমাদের গাড়ির কাচ তোলা ছিল। ওদেরও গাড়ির কাচ তোলা ছিল। কোনও গালাগাল শোনা যায়নি। যেটা আমি শুনিনি তা কেন বলব!'

'ভয়ে পালিয়েছিলাম', সাফাই বাবলুর

■ কাঁকসা: পানাগড়ে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় চন্দননগরের যুবতী সুতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়ের। তাঁর গাড়ির সাথে যে গাড়িটির সংঘর্ষ হয় সেই গাড়ির মালিক বাবলু যাদবকে শুক্রবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ। তাকে পশ্চিম বর্ধমানের অন্ডাল থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঘটনার ৭২ ঘণ্টা পর তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শুক্রবার বাবলু যাদবকে ৭ দিনের পুলিশ হেপাজত চেয়ে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাকে ২ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী

আমি UMA ADAK স্বামী Biswarup Adak নিবাস- A.K. Banerjee Lane, Baranagar, Kol- 700036. বিবাহ পূর্বে আমার নাম ছিল UMA SHAW পিতা Gunadhar Shaw. গত 11.2.2025 ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট আলিপুরের এফিডেভিট বলে আমি UMA SHAW এবং UMA ADAK একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম

নাম -পদবী

আমি RANJANA CHAKRABORTY স্বামী Dibyendu Chakraborty নিবাস- 218/C, N.S.C Bose Road, Kol-47. গত 18.2.2025 ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট আলিপুরের এফিডেভিটে RANJANA CHAKRABORTY এবং Surg. R CHAKRABORTY একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

নাম -পদবী

আমি Kaustav Laha, s/o Nikhil Laha. R/o 1/K/3D.D. Har Lane, P.O+P.S.- Rishra, Dist- Hooghly; Pin-712248.গত 10/9/24 তারিখে LD JUDICIAL MAGISTRATE 1st class শ্রীরামপুর কোর্ট থেকে Affidavit (No-9775) করে এই প্রমাণ করছি যে, Kaustav Laha আর Koustav Laha আর Kaustab Laha সবকটি এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম -পদবী

গত 27/02/2025 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 2824 নং এফিডেভিট বলে Syed Halim Nabi S/o. Saiyad Mahabuban Nabi ও Syed Halim Nobi S/o. Syed M. B. Nobi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 27/02/2025 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 1070 নং এফিডেভিট বলে আমি Khandker Md Sayer ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Khandker Md Saifulla ও Khandker Md Saifullah উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম -পদবী

গত 26/07/2024 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 10039 নং এফিডেভিট বলে Saumyen Roy S/o. Sankar Roy ও Soumen Roy S/o. S. Ch. Roy সাং নয়াসরাই, মগরা, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 27/09/2024 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13633 নং এফিডেভিট বলে Sambhu Majumder S/o. Narayan Chandra Majumder ও Shambhu Majumdar S/o. N. Majumdar সাং ত্রিবেণী, মগরা, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 27/09/2024 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13634 নং এফিডেভিট বলে Sanjoy Majumder S/o. Narayan Chandra Majumder ও Sanjay Majumdar S/o. N. Majumdar সাং ত্রিবেণী, মগরা, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 21/02/2025 জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 1461 নং এফিডেভিট বলে আমি Sayan Patra S/o. Swapan Patra R/o. Dubirbheri, Karicha, Polba, Hooghly-712409, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Swapan Patra ও Swapan Kumar Patra উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম -পদবী

গত 28/02/2025 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 1682 নং এফিডেভিট বলে আমি Rajeswor Mondal (old name) S/o. Radhika Mondal, R/o. 2 No. Rabindranagar, Near Chowrangimore, Rabindranagar, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Rajyeswar Mondal (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Rajeswor Mondal & Rajyeswar Mondal S/o. Radhika Mondal উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Partha Mondal.

নাম -পদবী

নাম পরিবর্তন

আমি, দিলীপ রায়, পিতা বানেশ চন্দ্র রায়, ঠিকানা ফ্ল্যাট নং 4C, ফ্লোর নং ৪, ওয়ার্ড নং ১৪, হোল্ডিং নং E/৭/৯৯/A, বিরেন রায় রোড, ওয়েস্ট মহেশতলা, মৌজা পাড়ুই, মহেশতলা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, ওয়েস্ট বেঙ্গল-৭০০১৪১। আমার নাম পরিবর্তন করেছি এবং দিলীপ কুমার রায় নামে পরিচিত হয়েছি। নোটারি পাবলিক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ Affidavit No. 6968 dated 27.01.2025 এখন দিলীপ রায় এবং দিলীপ কুমার রায় একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

In the Court of Ld. District Judge, at Tamluk, Purba Medinipur.

Act-VIII Case No. 54 of 2022.

১। নাবালিকা অনিন্দিতা জানা। ২। নাবালিকা শুভমিতা জানা। উভয়ের পিতা- ৺শঙ্কর জানা, পক্ষে রক্ষক গার্জেন মাতা মামনী জানা,স্বামী- ৺শঙ্কর জানা। সাং ও পোঃ-অমৃতবেড়্যা, থানা- মহিষাদল, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর।– দরখাস্তকারীগণ

বনাম

গোপাল চন্দ্র জানা, পিতা- ৺পঞ্চানন জানা সাং ও পোঃ- অমৃতবেড়্যা, থানা- মহিষাদল, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর।-- প্রতিপক্ষ।

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারন কে জানানো যায় যে, দরখাস্তকারীগণের পিতা স্বর্গীয় শঙ্কর জানা, পিতা-গোপাল চন্দ্র জানা, সাং ও পোঃ- অমৃতবেড়্যা, থানা- মহিষাদল, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, গত ইংরাজী ২৭-০৪-২০২২ তারিখে পরলোকগমন করিয়াছেন। উক্ত নাবালিকাগণের পিতার ওয়ারিশান সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের অনুমতি প্রার্থনায় নাবালিকা গণের মাতা উপরোক্ত নং মোকদ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয়ের ব্যাপারে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা এ্যাডভোকেট বাবুর দ্বারা উক্ত কেসে আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন। অন্যথায় আইনানুযায়ী কার্য্য করা হইবে।

-:তপশীল সম্পত্তির বিবরণঃ-

জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, থানা-মহিষাদল, মৌজা- অমৃতবেড়্যা, জে.এল. নং-৯৩ এল.আর. খতিয়ান নং-৩০৬২, এল.আর. প্লট নং-৪৩৬ ও ৮১৫ মোট জল জমির পরিমান-০৫ ডেসিমল।

অদ্য ইং-১৩/০২/২০২৫ তারিখে আমার স্বাক্ষর ও শীল দেওয়া হইল,

অনুমত্যানুসারে
স্বাঃ/- শ্রী সুধীনাথ মাইতি, সেরেস্তাদার
ডিষ্ট্রিক্ট জজ্ আদালত, তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর। ১৩.০২.২০২৫

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

বিজ্ঞপ্তি

আমি হরেরাম কানু, গ্রাম-দুধানি, PO- পিয়ালি টাউন, PS-বারুইপুর, PIN-৭৪৩৩৮৭, আমার নিজের জমির পিঠ দলিল যা শ্রীমতি মনু রায় এবং বিবেকানন্দ রায়-এর নামের (being No. ৪০৩০ of ২০০১) খোয়া যাওয়ার কারণে বারুইপুর থানায় ২৮-০২-২০২৫ তারিখে GDE (No ২৮৫৮) করা হয়েছে।

খুঁজে পেলে যোগাযোগ করবেনঃ
হরেরাম কানু - ৯৮৮৩২০৬৮৩০

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

করিমপুর-১ ব্লকের এর অধিনস্ত বলাকা মহিলা বহুমুখী সংঘ প্রাথমিক সমবায় সমিতি লিঃ এর বিশেষ সাধারন সভা ও পরিচালক মন্ডলী নির্বাচনের নির্ঘন্ট সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। উক্ত সমবায় সমিতি লিঃ এর সমস্ত প্রতিনিধি নির্বাচক গনকে জানানো যাচ্ছে যে উক্ত বহুমুখী সংঘ সমবায় সমিতির স্পেশাল অফিসার ২৮/০২/২০২৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তি দ্বারা আগামী ২৩/০৩/২০২৫ (রবিবার) দুপুর ১২:০০ টা থেকে বিকেল ২:০০ ঘটিকা পর্যন্ত মধ্য গোপালপুর প্রাইমারি স্কুল, মধ্য গোপালপুর, নদীয়াতে বিশেষ সাধারন সভা ২০২৪-২৫ এর আহ্বান করেছেন। উক্ত সভায় সমিতির পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন নির্দিষ্ট সূচী অনুযায়ী অনুষ্ঠীত হবে। সকল যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচকগণকে উক্ত প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। নির্বাচন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য ও নির্বাচনের সময়সূচী করিমপুর-১ সমষ্টী উন্নয়ন আধিকারীকের করণ তথা অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের অফিস, শিকারপুর, নদিয়া ও সমিতির অফিস থেকে জানা যাবে।

Sd/- অমিত কুমার মন্ডল,
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার,
বলাকা মহিলা বহুমুখী সংঘ প্রাথমিক সমবায় সমিতি লিঃ।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

Krishnaganj Large Size Primary Agriculture Co-Operative Credit Society Limited, Regd. No.15 (N), Dated 30-12-1958, : Society Address: Vill. & P.O. - Durgapur, P.S. & Block Office - Krishnaganj, Dist.-Nadia, Pin. - 741506, West Bengal, Mail Us: krishnaganjls392 @gmail.com, IFSC Code: WBSCONDCB17, MICR Code: 741807505,

এত দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, KRISHNAGANJ LS PACS LTD এর BOD নির্বাচনের জন্য খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রকাশিত হয়েছে যার আপত্তি ও দাবি পেশের তারিখ 05/04/25 & 06/04/25 ও শুনানির তারিখ 07/04/25

ARO -KRISHNAGANJ LS PACS LTD

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
দলিল হারিয়েছে

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, শ্রীমতি রীনা মোর, স্বামী শ্রী মুরারী মোহন মোর, লিজ দখলদারী সম্পত্তি অবস্থিত ঠিকানা : **সি-৪৫১, ৫ম তল, বাগড়ি মার্কেট, প্রেমিসেস নং ৭১, বিপ্লবী রাস বিহারী বসু রোড, কলকাতা : ৭০০০০১, মূল লিজ দলিল (দলিল নং ২২৮-১-১৫৪),** দোকান সম্পর্কিত পরিমাণ ১৫৮ বর্গফুট, অবস্থিত উল্লিখিত ঠিকানায়, **স্থানান্তরিত/হারিয়ে** গিয়েছে।

কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট পেয়ে থাকলে বা কোনও সম্পর্কিত তথ্য জ্ঞাত থাকলে অবিলম্বে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে:

যোগাযোগ নং : +৯১ ৯৬৭৪২৪১৯২৩

সংশ্লিষ্ট নোটিশ সংশ্লিষ্ট দলিলের অপব্যবহার প্রতিরোধের জন্য এক সতর্কতা মূলকভাবে ইস্যু করা হয়েছে। আমি সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের নিকট যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণেরও অনুরোধ জানাই।

ইস্যুকৃত :
শ্রীমতি রীনা মোর
(স্বামী : মুরারী মোহন মোর)

তারিখ : ০১.০৩.২০২৫
স্থান : কলকাতা

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

জেলা নদীয়া মোকাম নবদ্বীপের ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত।

মিস সাকশেসন কেস নং- ১/২৪

দরখাস্তকারীঃ- সুপ্রীয়া রায়, পিতা- মৃত দ্বিজেন্দ্র নাথ রায়, সাং- রতনমনি কুণ্ডু লেন, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া।

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তকারী তাহার পিতা- মৃত **দ্বিজেন্দ্র নাথ রায়,** পিতা- মৃত ঘনশ্যাম রায়, সাং- রতনমনি কুন্ডু লেন, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া এর সাকশেসন সার্টিফিকেট পাইবার জন্য উক্ত মোকর্দ্দমা রুজু করিয়াছেন, যাহা নিম্ন তপশীলে বর্নিত হইল। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক আদেশ হইবে। তপশীলঃ- P.P.O No.- 240559008395 issued Central Pension Accounting Office Ministry of Finance Government of India. Class of Pension: Voluntary Retirement, Account Office issuing P. P. O.: PAO (Director of A / Cs) (BSF), New Delhi. Date of commencement of Pension: 01/10/1989, Basic Monthly Pension without commutation Rs. 457/-, Reduce Monthly Pension after commutation Rs. 305/- w.e.f. 01/10/1989, Family Pension enhanced rate Rs. 457/-, Family pension normal rate Rs. 375/-

আদেশানুসারে
নন্দলাল শর্মা (সেরেস্তাদার)
সিভিল জজ, জুঃ ডিঃ আদালত।
নবদ্বীপ, নদীয়া, ২১/০২/২০২৫

Notice

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণ কে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল নিমাই চন্দ্র ঘোষ পিতা- স্বর্গীয় উমাপদ ঘোষ সাং-সানবাঁধ, বাঁকুড়া তিনি ইন্দাকাটা মৌজা জে.এল নং- ১০৪, ১৮৯ নং প্লট ০৮ শতক জটায়ু মন্ডল পিতা- স্বর্গীয় কৃপাসিন্ধু মন্ডল কৃত গত ইংরেজির ৩১.০১.২০২৫ তারিখে ৩০৬ নং রেজিস্ট্রি কৃত আমমোক্তার নামা দ্বারা নিযুক্তী আমমোক্তার ক্ষুদিরাম গরাই পিতা- স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র গরাই সাং- কালিসেন এর নিকট হইতে গত ইংরেজির ০৬.০১.২০২৫ তারিখে ইহা Onda A.D.S.R অফিস-এ ৩৭০ নং একখানা কোবালা দ্বারা খরিদ করিয়াছে উক্ত সম্পত্তির নাম করণের জন্য নিমাই চন্দ্র ঘোষ ওন্দা B.L & L.R.O অফিসে আবেদন করিবেন উক্ত দলিল সম্পর্কে যদি কাহারো কোনো আপত্তি থাকে তাহলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে ১ মাসের মধ্যে উক্ত ওন্দা B.L & L.R.O অফিসের নিকট আপত্তি জানাইবেন নচেৎ নিমাই চন্দ্র ঘোষ নিজ নাম রেকর্ড করাইলে কারো কোন আপত্তি আইনত গ্রাহ্যনীয় হইবে না।

ABHISHEK CHAUDHURI, Advocate
Judge Court, Bankura
Enrol No. F/423/652/2017

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

জেলা- নদীয়া, মোকাম নবদ্বীপ মাননীয় সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) আদালত।
টি. এস. ৪২/২০২৩
বাদী:- শ্রী গণেশ চন্দ্র দে
বনাম
বিবাদী:- শ্রী হারু ঘোষ দীং

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, অত্র আদালতে বাদী **শ্রী গণেশ চন্দ্র দে,** বয়স- আঃ ৪৭ বৎসর, পিতা- মৃত বটকৃষ্ণ দে, সাং- বামুনপুকুর, পোঃ শ্রীমায়াপুর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি লইয়া মোকাবিলা বিবাদী **১) এম্মা এলিজাবেথ দে,** বয়স- আঃ ৪৫ বৎসর, স্বামী- শ্রী গনেশ চন্দ্র দে, সাং- বামুনপুকুর, পোঃ শ্রীমায়াপুর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া এবং **১৬) প্রমোধ কুমার সরকার,** বয়স- আঃ ৪৭ বৎসর, পিতা- যতীন কুমার সরকার, সাং- সরডাঙ্গা, পোঃ সোনডাঙ্গা, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া দ্বয়সহ অন্যান্য বিবাদী ও মোকবিলা বিবাদীগনের বিরুদ্ধে উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনও আপত্তি থাকিলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় হুজুর আদালতের আদেশ মোতাবেক কার্য্য হইবে।

তপশীল: জেলা- নদীয়া, থানা- নবদ্বীপ, মৌজা- ১১নং সর ডাঙ্গা, মধ্যে সাবেক এল. আর. ১১০৫, ৩৪৯৫, ১১১৪, ৩৪৯৬ হাল খতিয়ান ৩৮২০, ৫১৫৫ আর. এস. ও এল.আর. ৩৮৯ ও ৩৮৮ দাগ ভুক্ত মোট ৪৩.৩৫ শতক সম্পত্তি যাহার চক্তির আউশ হইতেছে এবং উক্ত সম্পত্তির উত্তরে সুধীর বিশ্বাস দীং- এর সম্পত্তি, দক্ষিণে বাদীর ভেন্ডরের সম্পত্তি এবং পূর্বে নীলু বিশ্বাস দীং- এর সম্পত্তি ও পশ্চিমে ১৫ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত কাঁচা রাস্তা অবস্থিত হইতেছে (১নং মোকাবিলা বিবাদী ও বাদীর খরিদা দলিল দৃষ্টে)।

আদেশানুসারে
নন্দলাল শর্মা (সেরেস্তাদার)
সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) আদালত।
নবদ্বীপ কোর্ট, নবদ্বীপ, নদীয়া, ০৭/১২/২০২৪

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল, শ্রী সৌমিক মজুমদার, পিতা- সমীর মজুমদার, সাং ছুতোর পাড়া বাইলেন, পো: কৃষ্ণনগর, থানা-কোতোয়ালী, জেলা- নদীয়া, Additional Registrar II Kolkata অফিসের ০৭৯৩/২০২৪ নং দলিল মুলে তাং- ১৩/০৮/২০২৪ নদীয়া জেলার ৯৪ নং গোবিন্দ সড়ক মৌজা স্থিত আর.এস ২৮৪ ও ৩০০ নং দাগের এল, আর ৩৩৯ ও ৩৫৬ দাগের এল. আর ৮৭৮ খতিয়ান ভুক্ত ০২.১১ শতক সম্পত্তি (১) দেবব্রত পাল, পিতা মহেশ চন্দ্র পাল, সাং-দুর্গাপুর হাউসিং, কো: স: সিসি-০৯ ফ্ল্যাট নং সি-১ ওয়ান নিউটাউন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা (২) অশোক কুমার পাল, পিতা মহেশ চন্দ্র পাল সাং -১১/এ পূর্বাচল ওল্ড ক্যালকাটা রোড, ব্যারাকপুর, পো: তালপুকুর, থানা-টিটাগড়, জেলা-উ: ২৪ পরগনা (৩) শ্রী স্বপন কুমার পাল, পিতা- মৃত মহেশ চন্দ্র পাল, সাং- বি-২/২০৬ অম্বিকা টাওয়ারস্ ২/২/ গিরিষ ঘোষ রোড, পো-বেলুড় মঠ, থানা- লিলুয়া, জেলা- হাওড়া (৪) শ্রীমতী ভারতী পাল, স্বামী মহেন্দ্রনাথ পাল, পিতা- মহেশ চন্দ্র পাল, সাং এন ১৮৭/সি মুদিয়ালী ফার্স্ট লেন পো: গার্ডেনরিচ, থানা- মেটিয়াবুরুজ, জেলা- দক্ষিন কোলকাতা (৫) শ্রীমতী গোপা পাল, স্বামী সুজিত কুমার পাল, পিতা মহেশ চন্দ্র পাল, সাং ২/২৩১, শ্রী কলোনী, পো- রিজেন্ট এস্টেট, থানা- যাদবপুর, জেলা- দক্ষিন ২৪ পরগনা, (৬) শ্রীমতী শীলা বিশ্বাস, স্বামী শ্রী অসিত বিশ্বাস, পিতা- মহেশ চন্দ্র পাল, সাং- সিসি ব্লক সল্টলেক, থানা- বিধাননগর (উত্তর) জেলা- উ: ২৪ পরগনা, মোট ছয় (৬) জনের নিকট হইতে ক্রয় করেন। তন্মধ্যে ৪ নং দাতা ভারতী পাল মহাশয়া তাহার অংশ মোতাবেক সম্পত্তি Additional Registrar IV Kolkata অফিসের ১১০৯৫/২০২১ / তাং ০৫/১০/২০২১ তারিখের একখানি আমমোক্তার নামা বলে শ্রী সুজিত কুমার পাল, পিতা- স্বর্গীয় সুধীর কুমার পাল, সাং- ২/২৩১ শ্রী কলোনী, পো: রিজেন্ট এস্টেট, থানা- নেতাজী নগর, কোলকাতা - ৭০০৯২ এর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষনে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি নিজ নামে রেকর্ড করাইতে ইচ্ছুক। এই সম্পর্কে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর বি.এল.এন্ড এল. আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন - অন্যথায় আইন মোতাবেক কাজ হইবে।

Apurba Biswas, Advocate
Dist Judges Court, Krishnagar, Nadia
Enrolment No- WB/524/1999

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

শ্রী চণ্ডীদাস সাহা পিতা শ্রী তারাপদ সাহা, সাকিম কালনা, বর্দ্ধমান মহাশয় বিগত ইং ২৫/০৮/২০০০ তারিখে এ.ডি.এস.আর, কালনা, বর্দ্ধমান, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-90/2000 নং আমমোক্তার দলিল বলে আমার মক্কেল **শ্রী সুজিত কুমার সাহা** পিতা শ্রী তারাপদ সাহা সাকিম কালনা, বর্দ্ধমান মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১০/০২/২০২১ তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1294/2021 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী রঞ্জিত বারুলী** পিতা যোতীন্দ্র বারুলী সাকিম ফুলতলা, কৃষ্ণবাটীচর, বলাগড়, হুগলী মহাশয়কে ৫.৩৬৫ শতক বাগান ও ০৩ শতক বাস্তু সম্পত্তি বিক্রয় করেন।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা আরাজী গুপ্তিপারা, ০৭ নং জে.এল ভুক্ত, সাবেক ৩৪ তথা হাল এল.আর. ১৮, ৪৩০, ৪৪৪, ৪৪৫, ৪৪৬ ও ৪৪৭ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৬৯ নং দাগে বাগান জমি ষোল আনায় ৫৫ শতক হইতে ৫.৩৬৫ শতক এবং সাবেক তথা হাল এল.আর. ৭০ নং দাগে বাস্তু জমি ষোল আনায় ১৪১ শতক হইতে ০৩ শতক, একুনে দুইটি দাগে মোট ৮.৩৬৫ শতক বা ৫.০৬ কাঠা সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রী রঞ্জিত বারুলী** পিতা যোতীন্দ্র বারুলী উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও বলাগড়, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

১)শ্রী সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, ২)শ্রী সঞ্জীব ভট্টাচার্য্য ওরফে রাজীব ভট্টাচার্য্য, এবং **৩)শ্রীমতী অর্চনা বন্দোপাধ্যায়** স্বামী শ্রী প্রসুন বন্দোপাধ্যায়, সকলের পিতা ৺শিশির ভট্টাচার্য্য ওরফে শিশির কুমার ভট্টাচার্য্য, ১-২নং এর সাকিম বাজার ঘোষপাড়া, গুপ্তিপাড়া, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১২, ৩ নং এর সাকিম ফ্ল্যাট নং ৩, ব্লক এ মহানন্দী গার্ডেন, যোদা, কেন্দুঝাড়, ওড়িষ্যা-৭৫৮০৩৪, মহাশয়দ্বয়/ মহাশয়া বিগত ইং ২৪/১২/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-14809/2024 নং আমমোক্তার দলিল বলে আমার মক্কেলগণ **১)শ্রী সনাতন দাস** পিতা ৺গোঁসাই দাস সাকিম বিশ্ববাসিনীতলা, গুপ্তিপাড়া, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১২ ও **২)শ্রী সঞ্চায়ন মন্ডল** পিতা ৺সুফল মন্ডল সাকিম বাজার ঘোষপাড়া, গুপ্তিপাড়া, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১২ মহাশয়দ্বয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেলগণ নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিতেছেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা কৃষ্ণবাটী, ৮ নং জে.এল ভুক্ত, সাবেক ৪১২ তথা হাল এল.আর. ১১৭৩ ও ১১৭৪ নং খতিয়ানে, আর.এস. ১৫৬ নং তথা হাল এল.আর. ২৩১ নং দাগে ভিটি জমি ষোল আনায় ২১ শতকের মধ্যে ১১৭৩ নং খতিয়ানে ৮.২৫ শতক ও ১১৭৪ নং খতিয়ানে ৮.২৫ শতক, একুনে দুইটি খতিয়ানে মোট ১৬.৫ শতক বা ১০ কাঠা পরিমিত সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। প্রকাশ থাকে যে, আমার মক্কেলদ্বয় **১)শ্রী সনাতন দাস** পিতা ৺গোঁসাই দাস ও **২)শ্রী সঞ্চায়ন মন্ডল** পিতা ৺সুফল মন্ডল উক্ত আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের পর বর্তমান ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও বলাগড় ব্লক অফিসে আবেদন করিতে পারিবেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১ লা মার্চ ।শনি বার। শুক্লা দ্বীতিয়া তিথি। জন্মে কুম্ভ রাশি, অষ্টোত্তরী রাহুর দশা বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি র মহাদশা, চতুষ্পাদ পাদ দোষ ।

মেষ রাশি : অশুভ শনি। তবুও দিনটি শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা আগামীকাল লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি: আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকব, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতেবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : অশুভ শনি। খুব সতর্কতার সঙ্গে আজ সম্পর্ক তৈরী করুন। কোনো ছলনাময়ী নারী বা পুরুষের দ্বারা সামাজিক সম্মান হানি। ঋণ বিষয় তর্ক, বিতর্ক থেকে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। সন্ধ্যার পর অপরিচিতের ফোন না ধরা শুভ। স্বল্প পরিচিতর হঠাৎ নিমন্ত্রনে অপরিচিত জায়গায় না যাওয়া শুভ। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। আলোচনা চলাকালীন হঠাৎ মেজাজ হারালে বিশেষ ক্ষতি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : শুভ সময়। তবে বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : ব্যাবসার দিকে লাভ প্রাপ্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। বৈবাহিক জীবনে তৃতীয় ব্যাক্তির প্রবেশে সাংসারিক শান্তি নষ্টের ইঙ্গিত। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বুদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। আগামীকাল একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে লাভ প্রপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : সহযোগিতা চেয়েছিলেন তার সহযোগিতা পাওয়া যাবে। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি : পীড়া ও শরীর ব্যাধি। মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে অশুভ সংবাদ প্রপ্তি হবে। পরিবারে প্রবীণ নাগরকিদের নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার সম্বাভনা। দাম্পত্য সুখে বিবাদ। পরিবারে নৈরাশ্যবাদ হতাশা বৃদ্ধি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : আর্থিক সহযোগিতা নাই। সচেতন থাকা শুভ। তর্ক বিতর্কে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা। বিশেষত দুপুর বেলা রাহু কাল চলাকালীন সতর্ক থাকা শুভ। যে কাজ এখনো হয়নি প্রকাশে তা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। সবাইকে আপন ভাবলে বিপদ বৃদ্ধি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। ছলনাময় মানুষকে চিনতে শিখুন। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : অশুভ শনি। প্রতিবাদে না গেলে ক্ষতি কি? পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে। ট্যাক্স সম্পর্কিত কাগজপত্র দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। দু একদিনের মধ্যে নতুন ব্যবসা শুরু না করা ভালো। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। তবে গৌর বর্ণের শত্রু কে চিনে নিন। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ।

(আজ পরমহংস শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ দেবের শুভ ভুমিষ্ঠ তিথি মুহূর্ত।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ধারে টাকা চাওয়াই অপরাধ, মারধরে অন্ধ হাওড়ার ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিবরাত্রির সন্ধ্যায় হাওড়ার এক ব্যবসায়ীর ওপর নৃশংস হামলার ঘটনা ঘটে, যা তাকে আজীবনের জন্য অন্ধ করে দিয়েছে। উড়িষ্যার বাসিন্দা মুক্তিকান্ত দাস, যিনি হাওড়ায় দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা চালাচ্ছেন, তিনি এক বছর আগে ফয়জল নামে এক যুবককে ধার হিসেবে ৪০০ টাকা মূল্যের মাল দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই টাকা তিনি আর ফেরত পাননি।

ঘটনার দিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে, ফয়জল কয়েকজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে দোকানে আসে। সে ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা পানীয় বোতল বের করে এবং বিনামূল্যে সিগারেট চায়। মুক্তিকান্ত দাস তাকে তার আগের দেনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রথমে টাকা মিটিয়ে তারপর মাল নিতে বলেন। এতে ফয়জল ক্ষিপ্ত হয়ে হাতে থাকা কোল্ড ড্রিংকসের কাঁচের বোতল দিয়ে মুক্তিকান্ত দাসের মাথায় ও চোখে একাধিকবার আঘাত করতে থাকে। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন দোকানদার। হামলার পরপরই ফয়জল সেখান থেকে পালিয়ে যায়। স্থানীয় লোকজন মুক্তিকান্ত দাসকে দ্রুত কাছের এক ক্লিনিকে নিয়ে যান। সেখান থেকে তাকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা তাকে কলকাতার একটি বড় হাসপাতালে স্থানান্তর করেন, যেখানে অস্ত্রোপচার করেও তার বাম চোখের দৃষ্টি বাঁচানো সম্ভব হয়নি। চিকিৎসকরা পরিবারকে জানান, তার চোখ পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে এবং তাকে কৃত্রিম চোখ পরার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উড়িষ্যায় থাকা তার পরিবারের সদস্যদের খবর দেন তিনি। পরিবার দ্রুত কলকাতায় আসে এবং চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হয় যে তার দৃষ্টি আর ফিরবে না। ঘটনার পর মুক্তিকান্ত দাস থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি জানান, হাওড়ায় ব্যবসা চালানো এখন খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পুলিশ প্রশাসন এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তিনি দ্রুত বিচার এবং অভিযুক্ত ফয়জলের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সহ-সভাপতি সঞ্জয় সিং দাবি করেন, রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে এবং কেউই নিরাপদ নয়। হাওড়া সিটি পুলিশের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জানান, অভিযোগ পাওয়ার পর তারা তদন্ত শুরু করেছেন এবং দোষী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কৃষি-সহ বাংলার উন্নয়নে ৩.৮০ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ ঘোষণা নাবার্ডের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন খাতে ৩.৮০ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করল। যা গত বছরের তুলনায় ২০.৬৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

শুক্রবার কলকাতায় অনুষ্ঠিত রাজ্য ঋণ সংক্রান্ত সেমিনারে এই ঘোষণা করেন নাবার্ডের মুখ্য চিফ জেনারেল ম্যানেজার পি. কে. ভরদ্বাজ। জেলার পরিকল্পনা থেকে প্রাপ্ত ক্ষেত্রভিত্তিক ঋণের সম্ভাবনাগুলিকে একত্রিত করে রাজ্য স্তরে ‘স্টেট ফোকাস পেপার’ প্রকাশ করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব প্রভাত কুমার মিশ্র। উপস্থিত ছিলেন কৃষি বিভাগের প্রধান সচিব ওঙ্কার সিংহ মীনা, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চিফ জেনারেল ম্যানেজার সুমতি মেরি এল. এন. সি. গুইতে, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার চিফ জেনারেল ম্যানেজার সত্যেন্দ্র কুমার সিংহ, এসএলবিসি-র আহ্বায়ক ও মহাব্যবস্থাপক বালবীর সিংহ এবং অন্যান্য সরকারি ও ব্যাঙ্কিং কর্মকর্তারা। নাবার্ড এর সিজিএম পি. কে. ভরদ্বাজ জানান, ‘মোট ৩.৮০ লক্ষ কোটি টাকার সম্ভাব্য ঋণ লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে কৃষি, কৃষি-অবকাঠামো ও সংযুক্ত কার্যক্রমের জন্য ৩৩.৪২ শতাংশ অর্থাৎ ১.২৭ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।’ অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব প্রভাত কুমার মিশ্র কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাতে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সহায়তা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য সমন্বিত উদ্যোগের গুরুত্ব তুলে ধরেন এদিন।

সাড়া পেলেন না রাষ্ট্রপতি ভবনের, হতাশ অভয়ার বাবা-মা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘সময়ের অভাব’-এর কারণে এই মুহূর্তে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালের নিহত তরুণী চিকিৎসকের নির্যাতিতার বাবা-মার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়। এই মর্মে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে চিঠি এল আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মায়ের কাছে। প্রসঙ্গত, মেয়ের ন্যায়বিচার চেয়ে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে কয়েক সপ্তাহ আগে রাষ্ট্রপতিকে ই-মেইল করেছিলেন। বৃহস্পতিবার ই-মেইল মারফত রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে জবাব আসে সময় না থাকার কারণে এখনই তাঁদের সঙ্গে রাষ্ট্রপতির দেখা করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে এমন উত্তর আসার পর যথেষ্ট হতাশ নির্যাতিতার বাবা-মা। তাঁদের বক্তব্য, রাষ্ট্রপতি একজন মহিলা হয়েও তাঁর কাছ থেকে এই উত্তর তাঁরা আশা করেননি।

বৃহস্পতিবার দিল্লিতে গিয়ে সিবিআইয়ের ডিরেক্টর প্রবীণ সুদের সঙ্গে দেখা করেন অভয়ার বাবা-মা। শুক্রবার সংবাদমাধ্যমের সামনে তাঁরা জানান, শিয়ালদহ আদালতের রায় ও বিচারের খুঁটিনাটি নিয়ে সিবিআই প্রধানের সঙ্গে কথা হয়েছে। সিবিআইয়ের তদন্তকারী অফিসারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ছিল, সেটিও জানিয়েছেন তাঁরা। নির্যাতিতার বাবা-মা চান, তাদের মেয়ের ন্যায়বিচার মিলুক। পরে সিবিআইয়ের তরফে তাঁদের সঠিক তদন্তের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

ফর্ম ৪

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলির (১৯৫৬) ৮-ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হল।

১.	প্রকাশস্থান	:	১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্নার, ৪র্থ তল, রুম নং ৩০৬ (এস), কলকাতা ৭০০০০১
২.	প্রকাশকাল	:	দৈনিক
৩.	মুদ্রক	:	শ্রী কৃষ্ণানন্দ সিং
	নাগরিকত্ব	:	ভারতীয়
	ঠিকানা	:	অরবিন্দ টাওয়ার, ফ্ল্যাট নং ৯/৬, ২৪২/১বি, এ.পি.সি. রোড, কলকাতা-৭০০০০৪
৫.	সম্পাদক	:	শ্রী সন্তোষ কুমার সিং
	নাগরিকত্ব	:	ভারতীয়
	ঠিকানা	:	এইচ নং. ৩, বি এল. নং.১৮ মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা জগদ্দল, জেলা ২৪ পরগনা (নর্থ) পিন ৭৪৩১২৫

৬. যে সকল ব্যক্তি এই সংবাদপত্রের মালিক এবং যাঁহারা মোট মূলধনের এক শতাংশের অধিক অংশীদার বা শেয়ার গ্রহীতা, তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা

ক) শ্রীমতী সুধা সিং, অরবিন্দ টাওয়ার ফ্ল্যাট নং ৯/৬, ২৪২/১বি, এ.পি.সি. রোড, কলকাতা-৭০০০০৪
খ) শ্রী কৃষ্ণানন্দ সিং, অরবিন্দ টাওয়ার, ফ্ল্যাট নং ৯/৬, ২৪২/১বি, এ.পি.সি. রোড, কলকাতা-৭০০০০৪
গ) শ্রী সন্তোষ কুমার সিং, এইচ নং. ৩, বি এল. নং.১৮ মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা: জগদ্দল, জেলা: ২৪ পরগনা (নর্থ) পিন ৭৪৩১২৫

আমি, কৃষ্ণানন্দ সিং এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্থান কলকাতা
তারিখ ০১/০৩/২০২৫

স্বা/-
কৃষ্ণানন্দ সিং
প্রকাশক

গ্রীষ্মের আগে ডেঙ্গু প্রতিরোধে জোর রাজ্যর

নিজস্ব প্রতিবেদন: গরম পড়ার আগেই ডেঙ্গু প্রতিরোধে ব্যবস্থা নিতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার। শুক্রবার সব জেলাশাসক, কলকাতা পুরসভা সহ সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরের সঙ্গে বৈঠক করলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। ছিলেন স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা। নবান্নে এই বৈঠকে জেলাশাসকরা ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন। সূত্রের খবর কোথাও জল জমে থাকছে কিনা তা দেখার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা করার কাজ ফের শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মশার লার্ভা মারার জন্য ড্রোনের ব্যাবহার করার কথাও বলা হয়েছে। ডেঙ্গু থেকে রেহাই পেতে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার কাজ ও শুরু করার জন্য পঞ্চায়েত ও পুরসভা কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ডেঙ্গু চিকিৎসার জন্য সভাসপাতাল কে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত নতুন বছরের প্রথম দু'মাস শেষ হওয়ার আগেই রাজ্যে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ৪০০ পেরিয়েছে। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের রিপোর্টে নতুন বছরের সপ্তম সপ্তাহ বা ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে রোগের বাড়বাড়ন্ত দেখা যাচ্ছে। ওই রিপোর্ট অনুযায়ী রাজ্যে ডেঙ্গু সংক্রমণে এখন শীর্ষে রয়েছে হাওড়া। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ৭০। ৫১ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মুর্শিদাবাদ। তৃতীয় স্থানে রয়েছে কলকাতা লাগোয়া জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। ওই জেলায় বর্তমানে ডেঙ্গু আক্রান্ত সংখ্যা ৪৫। চতুর্থ এবং পঞ্চম স্থানে রয়েছে যথাক্রমে পশ্চিম বর্ধমান ৩৬ এবং মালদা।

হাওড়া সদানন্দ মঠে মাসব্যাপী অখণ্ডনাম

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়া দাশনগর বালটিকিরি সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব প্রতিষ্ঠিত সদানন্দ মঠে মাসব্যাপী অখণ্ড নামসংকীর্তন চলছে। গুরুপ্রিয়া দেবীর পরিচালনায় অনুষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে অখণ্ডনামের আয়োজন করা হয়।

সিবিআইয়ের সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে ‘অভিষেক’, প্রশ্নের মুখে সুজয়কৃষ্ণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিবিআই-এর দেওয়া তৃতীয় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট নিয়ে তোলপাড় বঙ্গ রাজনীতি। কারণ, ওই চার্জশিটের তিন জায়গায় লেখা রয়েছে ‘জনৈক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ে’র নাম। তবে সেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কে, তাঁর পদ কী, তাঁর ঠিকানা কী, কোনও কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে তাঁর আইনজীবী সঞ্জয় বসু বিবৃতিও দিয়েছেন এই প্রসঙ্গে। যাঁর বয়ানে ওই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উঠে এসেছে, সেই সুজয় কৃষ্ণভদ্রকে শুক্রবার কোর্টে তোলার সময় প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়।

আদালত সূত্রে খবর, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এদিন আদালতে তোলা হয় সুজয়কৃষ্ণ ওরফে ‘কালীঘাটের কাকু’কে। এদিন সাংবাদিকরা সেই সময় তাঁকে প্রশ্ন করেন, ‘চার্জশিটে যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম আছে, তিনি কে? কার নাম বলেছেন?’ প্রশ্ন শুনে কোনও উত্তর না দিয়েই গাড়িতে উঠে পড়েন সুজয়কৃষ্ণ। সিবিআই-এর দাবি, সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের বাড়িতে নিয়োগ-কাণ্ডে অভিযুক্ত শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়-কুন্তল ঘোষদের বৈঠক হয়। সেখানে কুন্তলের নির্দেশে কথোপকথনের রেকর্ডিং করা হয়। সেই রেকর্ডিং

হাতে আসে সিবিআই-এর। তারপরই এই চার্জশিট পেশ করা হয়েছে। চার্জশিটে বলা হয়েছে, রেকর্ডিংয়ে শোনা যাচ্ছে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র বলছেন, ‘জনৈক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাথমিকে বেআইনি নিয়োগের জন্য ১৫ কোটি টাকা চেয়েছে। কিন্তু সুজয় সেই টাকা তুলতে পারছেন না।’ এই চার্জশিট সামনে আসার পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার মঞ্চ থেকে বলেন, ‘সিবিআই একটা ২৮ পাতার চার্জশিট জমা দিয়েছে। তাতে দু’জায়গায় আমার নাম লিখেছে। কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কে, এমএলএ না এমপি কোথায় থাকে, কার ছেলে, কী করে, কিছুই লেখেনি। বিজেপি যেমন ভাববাচ্যে কথা বলে, তেমন সিবিআইও ভাববাচ্যে কথা বলেছে।’ আসলে সিবিআই ভয় পেয়েছে বলেই পরিচয় উল্লেখ করেনি, এমনটাই দাবি অভিষেকের।

ছুটি বিতর্কে সাসপেন্ড শিক্ষা বিভাগের চিফ ম্যানেজার

নিজস্ব প্রতিবেদন: নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তৃণমূলের রাজ্য সম্মেলনের মঞ্চ থেকে বিশ্বকর্মা পুজোর ছুটি বিতর্কে চক্রান্তের অভিযোগ করেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ক্ষোভ প্রকাশের ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সাসপেন্ড হলেন শিক্ষাবিভাগের চিফ ম্যানেজার সিদ্ধার্থশঙ্কর ধাড়া। এরপর ছুটি বিতর্কে সিদ্ধার্থশঙ্করের জমা দেওয়া শোকজের উত্তরের ভিত্তিতেই তাঁর হাতে নিলম্বন চিঠি ধরান কলকাতা পুরসভার কমিশনার ধবল জৈন।

সম্প্রতি, কলকাতা পুরসভার স্কুলগুলিতে বিশ্বকর্মার পুজোর ছুটি বাতিল করে ইদের ছুটি দু’দিন করা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ

চট্টোপাধ্যায়। তারপর থেকেই সূত্রপাত বিতর্কের। তিনি দাবি করেন, পুরসভার শিক্ষা দপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে আঘাত পেয়েছেন সনাতনীরা। এদিকে জানা যায়, পুরসভার শিক্ষা বিভাগের মেয়র পারিষদ বা পুরসভার পুর কমিশনার, কারওর সঙ্গে আলোচনা না করেই এই ছুটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন তিনি। আর তারপরেই চড়ে বিতর্ক। বিজেপি নেতার অভিযোগের পরেই ছুটি বিতর্কে শিক্ষা বিভাগের চিফ ম্যানেজার সিদ্ধার্থশঙ্কর ধাড়াকে শোকজ করা হয় পুরসভা তরফ থেকে। বৃহস্পতিবার, সেই প্রসঙ্গে খোদ মুখ্যমন্ত্রীও সরব হতেই ধাড়ার গলায় পড়ে সাসপেনশনের খাঁড়া। এই বিতর্ককাণ্ড থেকে শিক্ষা নিয়ে আরও একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে কলকাতা পুরসভা। সমস্ত কন্ট্রোলিং অফিসারের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করে পুর কমিশনার ধবল জৈন জানালেন, নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন অবশ্যই নিতে হবে। যদি কোনও আধিকারিক তা অবজ্ঞা করেন, তবে সেক্ষেত্রে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করার হুঁশিয়ারিও দিলেন তিনি।

জোর জুলুমের ছবি তৃণমূল জামানাতেও অব্যাহত, অভিযোগ বাস মালিকদের

শুভাশিস বিশ্বাস

তৃণমূল নেতার দাদাগিরি। তার জেরে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে ৪৬ রুটের বাস মালিকদের মধ্যে। ৪৬ রুট বলতে তার মধ্যে পড়ে ৪৬, ৪৬-এ এবং ৪৬-বি রুটের বাস। এই অসন্তোষ এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে এরফলে আগামী তিনদিন এই রুটে বাস বন্ধ থাকার সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলেছেন বাস মালিকেরা। এই সিদ্ধান্তের জেরে রীতিমতো ভোগান্তির মুখে পড়তে চলেছেন যাত্রীরা তা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। কারণ, এই রুটের বাসগুলো চলে মূলত, বিমানবন্দর থেকে বাগুইআটি, কেষ্টপুর, চিনারপার্ক এবং কাঁকুরগাছি, কলেজ স্ট্রিট হয়ে ধর্মতলা পর্যন্ত। উল্টোডাঙা থেকে চিনার পার্ক যেতে চাইলে আমজনতার মূল ভরসা এই বাসগুলোই। তথ্য বলছে, দিনে কমপক্ষে কয়েক হাজার যাত্রী যাতায়াত করেন এই রুটে। ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই তিনদিনের জন্য বাস পরিষেবায় কোপ পড়ায় চরম সমস্যা মুখে পড়বেন নিত্যযাত্রীরা। হঠাৎ এই বাসরুট বন্ধের সিদ্ধান্তের পিছনে রয়েছে স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার দাদাগিরি, অন্তত এমনটাই অভিযোগ। কারণ, তৃণমূলের এই নেতা নাকি তৃণমূলের নামে ভয় দেখান বাস চালক থেকে শুরু করে কনডাক্টর এবং বাস মালিকদের। ভয় দেখানোতেই তাঁর কর্মকাণ্ড থেমে থাকেনি, সঙ্গে চলে তোলাবাজিও, এমনটাই অভিযোগ এই ৪৬ রুটের বাস মালিকদের। এই ঘটনা প্রসঙ্গে জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ‘এই ট্র্যাডিশন চলে আসছে বামেদের সময় থেকে। বামেদের সময়েও বাস ইউনিয়ন পরিচালনা করতেন বাম নেতাদের একাংশ। সেখানেও ছিল তাঁদের দাদাগিরি। এরপর তৃণমূলের জমানাতেও সেই ছবি এতোটুকু বদলায়নি। অর্থাৎ, ট্র্যাডিশন অব্যাহত। বাস ইউনিয়ন বলতে সেখানে বাস মালিকদের কোনও কথাই কাজে লাগে না। শাসকদলের নেতারা বাস মালিকদের ওপর রোলার চালান। আর সেই রোলারে পিষ্ট হতে হয় মালিক থেকে কর্মীদের।’ এরই রেশ ধরে তিনি এও জানান, ‘বাসে কে কখন ডিউটি করবে তা ঠিক করেন এই শাসকদলের নেতারাই। এদিকে অনেক রুট রয়েছে সেখানে বাস কন্ডাক্টর থেকে শুরু করে চালকেরা স্থানীয় নন। ফলে তাঁদের ওই বাসেই রাত কাটাতে হয় বা স্থানীয় এলাকাতেই মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করতে হয়। সেখানে স্থানীয় শাসকদলের নেতাদের চটিয়ে থাকাটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না মনে করেই কোনও প্রতিবাদও করা হয় না। এর সঙ্গে রয়েছে নানা আছিলায় টাকা তোলার ঘটনাও। এরপর এই টাকা এক বড় অঙ্কতে গিয়ে দাঁড়ালে সেটা নিয়েও শুরু হয় রাজনীতি। এই রকমই ঘটনা ঘটেছে ৪৬ রুটেও। আর এই ঘটনা শুধু ৪৬-এর রুটেই নয়, সারা বাংলা জুড়ে চলছে এই একই ছবি।’ আর কোনও ট্রেডে শাসকদলের তরফ থেকে এই রোলার চালিয়ে পেষাই করা হয় মালিকদের। সেই ট্রেড যে বেশিদিন থাকতে পারে না সে ব্যাপারেও হুঁশিয়ারির বার্তাও দিতে শোনা যায় জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সম্পাদককে। এদিকে এই ঘটনার প্রসঙ্গে এক বাস মালিক সংগঠনের নেতা টিটু সাহা শুক্রবার সন্ধেয় জানান, ‘যে ঘটনাই ঘটে থাকুক না কেন, বাস পরিষেবা অব্যাহত রাখতে হবে। দাবি-দাওয়া থাকছে, থাকবে, কিন্তু বাস বন্ধ করলে সাধারণ মানুষ অসুবিধায় পড়বে।’ তবে সময় উত্তর দেবে ঠিক কোন দিকে পাল্লা ঝুঁকতে চলেছে বাস পরিষেবা বন্ধ রাখার এই সিদ্ধান্তের। তার ওপর নির্ভর করছে কলকাতার একাংশের পরবর্তী তিনদিনের ভোগান্তির ছবি।

অভয়া কাণ্ডে স্টেটাস রিপোর্ট আদালতে জমা সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করকাণ্ডে সাজা ঘোষণায় আমৃত্যু কারাদণ্ড শোনানো হয়েছে মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রাইকে। এদিকে এই ঘটনায় এখনও থামেনি তদন্ত। ১৭ মার্চ সুপ্রিম কোর্টে অভয়া-কাণ্ডের পরবর্তী শুনানি। আর তার আগেই নিজেদের তদন্তের স্টেটাস রিপোর্ট শিয়ালদা আদালতে জমা দিলেন তদন্তকারীরা। আদালত সূত্রে খবর, মূল অভিযুক্তের সাজা ঘোষণার পর সিবিআই তাদের তদন্ত জারি রেখেছে কিনা সেই নিয়ে আদালতে আবেদন করেছিলেন নির্যাতিতার বাবা-মা। এদিন, সেই আবেদনের ভিত্তিতেই স্টেটাস রিপোর্ট জমা দিয়েছে তদন্তকারীরা। জানানো হয়েছে, তথ্য লোপাট মামলা নিয়ে নিজেদের তদন্ত এখনও জারি রেখেছে তারা। সঙ্গে এও জানা গিয়েছে, আরজি কর-কাণ্ড নিয়ে বারংবার উঠেছে তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগ। সিবিআইয়ের স্টেটাস রিপোর্টে উঠে এসেছে সেই ষড়যন্ত্রের কথাই। তদন্তকারীদের আশঙ্কা, আরজি করের ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে ‘বৃহত্তর ষড়যন্ত্র’। যা নিয়ে খুব শীঘ্রই একটি সাপ্লিমেন্টরি চার্জশিট পেশ করতে চলেছে তারা, এমনটাই দাবি করা হয়েছে স্টেটাস রিপোর্টে। এছাড়াও, টালা থানার প্রাক্তন ওসির বাজেয়াপ্ত সিমও আপাতত তাদের কাছেই রাখতে চায় বলে আদালতে জমা দেওয়া স্টেটাস রিপোর্ট মাধ্যমে স্পষ্ট করেছে সিবিআই।

উল্লেখ্য, তদন্তকারীদের কাছ থেকে নিজের বাজেয়াপ্ত মোবাইল সিম ফেরত চেয়ে বারংবার আদালতে দ্বারস্থ হয়েছেন টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল। তবে তা যে ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়, এই স্টেটাস রিপোর্ট পেশের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছে সিবিআই। তাদের যুক্তি, ওই সিম ফেরত দেওয়া হলে অনেক তথ্য প্রমাণ নষ্ট হতে পারে। তদন্তকারীদের এই যুক্তিতে মান্যতাও দিয়েছে শিয়ালদা আদালত। আর আরজি করের এই ঘটনায় এখনও একাধিক বড় প্রশ্নচিহ্ন রয়ে গেছে। তা হল, ধর্ষণের আগে কাদের সঙ্গে ডিনার করেছিলেন চিকিৎসক তরুণী। পরদিন সকালে কেনই বা সেই অপরাধস্থলে ভিড় জমিয়েছিল আরজি কর কর্তৃপক্ষ। এমনকি, এই আরজি কর তথ্যপ্রমাণ লোপাট মামলায় স্থানীয় টালা থানার ওসি ও আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে গ্রেপ্তারও করেছিলেন তদন্তকারীরা। তবে সেই মামলায় যথাযথ প্রমাণ না মেলায় জামিনও পান তারা।

বাংলা থেকে ৪০ লক্ষ ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ যাবে: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলা থেকে ৪০ লক্ষ ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ যাবে। শুক্রবার এমনটাই দাবি করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তাঁর কথায়, দিল্লিতে হাজার হাজার ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ গেছে। এবার বাংলাতেও রোহিঙ্গা ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ যাবে। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের মেগা সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন নাকি নিরপেক্ষ নয়। তাঁর যুক্তি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দপ্তরের একজন আমলাকে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনার পদে বসানো হয়েছে। এদিন জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি অর্জুন সিং বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ছিলেন রাজীব সিনহা। উনি তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ ধন্য অফিসার এবং বাংলার প্রাক্তন মুখ্যসচিব। তাঁর সময়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনে শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। এটা কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভুলে গেছেন।’ প্রসঙ্গত, ২১৫-এর বেশি আসন

নিয়ে ফের বাংলায় ক্ষমতায় আসবে তৃণমূল কংগ্রেস বৃহস্পতিবার সভা থেকে এমনই দাবি করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এর উত্তরে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন যদি সঠিকভাবে নির্বাচন করাতে পারে। নির্বাচন কমিশন যদি এসওপি বদলাতে করে। প্রিসাইডিং অফিসার কিংবা পোলিং অফিসার যারা বেইমানি করবে, তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া বুথের ২০০ মিটারের মধ্যে যাতে পুলিশ ঢুকতে না পারে। অর্থাৎ ২০০৬ কিংবা ২০১১ সালের মতো নির্বাচন হলে তৃণমূল বাংলায় ১৫ আসনে আটকে যাবে।’ প্রসঙ্গত, প্রকাশ্য সভা থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, ‘বেইমান’ মুকুল রায়কে তিনি নাকি চিহ্নিত করেছিলেন। এপ্রসঙ্গে প্রাক্তন সাংসদ বলেন, ‘মুকুল রায় এখন তৃণমূলে আছেন। উনি মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। তবুও প্রকাশ্য সভা থেকে মুকুল রায়কে গালাগালি করা হয়েছে। এটাই তো তৃণমূলের কালচার। যদিও তৃণমূল বাংলায় ক্ষমতায় আসার পিছনে মুকুল রায়ের অনেক অবদান ছিল।’

বেআইনি নির্মাণ ভাঙায় উত্তেজনা কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে কলোনিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কাঁচরাপাড়া পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের ডাঙাপাড়া রেলওয়ে কলোনির সাহাপুকুর প্লট এরিয়ায় বেআইনি নির্মাণ ভাঙাকে ঘিরে শুক্রবার উত্তেজনা ছড়ায়। রেলের তরফে বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলার জন্য গত ১৮ ফেব্রুয়ারি রেলের তরফে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। সাতদিনের মধ্যে জবরদখল খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নিজেরা বেআইনি নির্মাণ না ভাঙায়, রেল প্রশাসনের তরফে এদিন দুপুরে একটি টিনের ছাউনির ঘর এবং একটি বাড়ির ইঁটের গাঁথনির একাংশ ভেঙে দেওয়া হয়। এই ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় ডাঙাপাড়া রেলওয়ে কলোনিতে। এদিন ঘটনাস্থলে

বীজপুর থানার পুলিশও হাজির ছিল। পেশায় রাজমিস্ত্রি স্থানীয় বাসিন্দা পাপ্পু মণ্ডলের অভিযোগ, আশেপাশে অনেকেই রেলের জমিতে ছাদের বাড়ি বানিয়েছে। কিন্তু রেল প্রশাসনের সেদিকে নজর নেই। পাপ্পু মণ্ডলের দাবি, টাকা দিতে না পারায়, রেলপুলিশ তাঁর টিনের ছাউনির ঘর ভেঙে দিল। স্থানীয়দের অভিযোগ, এখানে চড়াদামে রেলের জমি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। অথচ হুঁশ নেই রেল প্রশাসনের।

‘ভূতুড়ে ভোটার’ ধরার কাজ শুরু মমতার বিধানসভা কেন্দ্র থেকেই

নিজস্ব প্রতিবেদন: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধানসভা কেন্দ্র থেকেই কাজ শুরু হয়ে গেল। ‘ভূতুড়ে ভোটার’ ধরতে শনিবার থেকেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকার স্ক্রুটিনি করবেন ফিরহাদ হাকিম। স্ক্রুটিনি করে কে প্রকৃত ভোটার, তা চিহ্নিত করবেন তৃণমূল কর্মীরা। তারপর তা পাঠানো হবে কমিশনের কাছে, এমনটাই জানিয়েছেন মেয়র। বৃহস্পতিবার সকালেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে কর্মীসভার বৈঠক থেকে উস্কে দিয়েছিলেন ‘ভূতুড়ে ভোটার’ প্রসঙ্গ। স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন ‘ভোটার লিস্ট ক্লিন করতে হবে। ভোটার তালিকা থেকে ভূতুড়ে নাম বাদ দিতে হবে।’ এরপর বেলা গড়াতেই সন্ধে নাগাদ তৃণমূল সুপ্রিমো স্বয়ং নিজের বাড়িতে ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ও আটজন কাউন্সিলরকে ডেকে এ ব্যাপারে আরও একপ্রস্থ বৈঠক করেন। তাঁর বিধানসভা এলাকায় ভোটার তালিকায় নতুন নাম সংযোজনে কোথায় কী সমস্যা হচ্ছে, কত ‘ভূত’ হানা দিল ভোটার তালিকায়, তা অক্ষরে অক্ষরে লিখে রিপোর্ট আকারে ফিরহাদের হাতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন কাউন্সিলরদের। শুধু তাই নয়, এ ব্যাপারে সময়ও বেঁধে দেওয়া হয় মার্চের ১৫ তারিখ পর্যন্ত। বস্তুত, অনলাইন পদ্ধতিতে ভোটার লিস্টে নাম তোলার সুযোগ নিয়ে, কমিশনকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি ভোটার লিস্টে ভূতুড়ে ভোটার ঢুকিয়ে দিচ্ছে বলে আগেই অভিযোগ করেছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পদ্ধতিতেই পদ্ম শিবির মহারাষ্ট্র, দিল্লি দখল করেছে বলেও দাবি করেছিলেন তৃণমূল নেত্রী। এ ব্যাপারে নেতাজি ইনডোরের সভা থেকে রীতিমতো তথ্যপ্রমাণ তুলে ধরার পাশাপাশি, বইয়ে পড়া দাগানোর মতো করে দলের নেতা-কর্মীদের ‘টাস্ক’ও বেঁধে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কমিটিও তৈরি করেন। সময় নষ্ট না করে শনিবার থেকেই ভোটার তালিকা থেকে ভূত তাড়াতে রাস্তায় নামছেন মেয়র।

এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীদের নিয়ে মিছিলে কুণাল, পুলিশের সঙ্গে বচসা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীদের নিয়ে ধর্মতলায় মিছিলে হাঁটতে দেখা গেল তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষকে। পুলিশ সেই মিছিল আটকাতেই বেঁধে যায় ধস্তাধস্তিকাণ্ড। এরপরই রাস্তায় বসে পড়েন কুণাল ঘোষ। বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তিনি। একইসঙ্গে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন চাকরিপ্রার্থীরা।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, আন্দোলনকারীরা প্রত্যেকেই ২০১৬ সালের এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থী। তাঁদের শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে এই মামলার শুনানি ছিল। তাঁরা আশা করেছিলেন, এদিন তাঁরা কোনও আশার আলো দেখতে পারবেন। এদিন তাঁরা ভেবেছিলেন কোনও রায় দিতে পারেন বিচারপতি। কিন্তু মামলার শুনানি পিছিয়ে যায় আরও। আগামী ২০ মার্চ ফের এই মামলার শুনানি। এরপরই এতদিন ধরে অপেক্ষায় থাকা ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙে চাকরিপ্রার্থীদের। তাঁরা হতাশ হয়ে আদালত থেকে সরসারি চলে যান কুণাল ঘোষের দফতরে। এরপরই কুণালের নেতৃত্বে ধর্মতলায় দ্রুত বিচারের দাবিতে পথে নামেন। সেই মিছিল রানি রাসমনি রোডে পৌঁছতেই পুলিশ আটকে দেয়। প্রাথমিকভাবে পুলিশের সঙ্গে কথা কাটাকাটি, তারপর রাস্তার মাঝে বসেই বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। সঙ্গে তাঁরা এই মামলায় প্রধান বিচারপতির হস্তক্ষেপ দাবি করছেন। এই প্রসঙ্গে এক আন্দোলনকারী বলেন, ‘আমরা এসএলএসটি, শারীর শিক্ষা, কর্মশিক্ষার চাকরিপ্রার্থীরা ২৬ মাস ধরে রেকমেনডেশন পাওয়ার পরও পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি।’

এদিকে এই প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ জানান, ‘এঁদের প্যানেলটা পুরোই বৈধ প্যানেল। এখানে কোনও দুর্নীতি নেই। সিবিআই নেই। রাজ্য সরকার নিয়োগ দিয়েছে। মোট ১২৮০ জন, তাঁদের মধ্যে এক জনের মৃত্যু হয়েছে, অর্থাৎ ১২৭৯ জন। প্রত্যেকে যোগ্য। বেআইনি স্টে করিয়ে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য নিয়োগ আটকে রেখেছেন।’ হাইকোর্টের এক বিচারপতির নাম করেও কুণাল বলেন, ‘ওই বিচারপতি তারিখের পর তারিখ দিয়ে যাচ্ছেন। কখনও বলছেন রাজ্য সরকার হলফনামা দিক, তা দেওয়া হচ্ছে, কখনও এজিকে গিয়েছেন, তিনি গিয়েছেন। কিছু না কিছু নিয়োগ আটকে রেখেছেন। আমি গত ৩ বছরেরও বেশি সময় ধরে ওঁদের সঙ্গে যুক্ত। মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আদালতে হেনস্থা হতে হচ্ছে। প্রচুর টাকা যাচ্ছে। অবিলম্বে প্রধান বিচারপতিকে হস্তক্ষেপ করতে হবে। এত লম্বা লম্বা তারিখ দিয়ে হেনস্থা করা চলবে না।’ প্রসঙ্গত, এর আগেও ধর্মতলায় চাকরিপ্রার্থীদের ধরনা মঞ্চে দেখা গিয়েছে কুণাল ঘোষকে। চাকরিপ্রার্থীদের প্রতিনিধিরা কুণালের সঙ্গে তাঁদের বাড়িতেও গিয়েছেন।

কলকাতায় ঘনঘন ভূমিকম্পের সম্ভাবনা সতর্কবার্তা জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৫-এর শুরুতেই কলকাতা দু’টি ভূমিকম্পের সম্মুখীন হয়েছে। প্রথমটি হয়েছিল ৭ জানুয়ারি এবং দ্বিতীয়টি ২৪ ফেব্রুয়ারি। এই দুই ভূমিকম্পই শহরবাসীর মনে একটাই প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছে, এমন ঘটনা কি ঘন ঘন ঘটতে থাকবে? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কলকাতার ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ভবিষ্যতে আরও ভূমিকম্পের সম্ভাবনা রয়েছে।

কলকাতার ভূমিকম্পের কারণ টেকটোনিক প্লেটের প্রভাব। ভূমিকম্প সাধারণত পৃথিবীর অভ্যন্তরে টেকটোনিক প্লেটগুলোর নড়াচড়ার ফলে ঘটে। কলকাতা অবস্থিত ইন্ডিয়ান প্লেট ও ইউরেশিয়ান প্লেটের সংযোগস্থলের কাছাকাছি, যেখানে টেকটোনিক চাপ ক্রমাগত বাড়ছে। জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া’র মতে, এই প্লেটগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ এবং মৃদু নড়াচড়া ভূমিকম্পের সৃষ্টি করছে। কলকাতা মূলত গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত, যেখানে মাটি তুলনামূলকভাবে নরম। ফলে ভূমিকম্পের কম্পন এখানে অনেক বেশি অনুভূত হয়। এই ভূমিকম্পগুলি সরাসরি শহরের নিচে উৎপন্ন না হলেও, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোর ভূমিকম্পের প্রভাব কলকাতায় প্রবলভাবে অনুভূত হয়। ‘সিসমিক জোন’ হিসেবে কলকাতার অবস্থান। তাই জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া সতর্কবার্তা দিয়েছে যে, কলকাতা এখন ‘সিসমিক জোন’ বা ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলের মধ্যে পড়েছে। ভারতের সিসমিক জোনগুলো সাধারণত চারটি ভাগে বিভক্ত। সিসমিক জোন ২, ৩, ৪, এবং ৫। কলকাতা এবং আশপাশের অঞ্চল সিসমিক জোন ৩ ও ৪-এর মধ্যে পড়ে, যেখানে মাঝারি থেকে শক্তিশালী ভূমিকম্পের সম্ভাবনা থাকে। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, সিকিম, এবং নেপাল সীমান্তের অংশগুলো সিসমিক জোন ৫-এ পড়ে, যা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা। প্রতিবেশী বাংলাদেশ ও মায়ানমারের ভূমিকম্পগুলোর প্রভাবও কলকাতায় অনুভূত হতে পারে। এমন অবস্থায় বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, কলকাতার জন্য ভূমিকম্প ভবিষ্যতে একটি স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়াবে।

কলকাতা মূলত ঘূর্ণিঝড়প্রবণ শহর হিসেবেই পরিচিত। তবে সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, শহরে ভূমিকম্পের সংখ্যা এবং মাত্রা ধীরে ধীরে বাড়ছে। ৭ জানুয়ারির ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.১ এবং ২৪ ফেব্রুয়ারির ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৫.২। যদিও এগুলো বড় কোনও ক্ষতি করেনি, তবুও ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী ভূমিকম্পের আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভূমিকম্পের সংখ্যা বাড়বে এবং শহরবাসীকে এটাকে স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে মেনে নিতে হবে, ঠিক যেমন ফি-বছর ঘূর্ণিঝড়ের ঘটনা গা-সওয়া হয়ে গেছে। তবে বড় ভূমিকম্প হলে ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা থেকেই যায়। কলকাতায় ভূমিকম্পের ঝুঁকি বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বড় কারণ সামনে আসে, শহরের পুরোনো স্থাপত্য ও অবকাঠামো। কলকাতার বহু পুরোনো ভবন ও কাঠামো ভূমিকম্প প্রতিরোধের জন্য নির্মিত হয়নি। বিশেষ করে উত্তর কলকাতার শতাধীপ্রাচীন ভবনগুলো ভূমিকম্প সহ্য করতে পারবে না। অপরিকল্পিত নির্মাণ হওয়ার কারণে অসংখ্য বহুতল ভবন, নরম মাটির উপর নির্মিত অপরিকল্পিত স্ট্রাকচার, এবং অপর্যাপ্ত ফাউন্ডেশন ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক হতে পারে। জনসংখ্যার ঘনত্বর জন্য কলকাতা অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ শহর। ভূমিকম্পের কারণে যদি কোনো বড় দুর্ঘটনা ঘটে, তাহলে উদ্ধারকাজ পরিচালনা করাও কঠিন হবে।ভূমিকম্পের তরঙ্গের বিস্তার হয় নরম মাটির কারণে, ভূমিকম্পের তরঙ্গ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, যা ক্ষতির পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়েছে। ভূমিকম্প মোকাবিলায় ব্যক্তিগত এবং সরকারি পর্যায়ে সচেতনতা ও পূর্বপ্রস্তুতি থাকা জরুরি। জাপানের মতো ভূমিকম্পপ্রবণ দেশগুলোর মডেল অনুসরণ করে কলকাতায় ভূমিকম্প প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

আদালতের নির্দেশ না মানায় প্রশ্নের মুখে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আদালতে ফের প্রশ্নের মুখে পুলিশের ভূমিকা। ২০২৩ সালে দেওয়া নির্দেশ কার্যকর না হওয়ায় বিরক্ত হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। আদালতের নির্দেশ দেওয়ার পরও না করা হয়েছে কোনও পদক্ষেপ, না কাউকে ধরা সম্ভব হয়েছে। ব্যাঙ্কের একটি ‘লোন রিকভারি’ সংক্রান্ত মামলায় শুক্রবার বিচারপতি রাজ্যের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট জানান, পুলিশ না পারলে প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় বাহিনী নামানো হবে।

আদালত সূত্রে খবর, রানিগঞ্জে ব্যাঙ্কের করা একটি অভিযোগের ভিত্তিতে এই মামলা হয়। অভিযোগ ছিল, ব্যাঙ্ক থেকে এক ব্যক্তি লোন নিয়ে জেসিবি কিনতে চেয়েছিলেন। দেখা যায়, লোন নেওয়ার পর আর ওই লোন মেটানো হয়নি। এদিকে টাকা না পাওয়ায় ব্যাঙ্ক ওই জেসিবি মেশিন বাজেয়াপ্ত করতে গেলে নজরে আসে আদৌ কোনও মেশিনই কেনা হয়নি। এরপরই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় ওই ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কের অভিযোগ, রানিগঞ্জ থানাকে নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। এরপরই ২০২৩-এ হাইকোর্ট রানিগঞ্জ থানার পুলিশকে নির্দেশ দেয়, পুলিশকে পদক্ষেপ করতে হবে। সেই নির্দেশ কার্যকর হয়নি বলে অভিযোগ। এই প্রসঙ্গেই শুক্রবার কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করে বিচারপতি ঘোষ জানতে চান জেসিবি কোথায়? কেন অভিযুক্তকে পাওয়া যাচ্ছে না? কে সেই প্রভাবশালী? কত বড় শক্তিমান তিনি? এরই পাশাপাশি পুলিশকে ভর্ৎসনা করে বিচারপতি বলেন, ‘ভুলে যাচ্ছেন এটা হাইকোর্টের অর্ডার। এবার সেন্ট্রাল এজেন্সিকে দায়িত্ব দেব। ভুলে যাবেন না, তদন্তকারী অফিসারের কিন্তু নিউটাউন থানার আইসি-র মতো অবস্থা হবে।’ একইসঙ্গে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করে এও জানান, ‘রাজ্য যদি মনে করে হাইকোর্টের নির্দেশ মানবে না, তাহলে কোর্ট জানে কী করে নির্দেশ পালন করাতে হয়। হয় ডিভিশন বেঞ্চে গিয়ে এই অর্ডার খারিজ করান, আর না হলে নির্দেশ কার্যকর করুন। আপনারা যদি কোর্টের অর্ডার না মানেন, তাহলে কোর্ট আপনাদের সমস্যা দেখবে না।’

প্রয়োজনে সিআরপিএফ নামিয়ে অর্ডার কার্যকর করা হবে বলে কার্যত সতর্ক করেছেন বিচারপতি। আগামী ১০ মার্চ পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। এটাই শেষ সুযোগ বলে উল্লেখ করেছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ।

সম্পাদকীয়

অভিবাসীদের প্রতি ব্যবহার সরকার কি দেখতে পাচ্ছে না

হাতে হাতকড়া পরিয়ে, পায়ে শিকল বেঁধে, সেনাবাহিনীর পণ্যবাহী বিমানে ১০৪ জন মানুষের জন্য একটি মাত্র শৌচাগারে, ৪০ ঘণ্টা সফর করিয়ে ভারতে ফেরত পাঠাল আমেরিকা সরকার। এখনও পর্যন্ত ভারত আমেরিকাকে বন্ধুরাষ্ট্র হিসেবে অভিহিত করলেও আমেরিকা কি ভারতকে সমপর্যায়ের বন্ধু হিসেবে ভাবতে প্রস্তুত? অভিবাসীদের সঙ্গে আচরণে অন্তত তেমন কোনও ইঙ্গিত মিলল না। আমেরিকার সীমান্তরক্ষা দফতরের প্রধান মাইকেল ডব্লিউ ব্যাঙ্কস সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে বলেন 'ভিন গ্রহের মানুষদের আমরা সফল ভাবে ভারতে ফেরত পাঠাতে পেরেছি'। ভারত সম্বন্ধে কতটা তাচ্ছিল্য, উপেক্ষা, অবজ্ঞা থাকলে এই ধরনের মন্তব্য করা যায়, তা সহজেই অনুমেয়। এখন প্রশ্ন হল, ভারত থেকে এত অভিবাসী এত কষ্ট করে, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে, বিদেশে অবর্ণনীয় নির্যাতন সহ্য করেও কেন যান? পৃথিবীর পঞ্চম বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে চিহ্নিত এবং শীঘ্রই তৃতীয় অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে উঠে আসার অঙ্গীকার করা ভারতের পক্ষে কি এই ঘটনা লজ্জার নয়? যে সব রাজ্য অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধ বলে বিবেচিত হয় তার মধ্যে পঞ্জাব ও গুজরাত অন্যতম। অথচ, ১০৪ জন অবৈধ অভিবাসীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুজরাত, পঞ্জাব ও হরিয়ানার নাগরিক। তা হলে কি 'ভাইব্র্যান্ট গুজরাত' বা পঞ্জাবের যে ছবি আমাদের দেখানো হয়, সেটা তত উজ্জ্বল নয় শেষ পর্যন্ত? আরও খারাপ লাগে যখন দেখা যায় আমেরিকার এমন অমানবিক আচরণের নিন্দা বা প্রতিবাদ জানানোর পরিবর্তে ভারতের বিদেশমন্ত্রী তাঁদের হয়ে সাফাই দেওয়ার চেষ্টা করেন। তা-ও আবার সংসদে বিরোধীরা এই বিষয়ে সরব হওয়ার পরে। এই লজ্জা শুধু ওই মানুষগুলোর নয়, কেন্দ্রীয় সরকারেরও।

শব্দবাণ-২০৬

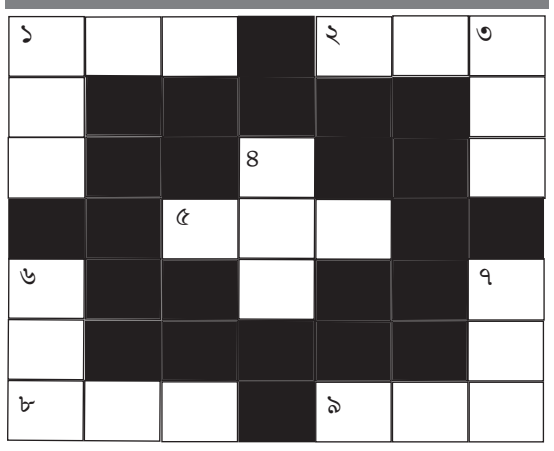

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. রত্ন, মণি ২. নিষধ দেশের রাজা নল ৫. রেশমের তৈরি, রেশমি ৮. স্থিরতা ৯. করুণার যোগ্য।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. সম্রাট, নৃপতি ৩. তাড়া, চাপ ৪. আশীর্বাদ ৬. ফুটবল খেলার গোলপোস্ট ৭. পরিবর্ত।

সমাধান: শব্দবাণ-২০৫

পাশাপাশি: ১. বাসভবন ৪. ক্ষতি ৫. রিমেক ৭. শরম ৯.ফর্দ ১১. কপিরাইট।

উপর-নীচ: ১. বাহাদুরি ২. ভট্ট ৩. নক্ষত্রেশ ৬ .কপর্দক ৮. মহানট ১০. সেরা।

জন্মদিন

আজকের দিন

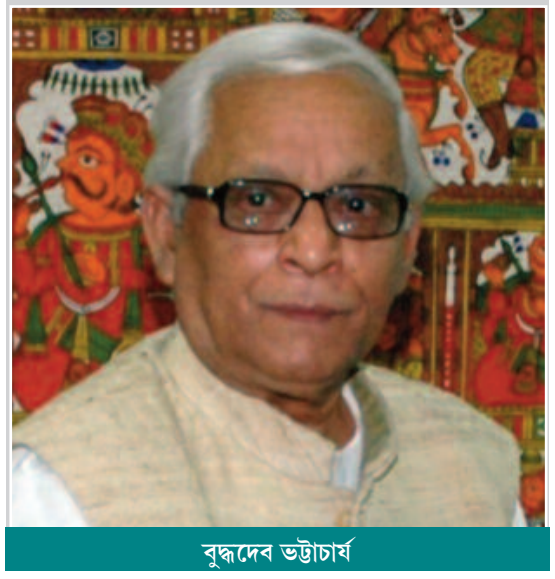

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

১৯৪৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জন্মদিন।*
১৯৪৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের জন্মদিন।*
১৯৮৩ *বিশিষ্ট বক্সার মেরি কমের জন্মদিন।*

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের উচ্ছেদের গল্প জীবন্ত ইতিহাসকে ধারণ করে চলেছে!

স্বপনকুমার মণ্ডল

বাংলা গল্পে নানাভাবে উচ্ছেদের কথা এসেছে ঠিকই, কিন্তু সিঙ্গুরের কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে 'উচ্ছেদের গল্প' শিরোনামে ছোটগল্পের নতুন অভিধা প্রকট হয়ে ওঠে। সেদিক থেকে গল্পগুলির ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়। সেখানে রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় উপেনের প্রতি জমিদারের 'এ জমি লইব কিনে'-এর কণ্ঠস্বর ব্যঞ্জিত হয়েছে। অন্যদিকে তেভাগার 'ছোট বকুলপুর'-এর অস্থির বিপন্ন পরিসরও সেখানে স্মরণীয় হয়ে উঠেছে। আসলে জোর করে জমি অধিগ্রহণের মধ্যে নিরাপত্তার অভাববোধে আক্রান্ত ছিন্নমূল জনমানসে উচ্ছেদের অস্তিত্ব-সংকট ক্রমশ নিবিড়তা লাভ করার পরিচয়ে গল্পগুলি লেখা হলেও তার আবেদনে প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ার সংযোগ প্রকট হয়ে ওঠেনি। গল্পসুলভ পরোক্ষ বার্তাই সেখানে উঠে এসেছে। ২০০৭-এর ১৪ মার্চের নারকীয় তাণ্ডবের পর সেই প্রতিক্রিয়ার তীব্রতায় তার বাঘনখ বেরিয়ে পড়ে। তখন তা শুধু উচ্ছেদের গল্পেই সীমাবদ্ধ থাকে না, মানুষের জীবনসংগ্রামের গল্প হয়ে ওঠে। গণমাধ্যমের প্রত্যক্ষ সম্প্রচারের দৌলতে নন্দীগ্রামের বীভৎস নারকীয় ঘটনার ছবি জনমানসে তীব্র গতিতে ছড়িয়ে পড়ায় তার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে ওঠে এবং সংবেদী সৃজনশীল ক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে হয়। সেক্ষেত্রে দূরদর্শনের প্রত্যক্ষতায় জনগণের মূল্যবোধে আমূল পরিবর্তনের ছবিটি সেখানে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। স্বনামী গল্পকারদের মঞ্চে আবির্ভাব ছিল সময়ের অপেক্ষা। সেইসঙ্গে বহুল প্রচারিত সংবাদমাধ্যমে তার প্রকাশ প্রত্যাশিত মনে হয়। ১৪ মার্চের ঘটনার প্রেক্ষিতে এরূপ একটি গল্প জয়ন্ত দে'র 'নির্বাণ'। সেটি ২৫ মার্চ 'বর্তমান'-এর রবিবার-এ প্রকাশিত হয়। দূরদর্শনে সরাসরি সম্প্রচার দেখে একটি বামপন্থায় আদর্শনিষ্ঠ সক্রিয় রাজনৈতিক পরিবারের মূল্যবোধের সংকটের ছবি কথা বলে ওঠে। নৃশংস ঘটনায় ক্রমে ১৪ জনের মৃত্যুতে সেই পরিবারের দীর্ঘলালিত আদর্শের প্রাচীর ভাঙার সশব্দ প্রকৃতি সবুজ হয়ে উঠেছে। সরাসরি নন্দীগ্রামের কথা উঠে এসেছে গল্পে। কলকাতার নগরজীবনেও তার সংযোগ অতীব সক্রিয়। সেই অস্থিরতা গল্পকথকের কথায় 'নন্দীগ্রামে গুলি চলছে। মানুষ মরেছে। সারা কলকাতা শহরে অবরোধ বিক্ষোভ, মিছিল, মিটিং।' বৃদ্ধ দাদুর প্রস্রাব না হওয়ার জন্য তাঁকে নিয়ে স্কুলশিক্ষিকা মাকে সঙ্গে নিয়ে অফিস থেকে ছুটে আসা গল্পকথকের ডাক্তার দেখানোর তৎপরতার মধ্যে নন্দীগ্রামের নৃশংস ঘটনার সঙ্গে জনমানসের সংযোগকে নিবিড় করে তুলেছেন গল্পকার। শুধু তাই নয়, সেই হত্যালীলায় দাদুর তীব্র প্রতিক্রিয়ায় সি পি আই (এম) পার্টিকর্মী মায়ের হতচকিত হওয়ার ছবিটিও স্পষ্ট। বাড়ির কাজের মাসির ছেলের প্রস্রাব করানোর প্রসঙ্গে বৌমার গর্জনকে উপেক্ষা করে দাদুর সমর্থনে তাঁর যন্ত্রণায় ঘৃণাবোধ তীব্রতা লাভ করে। 'পেচ্ছাপ কর। কর তুই পেচ্ছাপ কর। সারাদিন ধরে আমি অনেক চেষ্টা করেছি ওদের মুখে পেচ্ছাপ করতে---আমি পারিনি — আমার হয়ে তুই কর।' শুধু সেখানেই শেষ নয়। তাঁকে তাঁর ছেলে যিনি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী তরুণ কর্মী ছিলেন সেই বাবলুর পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিরত করতে চেয়েও গল্পকথকের মা ব্যর্থ হন। দাদু আরও তেতে উঠে বলেন 'বাবলু আমাকে ক্ষমা কর বাবা। শালাদের আমি পেচ্ছাপ করতে পারিনি---শালাদের মুখে আমি গু তুলে দেব।' অন্যদিকে মায়ের চাপাকান্নার কথাও গল্পকথক জানিয়ে দেন। নন্দীগ্রামের বিধ্বংসী আক্রমণে চিরায়ত মূল্যবোধের আঘাত কত তীব্র ছিল, তা গল্পটির মধ্যে স্ববাকমূর্তি লাভ করেছে। শেষে গল্পকথাকের মানসানুভূতিও সেই প্রতিক্রিয়ারই সারাৎসার, 'দাদুর গলার হাহাকারে আমার পৃথিবী কাঁপছে।' সেদিক থেকে জয়ন্ত দে'র 'নির্বাণ' গল্পটি বাংলা ছোটগল্পের সময়চিহ্নিত অনির্বাণ প্রকৃতিতে ভাস্বর হয়ে থাকবে।

আসলে নন্দীগ্রামের ১৪ মার্চের হত্যালীলার তীব্র আঘাত জনমানসে শাসকবিরোধী অবস্থানে যেমন অস্তিত্ব-সংকটের পরাকাষ্ঠায় নিয়ে গিয়েছিল, তেমনই গণপ্রতিরোধী চেতনায় তা বিরল দৃষ্টান্তের মিথে পরিণত হয়ে যায়। এজন্য সেই হত্যালীলায় নন্দীগ্রামের প্রতি কৌতূহলী দৃষ্টি সক্রিয় রেখেছে তার অনেক পরেও। নলিনী বেরার 'চুপ, এক মিনিট নীরবতা চলছে' ('কথাসাহিত্য', শারদ ১৪২০) গল্পটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ঘটনার বছর সাতেক পরে গল্পটি প্রকাশিত হয়েছে। হরিদ্বারে পুণ্যার্থী হিসাবে আসা নন্দীগ্রামের মেয়েটি সারা ভারত থেকে আগন্তুক মানুষের ভীড়ের মধ্যে সমাদর লাভ করে। 'দাদা-বৌদির হোটেল'-এ সেই মেয়েটির আগমন আকস্মিকভাবে আবির্ভাব হয়ে ওঠে। খাবার বেঞ্চিতে তার অগ্রাধিকার লাভের কথায় সকলের সম্মতি স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে ''না, না, 'নন্দীগ্রাম' আগে। ফাস্ট প্রায়োরিটি! আসুন 'নন্দীগ্রামের মেয়ে।'আসুন। আসুন। আপনারাই আগে বসুন।' তিন বছর ঘরছাড়া মেয়েটি খেতে বসে কীভাবে বছরদেড়-দুই আশ্রয় শিবিরে লপসি খেয়ে বেঁচে থাকার পর বাগনানে বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে দুঃখের জীবন অতিবাহিত করেছে, তার পরিচয়ের পাশাপাশি উৎসুক শ্রোতাদের নন্দীগ্রামের সঙ্গিন অবস্থার কথা ব্যক্ত করে। গুলির লড়াই তখনও থামেনি। রক্তের দাগ তখনও সতেজ। সেই 'নন্দীগ্রামের মেয়েটি'র আসল নাম ঝুমা। সে নিজেও গুলিবিদ্ধ হয়েছে। তার সেই স্মারক দেখার উদগ্রীব পরিসরে গল্পকার গল্পের উপসংহারে পৌঁছে গিয়েছেন 'নন্দীগ্রামের মেয়ে' খেতে খেতে একটাও কথা না বলে বাঁ হাত দিয়ে মুহূর্তে শাড়ি-ব্লাউজ সরিয়ে উন্মুক্ত করে দিল পিঠ। ডান হাতের ওঠা-পড়া আর নেই, থেমে গিয়েছে হাপুস-হুপুসও। 'দাদা-বৌদি হোটেল' এখন যেন এক মিনিটের নীরবতা পালন করছে।' নন্দীগ্রামের মতো ক্ষুদ্র জনপদ তার আন্দোলনের তীব্রতায় যে কত দ্রুততায় সুদূরপ্রসারী হয়েছে, তা গল্পটির মধ্যেই সহজবোধ্য হয়ে উঠেছে। জীবন-জীবিকার জন্য যে অসম লড়াইয়ের রক্তাক্ত পথে ক্ষুদ্র জনপদটির বিস্তার কীভাবে জনমানসে একাত্মতা বয়ে এনেছিল যা গল্পের বিস্তৃত পরিসরে ব্যক্ত, তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতটি সময়ান্তরে নিঃস্ব হয়ে পড়েনি, বরং সময়ের অভিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। সেক্ষেত্রে অত্যাচারের নারকীয় তাণ্ডব শুধু হত্যালীলাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, পৈশাচিক প্রকৃতিতেও তার পরিচয় প্রকট হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, আন্দোলনকে দমন করার জন্য পাশবিক প্রবৃত্তির মাধ্যমে প্রতিশোধ মানসিকতার সক্রিয়তাও প্রথমাবধি সচল ছিল। সিঙ্গুর আন্দোলনের ক্ষেত্রে ২০০৬-এর ১৮ ডিসেম্বর কিশোরী তাপসী মালিকের ধর্ষণ ও হত্যার বীভৎসতা শিহরিত সংবেদী জনমানসে স্থায়ী ছাপ ফেলে দেয়। অন্যদিকে ২০০৭-এর ১৪ মার্চের নন্দীগ্রামের রক্তাক্ত পরিসরে শুধু বলপ্রয়োগই হয়নি, বলাৎকারের সক্রিয়তাও বর্তমান। সেখানে শ্রীমতী রাধারানী আড়ির মতো ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধী সক্রিয় কর্মী ছিলেন। অবশ্য তাঁকে তাপসীর মতো আগুনে পুড়ে মরতে হয়নি ঠিকই, কিন্তু বেঁচে থেকে বাঁচার লজ্জা মৃত্যুরও অধিক মনে হয়। রাধারানীর সেই সংগ্রামী ভূমিকা অবশ্য জনমানসে অহঙ্কারের উৎস হয়ে ওঠে। মীনাক্ষী সেনের 'অবতার' ('বর্তিকা উৎসব-সংখ্যা', আষাঢ়-ভাদ্র, ১৪১৪) গল্পে সেই রাধারানী স্বনামেই কল্পজগতের আমজনতার দেবীত্বে উন্নীত হয়েছেন।

বসুমতীর সঙ্গে নারীর প্রতিতুলনার অবকাশ বর্তমান। সেখানে কৃষিজীবী মানুষের কৃষিজমির আত্মিক যোগ শুধু উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গেই বিজড়িত নয়, নিরাপত্তার সঙ্গেও অন্বিত। মা বসুমতীর অপার করুণায় সেই নিরাপত্তার বেষ্টনী সুদৃঢ় ও সুদূরপ্রসারী। সেই নিরাপত্তার অভাববোধে পারিবারিক ভিতটাই যখন নড়ে ওঠে, তখন তার সঙ্গে ঘরের নারীও তার প্রতিরোধে-প্রতিবাদে বাইরে বেরিয়ে আসে। শুধু তাই নয়, তাতে তার সহায়তাবোধের মাত্রায় একটু বেশি সক্রিয়তা স্বাভাবিকতা লাভ করে। এতে পুরুষশাসিত সমাজে প্রতিশোধের রোষানলে নারীসমাজের এই অতি সক্রিয়তাকে সুনজরে না দেখাই দস্তুর। সেক্ষেত্রে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের কৃষিজমি রক্ষার আন্দোলনে 'মা-মাটি-মানুষ'-এর সমাহার যেমন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, তেমনই সেই আন্দোলনকে দমন করার মানসে অতি সক্রিয়তার প্রতি প্রতিশোধস্পৃহায় ধর্ষণের সর্বস্বান্ত প্রতিক্রিয়া জেগে ওঠে। তাপসী মালিক থেকে রাধারানী আড়ি সর্বত্রই সেই নারীশক্তিকে প্রতিহত করে দমনের উগ্র মানসিকতায় আদিমতার পথটি প্রকট মনে হয়। অন্যদিকে নারীদের প্রতি এই নৃশংস পাশবিক পীড়নই সংবেদী চিত্তে সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। তাপসী মালিকের ধর্ষিত হয়ে মৃত্যুর বিষয়টি সেদিক থেকে সিঙ্গুর আন্দোলনকে শুধু অন্যমাত্রায় নিয়ে যায়নি, সে নিজেই নারীর অপরাজিতা শক্তির আলোয় উল্লসিত মানসীপ্রতিমায় অভিষিক্ত হয়েছে। মধুময় পালের 'সেই মেয়েটা জ্বলছে'র মধ্যে তার পরিচয় বর্তমান। তাপসীর মৃত্যুর কয়েকদিনের। পরেই গল্পটি লেখা। 'জলার্ক' পত্রিকার কলকাতা বইমেলা ২০০৭ সংখ্যায় সেটি প্রকাশিত হয়। সেখানে মেয়েটির নাম উল্লেখ করা হয়নি, কিন্তু সে যে তাপসী, তা সহজেই অনুমেয়। সে হয়ে উঠেছে অসংখ্য নারীর অগ্রদূত। গল্পে বিপ্লা বাচ্চুদাকে জানায় 'আমি দেখতে পাচ্ছি---আগুন থেকে উঠে আসছে আরও মেয়ে। তারা সাংঘাতিক। যুদ্ধের জন্য জন্মেছে।' তাপসীও গল্পের আধারে অসংখ্য মূর্তি ধারণ করে। কখনও সরাসরি, কখনও ব্যঞ্জনায়। নন্দীগ্রামের ভয়াবহ হত্যালীলার তীব্র প্রতিক্রিয়ায় জমি অধিগ্রহণের সরকারি উদ্যোগ স্থগিত হওয়ায় সেই আন্দোলন ক্রমশ স্তিমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়ায় সিঙ্গুরের আন্দোলন শুধু গতি লাভ করে না, নতুন করে জনমানসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেখানে সিঙ্গুরের আন্দোলনে তাপসী মালিকের মানসীপ্রতিমা সংবেদী মানসলোকে নানাভাবে প্রাণিত হতের থাকে। তৃপ্তি সান্ত্রার 'ছাতিয়ান তলার দিকে' (বারোমাস', শারদীয়া ২০০৭) ভিন্ন প্রসঙ্গে লেখা গল্পটিতে তাপসীর কায়া ছায়া হয়ে উঠেছে। আবার অচিন রায়ের 'ধরিত্রী' ('দৈনিক স্টেটসম্যান', শারদীয়া ১৪১৪) গল্পে সিঙ্গুরের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে লেখা হলেও সরাসরি তাপসীর নাম ব্যবহৃত না হলেও তাকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। অন্যদিকে তার বছরদুয়েক পরে লেখা গল্পেও তাপসীর প্রকট উপস্থিতি লক্ষণীয়। তন্বী হালদারের 'মানসী'তে ('উবুদশ', মার্চ ২০০৯) তাপসী মালিকের মানসীপ্রতিমা বড়ই উজ্জ্বল। মৃত্যুর দীর্ঘদিন পরে বিদেহী আত্মার স্মৃতিচারণ মর্মবিদারী হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে অনেক অখ্যাত গল্পকারের লেখাতেও তাপসীর নিবিড় হাতছানি ফিরে ফিরে এসেছে। জয়ন্ত পাঠকের 'মাঝনদী' ('উবুদশ', মার্চ ২০০৯), সিদ্ধার্থরঞ্জন চৌধুরির 'এবং দাবানল হয়ে উঠছে' (উবুদশ', মার্চ ২০০৯) গল্পের তাপসীর কথা সরাসরি এসেছে। অসংখ্য গল্পে তাপসী মালিকের কথা যেভাবে উঠে এসেছে, তাতে সিঙ্গুরের কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলনের মুখ হয়ে উঠেছে সে। পূর্বের কৃষিজীবী মানুষের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে লেখা গল্পগুলিতে এভাবে একজন মেয়ের কথা উঠে আসেনি। সেদিক থেকে সময়চিহ্নিত গল্পের ক্ষেত্রে সিঙ্গুরের তাপসী মালিকের ভূমিকাটি বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে নন্দীগ্রামের আন্দোলন বিস্তার লাভ না করলেও তার সুতীব্র গভীরতা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠেছে। তার প্রতিরোধ প্রকৃতিতে যে যুদ্ধের আবহ তৈরি হয়েছিল, তা শুধু ঐতিহাসিকই নয়, গণআন্দোলনের নতুন দিগন্তও বটে। সেই প্রতিরোধের ঢেউ সিঙ্গুরের দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনকেও প্রভাবিত করেছে। সেদিক থেকে একেঅপরের পারস্পারিক প্রভাব সময়ান্তরে সমন্বয়িক চেতনায় একাত্ম হয়ে ওঠে। গল্পগুলিতেও তার পরিচয় বর্তমান। নন্দীগ্রামের ক্ষেত্রে আঘাত এতটাই তীব্র হয়ে ওঠে যেখানে সরকারি সিদ্ধান্ত বাতিল করেও স্বাভাবিকতায় ফেরা দুরূহ হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে ঘনিয়ে আসা অন্ধকার থেকে তার আলোয় ফেরানোর সরকারি উদ্যোগ জনমানসের ক্ষেত্রে কতটা বৈষম্যপীড়িত তা গল্পকারদের সংবেদনশীল চেতনায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সিদ্ধার্থ বসুর 'সূর্যোদয়ের আগে' (উবুশ, মার্চ ২০০৯) ও তৃষিত বর্মণের 'অলীক সূর্যোদয়' ('উবুদশ', নভেম্বর ২০০৯) গল্পদুটি এপ্রসঙ্গে স্মরণীয়। প্রথমটিতে মুখ্যমন্ত্রীর জনসভায় 'উন্নয়ন চাই, চাই কাজ'-এর উচ্ছ্বসিত ভাষণের পরিসরে গল্পকার দেখিয়েছেন একদিকে পুলিশ চোখে এক ধর্ষিত নারীর পচাগলা মৃতদেহ আবিষ্কার করে, অন্যদিকে বউয়ের খোঁজে গোকুল এলাকায় ঢুকতে পারে না। এরূপ মর্মান্তিক পরিসরে সূর্যোদয়ের সদিচ্ছা স্বাভাবিক ভাবেই অলীক হয়ে ওঠে। তৃষিত বর্মণ তার ছবিই তুলে ধরেছেন। টিভিতে মন্ত্রীর গর্বিত বক্তব্য 'নন্দীগ্রামে এখন শান্তির বাতাবরণ। আজ নতুন ক'রে সেখানে সূর্যোদয় ঘটেছে।' অন্যদিকে টিভির পর্দায় ভেসে ওঠে 'গতকাল-প্রাণভয়ে-গ্রাম-ছেড়ে-পালিয়ে-যাওয়া' আপনজনেদের হারিয়ে নির্জন শ্মশানভূমিতে প্রেতেনীসদৃশ এক বৃদ্ধার 'বুকফাটা হাহাকার'। সেখানে মন্ত্রীর সূর্যোদয়'-এ সূর্যগ্রহণ মনে হওয়াই দস্তুর। গল্পে প্রসাদের মা মন্ত্রীর মিথ্যে ভাষণে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর গালে চপেটাঘাত করেন। এতে প্রসাদের দৃঢ় বিশ্বাস, 'নন্দীগ্রামের মাটির প্রতি অশেষ ঋণী তার মা, বাহাত্তর বছরের কল্যাণীর থাপ্পড়টা টিভির কাচে নয়---যথার্থ জায়গাতে গিয়ে পড়েছে।' আসলে 'যথার্থ জায়গাতে' পৌঁছানো এবং পৌঁছে দেওয়ার জন্য সংবেদী লেখকচিত্তের সক্রিয় ভূমিকাই প্রত্যাশিত। সেখানে নন্দীগ্রামের আগ্রাসী প্রয়াসের ভয়ার্ত ক্ষত নিরাময়ের সরকারি উদ্যোগের মধ্যেই রয়েছে তার অনিবার্য মানবিক সংকটের প্রতিচ্ছবি। অন্যদিকে শাসক ও শাসকদল বিরোধী চেতনায় নন্দীগ্রামের প্রতিরোধী আন্দোলনের তীব্র আঘাতে সিঙ্গুরের কৃষি বনাম শিল্পের সক্রিয় দ্বৈরথের চাকা আরও গতি লাভ করে। সেই চাকার আবর্তে ধারাবাহিক ঘটনাক্রমের প্রতি গল্পকারের সজাগ দৃষ্টি আপনাতেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সিঙ্গুরের আন্দোলনই তখনই অভিমুখ হয়ে ওঠে।

আসলে সিঙ্গুরের আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী লাভ করায় তার ঘটনাক্রম নানাভাবে নেতিবাচকতায় ছড়িয়ে পড়ে। তাতে গল্পগুলিতে আন্দোলনের ধারাবিবরণী থেকে কৃষি বনাম শিল্পের প্রতিতুলনার অবকাশে ইচ্ছুক-অনিচ্ছুক জমিদাতা নিয়ে দ্বন্দ্ব থেকে জমি বিক্রি নিয়ে সুবিধাবাদী দালালচক্রের সক্রিয়তা, শিল্পায়নে চাকরির নামে প্রতারণা বা দেহব্যবসার চাকরি লাভ বা জমি হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়া বা আত্মহত্যায় সামিল হওয়া, জমি বিক্রি করে নিজের জমিতেই ভাগচাষি হয়ে ওঠা থেকে সিমেন্ট-বালি আচ্ছাদিত জমি ফেরতের সংকট, কুটিরশিল্পে অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়া প্রভৃতি বিষয় আবর্তিত হয়েছে। সর্বত্রই শিল্পায়নে কৃষিজীবী মানুষের আত্মসংকটকে নিবিড় করে তোলার প্রয়াস। নিরাপত্তার অভাববোধে অজানা আশঙ্কার পথ বেয়ে সেসব গল্পকারের তৃতীয় নেত্রে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। নিমাই ঘোষের 'লাশকাটা ঘরে' ('উবুদশ', মার্চ ২০০৯), গোবর্ধন অধিকারীর 'সিঙ্গুর' ('এবং পরিচয়', শারদ সংখ্যা ১৪১৯) সৌমেন্দ্র গোস্বামীর 'এবং তৃতীয় বার' ('উবুদশ', মার্চ ২০০৯), সুব্রত নিরোগীর 'জলকন্যা' ('দৈনিক স্টেটসম্যান', শারদীয়া ১৪১৪), উৎপল ঝা'র 'বিষফোঁড়া' ('আলো', পূজা সংখ্যা ২০০৭), দীপঙ্কর দাসের 'চাকরি' ('বর্তমান', ৮ এপ্রিল ২০০৭), পঙ্কজ চক্রবর্তীর 'হারাধন বাগের জন্মভূমি' ('দৈনিক স্টেটসম্যান', ১০ জুন ২০০৭), জীবনময় দত্তের 'জমি' ('উবুদশ', মার্চ ২০০৯), মুর্শিদ এ. এমের 'হননবিলাস' ('উবুদশ' মার্চ ২০০৯), অচিন্ত্য সেনের 'ভাগচাষি' ('উবুদশ', মার্চ ২০০৯) ও অর্ধেন্দুশেখর গোস্বামীর 'হাইওয়ে' ('ভূমধ্যসাগর', নভেম্বর ২০১৬) প্রভৃতি গল্পে তার পরিচয় বর্তমান। এসব গল্পে শিল্পায়নের প্রকট প্রভাব কীভাবে কৃষিজীবী মানুষের জীবন-জীবিকাকে অস্তিত্ব-সংকটে নিবিড় করে তুলেছে, তারই চেতনাবাহী ভাষারূপ প্রাধান্য লাভ করেছে। সেখানে উদ্দেশ্যমূলকতার ছাপটি সংগোপনে থাকেনি, স্বাভাবিক ভাবেই তাতে অনেকক্ষেত্রে বহুমাত্রিক শৈল্পিক ব্যঞ্জনা ব্যাহত হলেও তার জনকণ্ঠের আর্তি বেশ স্পষ্ট। অন্যদিকে শিল্পায়নের পথ রুদ্ধ করে উন্নয়নের প্রয়াস ব্যাহত হওয়ার বার্তাও কারও কারও গল্পে উঠে এসেছে। এরকমই একটি গল্প সমীর রক্ষিতের 'জন্মক্রন্দন' ('সৃষ্টির একুশ শতক', উৎসব সংখ্যা ১৪১৪)। তবে এরূপ নেতিবাচক গল্পের সংখ্যা কম হওয়াই দস্তুর। বিশেষ করে সাহিত্যের হিতবাদী চেতনায় জনগণের সদিচ্ছার আবেদনই প্রাধান্য লাভ করে। সরকারি শিল্পায়নের উদ্যোগে জোর করে জমিঅধিগ্রহণ করে সেই সদিচ্ছার সংযোগ বিচ্ছিন্নতাবোধে উবে যাওয়ায় নেতিবাচক চেতনার সক্রিয়তা স্বাভাবিকতা লাভ করেনি। তবে তার প্রয়াস যে সক্রিয় ছিল, তা গল্পের মধ্যেই প্রতীয়মান। লেখকদের মধ্যে পক্ষে-প্রতিপক্ষের দ্বন্দ্বের অস্বস্তি কতটা তীব্রতা লাভ করেছিল অমর মিত্রের 'একা এবং কয়েক জন' ('শারদীয়া বারোমাস', ২০০৭) গল্পে তা স্পষ্ট। আসলে এসব গল্পে পক্ষ-প্রতিপক্ষের দ্বন্দ্বমুখর পরিসরের মধ্যেও অমানবিকতার বিরুদ্ধে জনমানসের সহাবস্থানের বার্তাই নিবিড়তা লাভ করে। সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের আস্ফালন বা শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের রাজনৈতিক আদর্শের বুলি দিয়ে জনসাধারণের মানবিক সত্তাকে অস্বীকার বা দমন করা যাবে না, তার সার্থক পরিচয়ে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনসঞ্জাত গল্পগুলি নানাভাবে ব্যঞ্জিত হয়েছে। জনতার দরবারে উদ্ভাসিত জনকণ্ঠই গল্পগুলির প্রাণশক্তি। সেখানে জমি হারিয়ে অনিশ্চিত জীবনের অনভ্যস্ত হাতছানিতে শিল্পায়নবিমুখতা অনিবার্য হয়ে উঠেছে। অথচ সেই সহজ সত্যের পাঠ পড়ার মতো মানসিকতা শাসক বা শাসক দলের অহংবোধে প্রান্তিক হয়ে পড়েছে। সেক্ষেত্রে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের গল্পগুলি যে চলমান ইতিহাসের জনকণ্ঠের আধার হয়ে উঠেছে, তা শুধু সময়কে ধারণ করাতেই নয়, বরং সময়ের অনুবাদে জনমানসকে প্রাধান্য দেওয়ার মধ্যেই তার অনস্বীকার্যতা বর্তমান। জোর করে জমিঅধিগ্রহণের আবহে যেন সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের চেতাবনির আধারেও গল্পগুলি প্রাসঙ্গিকতায় ফিরে আসে। এই ফিরে আসার মধ্যেই গল্পগুলির ইতিহাসের ধারক-বাহক প্রকৃতি সঞ্জীব ও সবুজ হয়ে ওঠে। সেদিক থেকে বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পের ক্যানভাসে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ছবি এখনও শেষ হয়নি। এই না-হওয়াটাই তার ঐতিহ্য, তার অনন্যতা।

সেই অস্থিরতা গল্পকথকের কথায় 'নন্দীগ্রামে গুলি চলছে। মানুষ মরেছে। সারা কলকাতা শহরে অবরোধ বিক্ষোভ, মিছিল, মিটিং।' বৃদ্ধ দাদুর প্রস্রাব না হওয়ার জন্য তাঁকে নিয়ে স্কুলশিক্ষিকা মাকে সঙ্গে নিয়ে অফিস থেকে ছুটে আসা গল্পকথকের ডাক্তার দেখানোর তৎপরতার মধ্যে নন্দীগ্রামের নৃশংস ঘটনার সঙ্গে জনমানসের সংযোগকে নিবিড় করে তুলেছেন গল্পকার। শুধু তাই নয়, সেই হত্যালীলায় দাদুর তীব্র প্রতিক্রিয়ায় সি পি আই (এম) পার্টিকর্মী মায়ের হতচকিত হওয়ার ছবিটিও স্পষ্ট। বাড়ির কাজের মাসির ছেলের প্রস্রাব করানোর প্রসঙ্গে বৌমার গর্জনকে উপেক্ষা করে দাদুর সমর্থনে তাঁর যন্ত্রণায় ঘৃণাবোধ তীব্রতা লাভ করে। 'পেচ্ছাপ কর। কর তুই পেচ্ছাপ কর। সারাদিন ধরে আমি অনেক চেষ্টা করেছি ওদের মুখে পেচ্ছাপ করতে---আমি পারিনি — আমার হয়ে তুই কর।' শুধু সেখানেই শেষ নয়। তাঁকে তাঁর ছেলে যিনি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী তরুণ কর্মী ছিলেন সেই বাবলুর পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিরত করতে চেয়েও গল্পকথকের মা ব্যর্থ হন।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা: সময়ের গল্প সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রাম, সংকলন ও সম্পাদনা ড কার্তিক কুমার মণ্ডল, সংবেদন, মালদা

বিরল রোগে আক্রান্ত ভুতনির ১৪ মাসের মৌমিতা, চাই ১৬ কোটি টাকার ইনজেকশন

প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে সাহায্যের আর্জি জানাল পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: নদিয়া জেলার এক বছরের শিশুর পর এবারে একইরকম জটিল রোগে আক্রান্ত হল মানিকচক ব্লকের ভুতনি এলাকার ১৪ মাসের ছোট্ট মৌমিতা মণ্ডল। প্রাণ বাঁচাতে দরকার ১৬ কোটি টাকার ইনজেকশন এমনটাই দাবি করেছেন হত দরিদ্র ওই শিশুর পরিবার। ইতিমধ্যে মৌমিতার পরিবার দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে পাশে দাঁড়ানোর জন্য চিঠি লিখেছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মানিকচক ব্লকের ভুতনি থানার অন্তর্গত হীরানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নন্দিটোলার বাসিন্দা রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল। তিনি পেশায় ভিন রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিক। পরিবারে রয়েছেন স্ত্রী সুভদ্রা মণ্ডল ও দুই সন্তান। দুই সন্তানের মধ্যে প্রথম সন্তান একটি ছেলে যার বয়স পাঁচ বছর। কিন্তু সেও বর্তমানে প্রতিবন্ধী। অন্যদিকে মৌমিতা প্রথম থেকে ভালো থাকলেও প্রায় ৮ মাস আগে জানতে পারে সেও এক বিরল রোগে আক্রান্ত।

জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত প্রায় ৮ মাস আগে সেই সময় ওই শিশুর মা সুভদ্রা মণ্ডল মৌমিতার মধ্যে অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেন। এরপর তার স্বামীকে তিনি জানালে, সে সময় তার স্বামী ভিন রাজ্যে পরিচয় শ্রমিকের কাজ করতে গিয়েছিলেন, খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ভিন রাজ্য থেকে বাড়ি ফিরে আসেন রবীন্দ্রনাথ। গরিব পরিবার অর্থ জোগাড় করে প্রথমে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দেখান। বিভিন্ন টেস্ট করার পর চিকিৎসকেরা জানাই তার কন্যা সন্তান স্পিনার মাস্কুলার এট্রোফি মতো এক বিরল রোগে আক্রান্ত। যার চিকিৎসার জন্য একটি ইনজেকশন দাম প্রায় ১৬ কোটি টাকা বলে দাবি মৌমিতার পরিবারের। এরপর তারা কলকাতার এনআরএস মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায় মৌমিতাকে। সেখানেও একইভাবে চিকিৎসকেরা পরামর্শ দেন দুইবছর বয়সের মধ্যেই এই দামি ইনজেকশনটি দিতে হবে। তারপর থেকেই দিশাহারা পরিবার। ওই শিশুর বাবা রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল বলেন, দিনমজুরি করে সংসার চালায়। ১৬ কোটির ইনজেকশন পাব কোথায়? মেয়ের চিকিৎসার জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছি। জানি না মেয়েকে বাঁচাতে পারব কিনা। মেয়ের হাত, পা সোজা করতে পারছে না। দাঁড়াতেও পারছে না। চিকিৎসকেরা বলেছেন এটা অত্যন্ত বিরল রোগ।

এবিষয়ে মানিকচক ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অভীক শংকর কুমার জানিয়েছেন, কয়েক কোটি মানুষের মধ্যে একজনের এরকম বিরল রোগের উৎসর্গ দেখা যায়। ওই শিশুর চিকিৎসার রিপোর্ট দেখে জানতে পেরেছি এটি একটি বিরল রোগ। এই ছোট্ট মৌমিতার পাশে আমরা দাঁড়াবার চেষ্টা করব। পুরো বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

নিজের সার্ভিস রিভলবার থেকে গুলি চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা পুলিশ কর্মীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: শুক্রবারই বাঁকুড়ার হীড়বাঁধ থানার বড় আড়াল গ্রামে ফেরার কথা ছিল পুলিশ কর্মী হিমাংশু মাজির। ৩ দিন পরেই তার বিয়ে। কিন্তু তার আগে ছেলের খবরটা বাড়িতে পৌঁছতেই শোকের ছায়া গোটা পরিবারে। চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালের পুলিশ লক আপে নিজের সার্ভিস রিভলবার থেকে গুলি চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন ওই পুলিশ কর্মী। এদিন সকালেই এই খবরে রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায় চুঁচুড়ায়।

খবরটা জানার পরই পরিবারের লোকজন রওনা দেন চুঁচুড়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু, কেন এমন ঘটনা ঘটল তা বুঝেই উঠতে পারছেন না হিমাংশুর গ্রামের বাসিন্দারা। কর্মসূত্রে থাকতেন চন্দননগর পুলিশ লাইনের ব্যারাকে। পোস্টিং ছিল র‍্যাফে। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার লকআপে নাইট ডিউটি ছিল হিমাংশুর। তারমধ্যে ভোরে ঘটে যায় এ ঘটনা। কিন্তু, কেন তিনি এমনটা করেছেন তা বুঝে উঠতে পারছেন না সহকর্মীরাও। আশঙ্কাজনক অবস্থায় চুঁচুড়া ইমামবাড়া জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। কিন্তু অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়।

সূত্রের খবর, আগামী ৩ মার্চ বিয়ের কথা ছিল হিমাংশুর। বিয়ের আয়োজনও পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছিল গ্রামের বাড়িতে। প্যান্ডেল তৈরির কাজও প্রায় শেষ। আসতে শুরু করেছিলেন আত্মীয় স্বজনরা। পরিবারের সদস্যরা বলছেন, ছোট থেকেই তাঁদের ছেলে শান্ত স্বভাবের। এলাকায় মেধাবী ছাত্র বলেও পরিচিতি ছিল। অত্যন্ত মিশুকে হিমাংশুর বন্ধুবান্ধবও কম নয়। কিন্তু সেই হিমাংশুই যে নিজের সার্ভিস রিভলবার থেকে মাথায় গুলি চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করতে পারে তা ভাবতে পারছেন না গ্রামের বাসিন্দারা। ভোরে ঘটনার খবর গ্রামে পৌঁছতেই হিমাংশুর বাবা-মা গাড়ি নিয়ে চুঁচুড়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন। বাড়িতে বয়স্ক দাদু ও ঠাকুমা আছেন। এখন নাতির খবর কানে যায়নি তাঁদের। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, কেন এমনটা করলেন হিমাংশু তা তদন্ত করে দেখা হোক। কোনও চাপের মুখে এই কাজ করতে বাধ্য হলে তা সামনে আনা হোক।

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন
কলকাতা সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) সম্পর্কিত

এবং

মেসার্স ক্যাপরিকর্ন ইনফোটেক ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U72200WB1997PTC084434) ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি, রেজিস্টার্ড অফিস ৮০/১বি, ফিয়ারস লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১২ সম্পর্কিত

... দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫** তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ কলকাতা অধিক্ষেত্র অধীন **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ দিল্লি অধীক্ষেত্র অধীন **"জাতীয় রাজধানি দিল্লিতে"** কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে জাতীয় রাজধানি দিল্লিতে স্থানান্তরের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
ক্যাপরিকর্ন ইনফোটেক ইন্ডিয়া প্রা লি
রাজেশ মিত্তাল
(ডিরেক্টর)
ডিন-০০০৫৮৯৬৭

তারিখ : ২৮.০২.২০২৫
স্থান : কলকাতা

ফর্ম নং. ইউআরসি-২
আইনের XXI অধ্যায়ের ১ম অংশের অধীনে নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন
[কোম্পানিজ (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলস, ২০১৪ এর রুল ৪(১) এবং কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৭৪(বি) এর অধীন অনুসারে]

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৬৬-এর সাব-সেকশন (২) অনুসারে, এখন থেকে পনের দিন পরে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হয়েছে কিন্তু পরবর্তী ত্রিশ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে **রেজিস্ট্রার, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি) হাই স্পিরিটস ব্যারন এলএলপি, এলএলপি** ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের অধ্যায় XXI এর অংশ। অধীনে শেয়ার দ্বারা লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নথিভুক্তির জন্য এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করা হয়েছে।

২. প্রস্তাবিত কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্য নিম্নরূপ : নির্মাতা, প্রক্রিয়াকরণ, আমদানি, রফতানি, প্রতিনিধি, দালালি, সরবরাহকারী, পাইকারী বিক্রেতা, খুচরা বিক্রেতা, বন্টনকারী, ডিলার সকল ধরনের লিকার, বিভারেজ, অ্যালকোহল, ওয়াইন এবং অন্যান্য একই ধরনের পণ্য(সংক্ষিপ্ত) ভারতে বা অন্য কোথাও ব্যবসা পরিচালনা এবং স্থাপনা।

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির মেমোর‍্যান্ডাম অ্যান্ড আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর একটি খসড়া কপি **২ ও সি গাঙ্গুলি সরণি, ১ম তল এবং ২য় তল, এল আর সরণি, কলকাতা - ৭০০০২০ (পশ্চিমবঙ্গ)** ঠিকানাস্থিত অফিসে পর্যবেক্ষণ করা যাবে।

৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে এই আবেদনে আপত্তিকারী যেকোন ব্যক্তি তাদের আপত্তি লিখিতভাবে রেজিস্ট্রারের কাছে, **সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর-৫, আইএমটি মানেসার, গুরুগ্রাম -১২২০৫০ এ জানাতে পারেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে,** প্রস্তাবিত কোম্পানি ২ ও. সি. গাঙ্গুলি সরণি, ১ম তল এবং ২য় তল, এল আর সরণি, কলকাতা - ৭০০০২০ (পশ্চিমবঙ্গ) অফিসে একটি অনুলিপি সহ।

তারিখ ১ মার্চ ২০২৫
হাই স্পিরিটস ব্যারন এলএলপি'এর পক্ষে
(LLPIN-ABB-2968)
স্বা/-
বিষ্ণু কুমার আগরওয়াল
(দায়িত্বপ্রাপ্ত অংশীদার)
(DIN: 01148739)

আসানসোল পুর নিগমের বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে তীব্র জল সংকট, কিনতে হচ্ছে পানীয় জল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোল পুর নিগমের অন্তর্গত বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে তীব্র পানীয় জল সংকট দেখা দিয়েছে। আসানসোলে ৮৪, ৮৫, ৪৫ নম্বর ওয়ার্ড সহ আরও বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে পানীয় জল সরবরাহ অনিয়মিত।

৮৪, ৮৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিস্তীর্ণ এলাকায় বিগত তিনদিন ধরে পানীয় জল আসেনি বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। তাদের আরো অভিযোগ কয়েক মিনিটের জন্য কোথাও কোথাও জল এলেও সেই জল ঘোলা এবং কালো যা পান করার অযোগ্য। বাধ্য হয়ে তাদের পানীয় জল কিনে খেতে হচ্ছে। গ্রীষ্মের আগেই এরকম জল সমস্যায় ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কিত এলাকাবাসী। এলাকাবাসীদের আরো অভিযোগ স্থানীয় পুরো প্রতিনিধিদের বারবার জানিয়েও কোনও লাভ হচ্ছে না।

এই ব্যাপারে আসানসোল পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র ওয়াসিমুল হক বলেন, কালাঝরিয়া পাম্পিং স্টেশনের ডিস্ট্রিবিউশন পাইপ লাইনের কাজ চলার জন্য সাময়িকভাবে জল সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে। তবে খুব তাড়াতাড়ি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

তিনি বলেন, এইসব এলাকা ছাড়াও কুলটির বেশ কিছু এলাকা যেখানে ইসকো জল সরবরাহ করে ওই এলাকায় ইসকো কর্তৃপক্ষ জল দিতে না পারায় ওই এলাকাগুলিতেও জল সমস্যা দেখা দিয়েছে। তিনি কেন্দ্র সরকারের প্রতি অভিযোগ করে বলেন, বর্ষাকালে ডিভিসি অতিরিক্ত জল ছেড়ে দেওয়াই বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। অথচ এখন ডিভিসি জল না ছাড়াই নদীতে একপ্রকার জল নেই বললেই চলে। ওয়াসিমুল হক বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে আসানসোল পুরনিগমের অন্তর্গত ডামরা কালাঝোরিয়া সহ পাঁচটি জায়গায় নতুন আইজি তৈরি হচ্ছে। এই কাজ সম্পন্ন হলে পানীয় জলের কোনও সমস্যা থাকবে না।

নিকাশী নালার মুখ খোলা, দ্রুত সারাইয়ের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পানাগড় বাজারে পুরাতন জাতীয় সড়কের ধারে নিকাশী নালার কাজ শুরু হলেও সেই কাজ মাঝ পথে বন্ধ করে পালিয়ে যায় ঠিকাদার। অন্যদিকে পানাগড় বাজারের উপর গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার ধারে গভীর গর্ত থাকায় ও নিকাশী নালার মুখ খোলা অবস্থায় পড়ে থাকার কারণে নিত্যদিন ঘটছে দুর্ঘটনা। গবাদি পশু থেকে শুরু করে পথ চলতি মানুষ অসাবধান হলেই গর্তে গিয়ে পড়ছে। ফলে নিত্যদিন ঘটছে দুর্ঘটনা। কি কারণে কাজ বন্ধ তা কারোর জানা নেই। দ্রুত কাজ চালু করার দাবিতে শুক্রবার দুপুরে আসানসোল দুর্গাপুর ডেভলপমেন্ট অথোরিটির আধিকারিকদের কাছে লিখিত অভিযোগ জানান বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। এদিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ সভাপতি রমন শর্মা, গলসি ৬য় নম্বর মণ্ডলের সদস্য প্রশান্ত রায়, কাঁকসার বিরোধী দলনেতা আনন্দ কুমার, পঞ্চায়েত সদস্য পঙ্কজ জয়সওয়াল, অভিজিৎ চন্দ্র সহ অন্যান্যরা। এদিন বিজেপি নেতা রমন শর্মা জানিয়েছেন, কি কারণে ঠিকাদার পালিয়েছে জানা নেই। তবে আগামী বর্ষার আগে কাজ শুরু না হলে বড় বিপদ হয়ে যাবে। তাই দ্রুত কাজ শুরুর দাবি জানিয়েছেন তারা। অন্যদিকে কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তথা কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি নব কুমার সামন্ত জানিয়েছেন, বিজেপি নেতারা কিছুদিন আগেই কাঁকসার বিডিওকে এই বিষয়ে জানিয়েছিল। তাদের বলা হয়েছিল শীঘ্রই কাজ শুরু হবে। তবে তিনি জানিয়েছেন, দিন দশেকের ভিতরেই পুরো কাজ সম্পন্ন হবে।

বিজ্ঞপ্তি

কৃষ্ণনগর পৌরসভা পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত মডেল 'বাই-ল' (Bye law) সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট রুলস ২০১৬ অনুযায়ী এবং মহামান্য গ্রীন ট্রাইবুনালের নির্দেশ অনুযায়ী, পৃথক করা জঞ্জাল প্রতিটি গৃহস্থ বাড়ী এবং প্রতিটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে জৈব এবং অজৈব জঞ্জাল নিয়ম মেনে প্রত্যেককে প্রদাণ করতে হবে। নির্ধারিত সার্ভিস চার্জ প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক সময়ের মধ্যে 'নির্মল সাথী'দের হাতে প্রদাণ করতে হবে। মডেল 'বাই ল' এবং গৃহস্থ বাড়ী, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সার্ভিস চার্জ সম্মন্ধে জানতে মিউনিসিপ্যাল **Web-site: https://krishnanagarmunicipality.com** দেখুন অথবা পৌরসভার নোটিশ বোর্ডে লক্ষ্য রাখুন। পুরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরে রাখা রেজিষ্টারে আপনার মতামত জানাতে পারেন।

তারিখঃ ০১.০৩.২০২৫
স্বা/- রীতা দাস
পৌরপ্রধান, কৃষ্ণনগর পৌরসভা

এসবিআই উত্তরবাগ ঘাট শাখা (০৮৭৪৬)
পো. বৃন্দাখালি, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা
পিন -৭৪৩৩৮৭, ইমেল - sbi.08746@sbi.co.in

স্বর্ণ অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

শ্রী পান্না শিকারি এসবিআই উত্তরবাগ ঘাট শাখা থেকে স্বর্ণ অলংকার বন্ধক রেখে স্বর্ণ ঋণ গ্রহণ করেছিলেন এবং নির্দিষ্ট শিডিউল অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হন। গ্রাহক প্রেরিত নোটিশ/নোটিশগুলির কোনও উত্তর দেননি এবং প্রেরিত নোটিশ অবন্টিত অবস্থায় ফেরত এসেছে। এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিলামের পূর্ব দিন **বিকেল ৪টার (১৯.০৩.২০২৫)** মধ্যে, নিলামের দিন **(২০.০৩.২০২৫)** সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায় না হলে নিম্নোক্ত তারিখে এবং সময়ে শাখা প্রেমিসেস/গোল্ড হাবে পরবর্তীতে কোনও নোটিশ ব্যতীতই সাধারণ নিলাম করা হবে দায়বদ্ধ অলংকারসমূহ। সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পাদনের যাবতীয় ব্যয় ঋণগ্রহীতাদেরই বহন করতে হবে। ব্যাঙ্ক যেকোনও সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার এবং নিলাম চলাকালীন স্থগিত করার অধিকার রাখে। সফল ডাকদাতা নিলামের সমুদয় পরিমাণ আদায় দিয়ে অলংকার অধিকার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতার নাম - শ্রী পান্না শিকারি

ক্রম নং	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবতি সময়	শুদ্ধতা (ক্যারেট)	স্বর্ণ অলঙ্কারের ওজন (গ্রাম)	দফার সংখ্যা
১.	২০.০৩.২০২৫	দুপুর ৩টে থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত	১৮সি	মোট ওজন ৪.৮৭০ নেট ওজন ৩.৭৯০	১টি চেন

তারিখ : ০১.০৩.২০২৫
স্থান : উত্তরবাগ ঘাট
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সাধু, গোঁসাই, দলপতিদের ভাতার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: শুক্রবার থেকে গুসকরায় শুরু হচ্ছে মতুয়া মিলন মহোৎসব। তার আগে বৃহস্পতিবার মতুয়া সম্প্রদায়ের সাধু গোঁসাই, দলপতিদের ভাতা দেওয়ার দাবি জানান অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহা সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক তথা সংগঠনের পূর্ব বর্ধমান জেলার সভাপতি সুপ্রভাত গায়েন। বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, রাজ্য সরকার অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করছেন। কিন্তু মতুয়া সম্প্রদায়ের সাধু গোঁসাই, দলপতিদের জন্য ভাতা চালু করা হোক। তিনি জানান, এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। রাজ্যে এরকম সাধু গোঁসাই দলপতির সংখ্যা রয়েছে কমবেশি ১৫ হাজার। পাশাপাশি তাঁদের পাট্টা দেওয়ার দাবিও জানান তিনি। উল্লেখ্য, গুসকরার মতুয়া মিলন মহোৎসবে উপস্থিত থাকার কথা অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সঙ্ঘাধিপতি, রাজ্যসভার সাংসদ মমতা ঠাকুর, বোলপুরের সাংসদ অসিত মাল, আউশগ্রামের বিধায়ক অভেদানন্দ থান্ডার সহ স্থানীয় জন প্রতিনিধিদের। মতুয়া সঙ্ঘাধিপতি মমতা ঠাকুরের স্নেহধন্য বছর ছেচল্লিশের সুপ্রভাত দীর্ঘদিন ধরে জনসেবায় উল্লেখ যোগ্য কাজ করে চলেছেন। তিনি বলেন, মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষেরা একেবারে সহায়সম্বলহীন অবস্থায় এদেশে এসেছিলেন। তাঁরা রেল লাইনের ধারে, নদীর চড়ে, বিভিন্ন কলোনীতে বসবাস করতে শুরু করেন। তাঁদের মধ্যে অনেক সমস্যা রয়েছে। বাসস্থান, কর্ম সংস্থানের সমস্যা রয়েছে। সেই সমস্যা সমাধানের জন্যই সবসময় আমি সচেষ্ট। তবে রাজ্য সরকার মতুয়াদের পাশে সব সময় আছে এবং তাঁদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বলে দাবি তাঁর। দুঃস্থদের বস্ত্র দান করেছেন।

তিনি জানান, পূর্ব বর্ধমান জেলায় মতুয়া সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা প্রায় কমবেশি সাড়ে চার লক্ষ। এরমধ্যে আউশগ্রাম, মেমারি, কাঁকসা, পূর্বস্থলী, কালনা, জামালপুরের মতো ব্লকগুলিতে মতুয়া সম্প্রদায়ের লোকজন রয়েছেন। এই সমস্ত এলাকায় মতুয়া ওয়েলফেয়ার বোর্ড থেকে সোলার পথবাতি, ঢালাই রাস্তা, কালভার্ট তৈরির মত নানা ধরনের উন্নয়নের কাজ হয়েছে। আগামী দিনে মতুয়াদের বিভিন্ন স্থানীয় সমস্যা নিয়ে কাজ করতে চান তিনি।

Howrah Ward No. 29 (South) Consumer's Co-operative Stores Ltd.
(Registration No. 40, Date-08.01.1964)
369, Sarat Chandra Chatterjee Road, Howrah-711103

SL. No.	Programme	Date	Time	Place	Authorised person
1	Issue of Nomination papers	17.03.2025 & 18.03.2025	12.00 PM to 1.00 PM	Society's Office	Goutam Mitra
2	Submission of Nomination Papers	17.03.2025 & 18.03.2025	12.00 PM To 2.00 PM	Society's Office	ARO
3	Scrutiny of Nomination Papers	20.03.2025	From 12:00 Noon	Society's Office	ARO
4	Publication of list of Valid Nominations	20.03.2025	Immediately after Scrutiny	Notice Board of the Society	ARO
5	Last Date of Withdrawal of Nomination Papers	21.03.2025	Upto 3:00 PM	Society's Office	ARO
6	Publication of Final List of Contesting Candidates	21.03.2025	After 3.00 PM	Notice Board of the Society	ARO
7	Date of Poll	04.04.2025	12 PM to 2.00 PM	Society's Office	Polling Personnel

* বিশদে জানতে সমিতির নোটিশ বোর্ড দেখুন অথবা সমিতিতে যোগাযোগ করুন।

Pritha Chakraborty & Joydip Moitra
Assistant Returning Officer
Howrah Ward No. 29 (South) Consumer's Co-operative Stores Ltd.

Howrah Ward No. 28 Consumer's Co-operative Stores Ltd.
(Registration No. 37, Date-04.01.1964)
63, Debendra Ganguly Road, Howrah-711103

SL. No.	Programme	Date	Time	Place	Authorised person
1	Issue of Nomination papers	03.03.2025 & 04.03.2025	12.00 PM to 2.00 PM	Society's Office	Arun Das
2	Submission of Nomination Papers	03.03.2025 & 04.03.2025	12.00 PM To 2.00 PM	Society's Office	ARO
3	Scrutiny of Nomination Papers	06.03.2025	12:00 Noon	Society's Office	ARO
4	Publication of list of Valid Nominations	06.03.2025	Immediately after Scrutiny	Notice Board of the Society	ARO
5	Last Date of Withdrawal of Nomination Papers	07.03.2025	Upto 3:00 PM	Society's Office	ARO
6	Publication of Final List of Contesting Candidates	07.03.2025	After 3.00 PM	Notice Board of the Society	ARO
7	Date of Poll	22.03.2025	12 PM to 2.00 PM	Society's Office	Polling Personnel

* বিশদে জানতে সমিতির নোটিশ বোর্ড দেখুন অথবা সমিতিতে যোগাযোগ করুন।

Pritha Chakraborty & Joydip Moitra
Assistant Returning Officer
Howrah Ward No. 28 Consumer's Co-operative Stores Ltd.

Dewanbheri Uttarpara Samabay Krishi Unnayan Samity Ltd.
Regd No. 64 Dated 26-03-1963
Regd. Office - Vill & P.O. – Dewanbheri, P.S. Singur, Dist. Hooghly, Pin Code - 712 409

Ref No................ Date: 24.02.2025

Proclamation of Sale

Certificate Case No. 17 of 2023 24 under which Dewanbheri Uttarpara Samabay Krishi Unnayan Samity Ltd. (Regn No. 64 dated 26.03.63), situated at Vill + Post Dewanbheri, p.s. Singur, District Hooghly, pin 712409 hereby known as the Certificate Holder and Kartik Chandra Das residing at Vill. Nutanbheri Post Dewanbheri, P.s. Singur, Hooghly, pin- 712409 is hereby known as Certificate-Debtor.

NOTICE is hereby given that, under rule 44 in Schedule II to the Bengal Public Demands Recovery Act. 1913, an order has been passed by Certificate Officer for the sale of the property mentioned in the annexed schedule, in satisfaction of the claim of the certificate-holder under the certificate mentioned in the margin amounting, with costs and interest upto date of sale, to the sum of Rs.4300553/-(Forty Three Lakhs five hundred fifty three only).

The sale will be by public auction and the property will be put up for sale in the lots specified in the schedule. The said auction is scheduled to be held on 28th March, 2025 at 11.30 a.m. at the Registered Office of the Society i.e. Vill + Post Dewanbheri, p.s. Singur, District Hooghly, pin 712409, The sale will be of the property of the certificate - debtor above named as mentioned in the schedule below:

At the sale the public generally are invited to bid, either personally or by duly authorized agent. The following are the further.

Conditions of Sale:

1.The particulars specified in the schedule below have been stated to the best of the information of the Certificate Officer; but the Certificate Officer will not be answerable for any error, mis-statement or omission in this proclamation.
2.The amount by which the bidding are to be increased shall be determined by the officer conducting the sale. In the event of any dispute arising as the amount bid, or as to the bidder, the lot shall at once be again put up to auction.
3.The highest bidder shall be declared to be the purchaser of any lot, provided always that he/she is legally qualified to bid, and provided that it shall be in the discretion of the officer holding the sale to decline and /or accept the highest bid when the price offered appears so clearly in adequate as to make it advisable to do so.
4.For reasons recorded, it shall be in the discretion of the officer conducting the sale to adjourn it, subject always to the provisions of rule 50 in Schedule II to the Bengal Public Demands Recovery Act, 1913.
5.In the case of immovable property, the person declared to be the purchaser shall pay immediately after such declaration a deposit of 25percent, on the amount of his purchase money to the office conducting the sale, and in default of such deposit the property shall forth with be put up again and resold.
6.The full amount of the purchase-money shall be paid by the purchaser before the office of the Certificate Holder closes on the fifteenth day after the sale of the property exclusive of such day, or if the fifteenth day be a Sunday or other holiday, then on the first office day after the fifteenth day.
7.In default of payment of the balance of purchase-money within the period allowed the property shall be resold after the issue of a fresh notification of sale. The deposit, after defraying the expenses of the sale, may, if the Certificate Officer thinks fit, be forfeited to the Government. And the defaulting purchaser shall forfeit all claim to the property or to any part of the sum for which it may be subsequently sold.

Schedule of Property

Land Details: District: Hooghly, Thana: Singur, Gram Panchayat: GOPALNAGAR, Mouza: Pairaurah, Jl No: 7, Pin Code: 712409

Sl No	Plot Number	Khatian Number	Nature of Land	Area of Land	Market Value (In Rs.)
L1	LR-319 (RS:-)	LR-1176	Shali	52 Dec	8,12,136/-

District: Hooghly, Thana: Dadpur, Gram Panchayat: HARIT, Mouza: Bilatpur, Jl No: 97, Pin Code: 712305

Sl No	Plot Number	Khatian Number	Nature of Land	Area of Land	Market Value (In Rs.)
L28	LR-1378 (RS:-)	LR-1926	Shali	52 Dec	8,12,136/-
L29	LR-658 (RS:-)	LR-1883	Shali	70 Dec	11,50,800/-

Sd/-
Sale Officer & Cooperative Development Officer (HQ)
Hooghly Range Office

বৃক্ষরোপণ ও জল সংরক্ষণের ওপরে বিশেষ আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বৃক্ষরোপণ ও জল সংরক্ষণের ওপরে বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল শুক্রবার। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর উত্তর চক্রের অন্তর্গত বড়ম গোকুলপুর জুনিয়র হাইস্কুলে 'রাষ্ট্রীয় আবিষ্কার সপ্তাহ' উদযাপন উপলক্ষে এই আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন, প্রাক্তন সহকারি বিদ্যালয় পরিদর্শক অসীম তপস্বী, গঙ্গারামপুর উত্তর চক্রের শিক্ষাবন্ধু আব্দুল মজিদ মিয়া, বিদ্যালয়ের শিক্ষক নরেশ বর্মন, নোডাল শিক্ষক চিত্রপ্রতীম মুখোপাধ্যায় সহ আরো অনেকে। সভায় জল সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণের গুরুত্বের উপর আলোকপাত করেন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা। পাশাপাশি বিদ্যালয়ের পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণিতে পাঠরত পড়ুয়াদের নিয়ে 'জল সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণ' এর উপরে তাৎক্ষণিক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতার শেষে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া পড়ুয়াদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা।

এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষক নরেশ বর্মন জানান, বৃক্ষ শুধু প্রাকৃতিক শোভাই বাড়ায় না বরং মাটির ক্ষয় রোধ করে, বন্যা প্রতিরোধ করে, ঝড়কে বাধা দিয়ে জীবন ও সম্পদ রক্ষা করে। পাশাপাশি জল জীবনের জন্য অপরিহার্য এবং বাস্তুতন্ত্র, কৃষি, শিল্প এবং মানুষের সুস্থতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই এই দুটি বিষয়কে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে 'রাষ্ট্রীয় আবিষ্কার সপ্তাহ উদযাপন' উপলক্ষে আমাদের বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে একটি তাৎক্ষণিক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল। এছাড়া সপ্তাহ জুড়ে বৃক্ষরোপণ সহ বিভিন্ন কর্মসূচি বিদ্যালয়ের তরফে নেওয়া হয়েছিল।

বর্ধমান জোনাল অফিস, ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ,
বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর জেলা - বর্ধমান,
পিন - ৭১৩২১২, ইমেল : zo.bardhaman@bankofindia.com

দায়বদ্ধ স্বর্ণারত্ন/অলংকার/মুদ্রা সাধারণ নিলামে বিক্রির নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, নিম্নোক্ত স্বর্ণ ঋণগ্রহীতাগণ, তাদের আইনি উত্তরাধিকারীগণ, ব্যক্তিগণ স্বর্ণালংকার ব্যবসায়ে যুক্ত/গহনা/মুদ্রা এবং সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে ব্যাঙ্ক কর্তৃক একাধিকবার নোটিশ/এবং লিখিত তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায় দেননি।

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ তাদের স্বর্ণ ঋণ অ্যাকাউন্টে (সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত যাবতীয় সুদ, শুল্ক চার্জ এবং ব্যয় সহ) **২০.০৩.২০২৫ তারিখের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া আদায় দিতে ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্কের শাখা প্রেমিসেসে দায়বদ্ধ স্বর্ণালংকার/রত্ন/মুদ্রা সমুদয় সাধারণ নিলামে ২১.০৩.২০২৫ তারিখে সকাল ১০টা থেকে** বিক্রয়ের ব্যবস্থা করবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উক্ত ঋণগ্রহীতাগণের অসুবিধা বা ক্ষতির বিষয়ে ব্যাঙ্ক কোনও দায় বহন করবে না এবং কোনও অভিযোগ বা প্রতিনিধিত্ব ঋণগ্রহীতাদের তরফে গ্রাহ্য হবে না। **যে সকল আগ্রহী ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নিলামে অংশ নিতে উৎসুক তাদের ৫০০০ টাকা (পাঁচ হাজার টাকা) ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের নিকট উক্ত তারিখ/সময়ে** দাখিল করতে হবে বায়না জমা হিসেবে। যে সকল ব্যক্তি চূড়ান্ত ডাকে অংশ নেবেন তাদের পরবর্তী কাজের দিন ব্যাঙ্কের নিকট সম্পূর্ণ মূল্য দাখিল করতে হবে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্কের নিকট দাখিল করা বায়না জমা বাজেয়াপ্ত হবে। ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট ডাকমূল্য অপর্যাপ্ত বা নিম্ন বিবেচনায় নিলাম বাতিল করার রাখে ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই। উক্ত নিলামের সূচি, তারিখ, সময় বা স্থান পরিবর্তনের বা বাতিলের অধিকার রাখে ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই।

অ্যাকাউন্ট নং এবং শাখা	ঋণগ্রহীতার নাম	ঠিকানা	সোনার মোট ওজন
৩৯০৫৭৭৬১০০০০২৩৭ এবং মুচিপাড়া শাখা	অয়ন খান	১/জি/১/৪ বিবেকানন্দ পার্ক টেটিখোলা, দুর্গাপুর - ৭১৩২১২	৩০.৪৮ গ্রাম
৪১৮৬৭৭৬১০০০০৩৮৫ এবং আপকার গার্ডেন শাখা	সন্তোষ প্রসাদ	কল্যাণপুর হাউজিং, পো. আসানসোল, থানা - আসানসোল (উত্তর) জেলা - পশ্চিম বর্ধমান পিন - ৭১৩৩০৫	০৭.০০ গ্রাম
৪২৩০৭৭৬১০০০০৫১২ এবং দুর্গাপুর শাখা	নুপূর সেনগুপ্ত	পিতা অর্নব সেন শর্মা, ১৪/২২, আইনস্টাইন এভিনিউ, বি জোন, দুর্গাপুর	১৬.৮৩ গ্রাম

তারিখ : ২৮.০২.২০২৫
স্থান : দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

Punjab & Sind Bank

পরিশিষ্ট IV [দ্রষ্টব্য রুল ৮(১)]
দখল নোটিশ
১৩(৪) ধারা
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

বিরাটি শাখা
মহাজাতি নগর, বিরাটি, ২৯, এম বি রোড, পিন - ৭০০ ০৫১

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক,** ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) আইনের ১৩(২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১২.০৫.২০১২ তারিখে ঋণগ্রহীতা : (১) মেসার্স নোভা এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা), (২) শ্রীমতী হ্যাপি চৌধুরী (স্বত্বাধিকারী এবং বন্ধকদাতা) (৩) শ্রী অঞ্জন কুমার চৌধুরী (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা)** কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১৭,৫৮,৯২৮.০০ টাকা** (সতের লাখ আটান্ন হাজার নশো আঠাশ টাকা) নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণকে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই উক্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে কোনওরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক, বিরাটি শাখা** নিকট বকেয়া **১৭,৫৮,৯২৮.০০ টাকা** (সতের লাখ আটান্ন হাজার নশো আঠাশ টাকা) এবং পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ :
ক) ১) জমির পরিমাণ ৭ কাঠা ৮ ছটাক মৌজা: ফিঙ্গা, জেএল নং ৪, আরএস খতিয়ান নং ১৫০, তৌজি নং ১৭২, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস জেলা সাব রেজিস্টার -১ বারাসত এবং
২) জমির পরিমাণ ৭ কাঠা , মৌজা : ফিঙ্গা, জেএল নং ৪, তৌজি নং ১৭২, আরএস খতিয়ান নং ১৫০, রেজিস্টার্ড অফিস জেলা সাব রেজিস্টার -১, বারাসত।
খ) বিক্রয় দলিল নং ১) তারিখ ১৭.১১.২০০৯, রেজিস্টার্ড অফিস জেলা সাব রেজিস্টার -বারাসত-১, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত/গৃহীত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৮, পৃষ্ঠা নং ১৪ থেকে ২৬, দলিল নং ০৩৪১৬ -২০০৯ সালের। **জমি (দলিল নং ০৩৪১৬) চৌহদ্দি :** উত্তরে : জমি অংশ দাগ নং ২৭৮, দক্ষিণে : ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, জমির অংশ দাগ নং ২৭৮, পূর্বে : অংশ জমি দাগ নং ২৭৮, পশ্চিমে : শ্রী অঞ্জন কুমার চৌধুরীর জমি ।
বিক্রয় দলিল নং ২) তারিখ : ১৭.১১.২০০৯ , রেজিস্টার্ড অফিস জেলা সাব রেজিস্টার বারাসত-১, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত/গৃহীত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৮, পৃষ্ঠা ১ থেকে ১৩, দলিল নং ০৩৪১৫ -২০০৯ সালের।
জমি (দলিল নং ০৩৪১৫) চৌহদ্দি : উত্তরে : অংশ জমি দাগ নং ২৭৮, দক্ষিণে : ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ দাগ নং ২৭৮, পূর্বে : শ্রী অঞ্জন কুমার চৌধুরী এবং শ্রীমতি হ্যাপি চৌধুরীর জমি দাগ নং ২৭৮, পশ্চিমে : অংশ জমি দাগ নং ২৮১।

তারিখ : ২৬.০২.২০২৫
স্থান : বিরাটি
অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

মালদা মেডিক্যালে চালু হল না কার্ডিওলজিস্ট এবং নিউরো বিভাগের পরিষেবা, রোগী অসন্তোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদা মেডিক্যাল কলেজে এখনও পর্যন্ত কার্ডিওলজিস্ট এবং নিউরো বিভাগে চিকিৎসা পরিষেবা চালু না হওয়ায় দুর্ভোগে পড়েছেন রোগী এবং তাদের আত্মীয়েরা। পরিষেবা চালু না হওয়াতে উঠছে একাধিক অভিযোগ। এমনকী মেডিক্যাল কলেজে কার্ডিওলজিস্ট ও নিউরো বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা না থাকায় পরিষেবা পাচ্ছেন না রোগীরা বলে অভিযোগ উঠেছে। যার ফলে রোগীদের কথায় কথায় কলকাতা ও শিলিগুড়ি রেফার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

একাংশ রোগীর আপনাদের বক্তব্য, হৃদরোগ আক্রান্ত রোগীদের তেমন কোনও চিকিৎসা হয় না মেডিক্যাল কলেজে। রাজ্য সরকার যেখানে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে নিয়ে ঢেলে সাজানোর পাশাপাশি চিকিৎসা পরিষেবা আরও ভালোভাবে করার কথা বলছে, তার ঠিক বিপরীতে মালদা মেডিক্যাল কলেজ কার্ডিওলজিস্ট এবং নিউরো বিভাগ চালু হয়নি।

মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা মেডিক্যাল কলেজে সিসিইউ বিভাগে ৩৬টি বেড রয়েছে। সেক্ষেত্রে হৃদরোগ আক্রান্ত রোগীদের বেড পেতেও সমস্যা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এছাড়াও উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সহ বিহার, ঝাড়খণ্ড রাজ্য থেকেও প্রচুর রোগী চিকিৎসার জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজে আসেন। ফলে রোগীর চাপও বাড়ছে। মালদা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ পার্থ প্রতিম মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আমরা ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য দপ্তরকে কার্ডিওলজিস্ট এবং নিউরো বিভাগ চালু করার বিষয়ে আবেদন করেছি। তার একটি প্রক্রিয়া চলছে। আশা করছি খুব শীঘ্রই কার্ডিওলজিস্ট এবং নিউরো বিভাগ চালু হয়ে যাবে।

ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান তথা রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বলেখুব তাড়াতাড়ি কার্ডিওলজিস্ট ও নিউরোলজিস্ট বিভাগ চালু হবে। নতুন করে আরও সিসিইউ'তে ৫০টি বেড বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

দক্ষিণ মালদা বিজেপির সহ-সভাপতি অজয় গাঙ্গুলি জানিয়েছেন, মালদা মেডিক্যাল কলেজে ট্রমা কেয়ার ইউনিট চালু করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার আজ থেকে ৮ বছর আগে ১৫০ কোটি টাকা দিয়েছিল। পরবর্তীতে আমরা দেখলাম পাঁচ কোটি টাকার একটি বিল্ডিং তৈরি হল। মেশিনপত্র কেনা হল। সেই মেশিনগুলো দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে পড়েছিল। আমরা আন্দোলন করার পর সেই মেশিনের কাজ শুরু হয়েছে। আজকের কেন্দ্রীয় সরকার সবসময় স্বাস্থ্যের ওপরে জোর দিচ্ছে।

ভূতুড়ে ভোটার লিস্ট নিয়ে আলোচনায় বারাসাত সাংগঠনিক জেলা

সুমন তালুকদার

মধ্যমগ্রাম: দলনেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া নির্দেশের পরেই ভূতুড়ে ভোটার নিয়ে আলোচনায় বসল বারাসাত সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্বরা। শুক্রবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের বারাসাত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় মধ্যমগ্রাম দলীয় কার্যালয়ে। সভায় বারাসাতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মধ্যমগ্রামের বিধায়ক তথা রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, হাবড়ার বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, দেগঙ্গার বিধায়ক রহিমা বিবি, রাজারহাট নিউটাউনের বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জি সহ সকল ব্লকের মাদার ও শাখা সংগঠনের সভাপতিরা। এদিন রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন তৃণমূল নেতৃত্বরা। বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দলনেত্রী ভোটার লিস্ট ও ভুতুড়ে ভোটার নিয়ে তৃণমূল নেতা কর্মীদের সচেতন হওয়ার কড়া নির্দেশ দেন। বিজেপি এই ভুতুড়ে ভোটারদের ভোটে জয়ের আশা দেখছে। বিজেপির সেই স্বপ্ন যাতে পূরণ করতে না পেরে তার জন্য তৃণমূল নেতা কর্মীদের বুথস্তর পর্যন্ত ভোটার লিস্ট রিভিউ করতে বলা হয়েছে দলের তরফে। এই কাজে বুথ কর্মীদের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। সেই লক্ষ্যেই বারাসাত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার এদিনের সভা ডাকেন। বারাসাত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি জানান, ভোটার লিস্ট প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে ভোটার লিস্ট সংশোধন ও পরিমার্জন করার কাজ শুরু করতে বলেছিলাম। সেইমত দলীয় কর্মীরা কাজ করছিলেন। দলের নির্দেশমতো কিভাবে তারা কাজ করবে, কোন কোন বিষয়ের উপর জোর দেবে, কোন অসঙ্গতি পেলে কি ধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে এই সব বিষয়ই নেতৃত্বদেরকে জানানো হয়েছে। ব্লক নেতৃত্বদের বলা হয়েছে প্রতি সাতদিন অন্তত রিপোর্ট জেলা নেতৃত্বদের কাছে পাঠাতে হবে। জেলা নেতৃত্ব সেই রিপোর্ট রাজ্যস্তরের কোর কমিটির কাছে পৌঁছে দেবেন।

মহিলা হস্টেল থেকে নার্সিং পড়ুয়ার রহস্যজনকভাবে দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: শুক্রবার এক নার্সিং পড়ুয়ার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য. কাঁকসার মলানদীঘি এলাকার বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে। দ্বিতীয় বছরের নার্সিং পড়ুয়া সুপ্রিয়া কোটাল দুর্গাপুরের পান্ডবেশ্বরের বাসিন্দা। শুক্রবার দুপুরে সুপ্রিয়ার সহপাঠীরা তাকে ডাকাডাকি করেও তার কোনও সাড়া না পেয়ে তাকে বার বার ফোন করলেও তার ফোন বাজতে থাকে। কেউ ফোন রিসিভ না করায় সকলের সন্দেহ হয়। এর পরেই তার সহপাঠীরা নার্সিং হস্টেল কর্তৃপক্ষকে খবর দেয়। হস্টেল কর্তৃপক্ষ দরজা ভেঙে তাকে পরে থাকতে দেখে। তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। সুপ্রিয়া কোটাল নামের ওই পড়ুয়ার পরিবারকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছয় তার পরিবার। মেডিক্যাল কলেজের তরফে ইন্দ্রনীল মল্লিক জানান, তারা সুপ্রিয়ার সহপাঠীদের কাছে খবর পেয়ে দরজা ভেঙে তাকে পরে থাকতে দেখে। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। তার মৃত্যু হয়েছে দেখেই পুলিশকে ও পরিবারের সদস্যদের খ বর দেওয়া হয়। সেই মতো পরিবারের সদস্যরা ও কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়।

পুলিশ দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে কি কারণে মৃত্যু তা জানা নেই। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। হস্টেলে রুম থেকে পুলিশ সুপ্রিয়ার একাধিক জিনিসপত্র উদ্ধার করেছে।

সুপ্রিয়ার মা মহুয়া কোটাল বলেন, 'দুপুর সাড়ে বারোটার সময় আমাদের খবর দিয়ে বলা হয় সুপ্রিয়া আইসিইউতে ভর্তি আছে। এসে দেখ লাম মেয়ের মৃত্যু হয়েছে।'

সুপ্রিয়ার আত্মীয় পাপাই রক্ষিত বলেন, 'সুপ্রিয়া গলায় দড়ি দিয়েছে শুনে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পৌঁছই। এসে দেখি সে মারা গেছে। সুপ্রিয়া শুধু বলতো আমাদের এতগুলো মেয়ের মধ্যে ৫০ জন পাশ করেছে দু'জন ফেল করেছি। তবে কি কারণে মৃত্যু হয়েছে আমরা বুঝে উঠতে পারছি না।'

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অতিরিক্ত সুপার ডা. রাজশ্রী গুপ্তা বলেন, 'পুলিশ পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখে তদন্ত করছে।'

বেলপাহাড়ির জঙ্গলে ফের বাঘের আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: জঙ্গলমহলের বেলপাহাড়ির জঙ্গলে ফের বাঘের আতঙ্ক ছড়িয়েছে। নতুন করে পায়ের ছাপ মেলায় তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। বনদপ্তরের পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে পায়ের ছাপের নমুনা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার আতঙ্কিত বাসিন্দারা কিভাবে বনে যাবেন এবং কাজ করে রুজি রোজগার করবেন তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। বেলপাহাড়ির ধরমপুর, কাসমার গ্রামের বিভিন্ন চাষের জমি থেকে উদ্ধার হয়েছে পায়ের ছাপ। প্যারিস অফ প্লাস্টারের মাধ্যমে সেই ছাপের নমুনা সংগ্রহ করেছে বনদপ্তর। বাঘের আতঙ্কে থমথমে পরিবেশের মধ্যে এলাকার বাসিন্দারা দাবি করেন, বনদপ্তর বাঘকে হয় অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাক অথবা বাঘকে ব্যারিকেড করে রাখুক। এভাবে বাঘ এবং মানুষ এক জায়গায় থাকতে পারে না। বনদপ্তরের পক্ষ থেকে

এলাকায় কোনওরকম নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করা হয়নি বলে অভিযোগ তুলছেন গ্রামবাসীরা। মাসখানেক আগে জঙ্গলমহলে ঢুকে পড়া জিনাতের গলায় রেডিও কলার ছিল, কিন্তু এই বাঘের গলায় তা না থাকায় বেশ বিপাকে পড়েছে বনদপ্তর। যার ফলে এই বাঘের লোকেশন বুঝতে পারছেন না। তবে ইতিমধ্যেই বাঘ বিশেষজ্ঞদের একটি টিম বেলপাহাড়ির ওই এলাকায় পাঠানো হয়েছে এবং তারা কাজ শুরু করেছে বলে বনদপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে।

রেশন কার্ডে মৃত গৃহবধূ, লিখিত অভিযোগ জানালেন ব্লক প্রশাসনের কাছে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দুই বছর আগে নদিয়ায় বিয়ে হয়েছে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের এক গৃহবধূর। দিনমজুরের পরিবার ওই গৃহবধূর। ফলে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে রেশন কার্ড নদিয়ায় শ্বশুরবাড়ি এলাকায় স্থানান্তরিত করার আবেদন জানিয়েছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লক প্রশাসনের কাছে। কিন্তু সেই গৃহবধূর রেশন কার্ডের তথ্য অনুযায়ী তিনি মৃত বলে তথ্য উঠে আসে। এরপর শুক্রবার মালদা চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লক প্রশাসনের কাছে পুরো বিষয়টি নিয়ে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন গৃহবধূ আকতারা খাতুন ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের রাঙ্গাইপুর গ্রামের বাসিন্দা আকতারা খাতুন। নদিয়া জেলার করিমপুরের বাসিন্দা সালাম মণ্ডল নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে তার বিয়ে হয়। পরবর্তীতে হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে রেশন কার্ডের বদলের জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিসে আবেদন জানান। এরপর সেখান থেকে বলা হয় বদলি করে দেওয়া হয়েছে তার রেশন কার্ড। কিন্তু নদিয়ার করিমপুরে রেশন কার্ড করতে গিয়ে তাকে জানানো হয় রেশন তালিকায় তার নাম মৃত বলে এসেছে। যার ফলে বন্ধ হয়ে যায় রেশন।

এদিকে দিনমজুর খেটে খাওয়া পরিবারের ওই গৃহবধূ আকতারা খাতুন জানিয়েছেন, সরকারের দেওয়া রেশন সামগ্রী অন্ন জোগানের অন্যতম মাধ্যম। তাই মালদা হরিশ্চন্দ্রপুরের নিজের বাবার বাড়ির এলাকা থেকে নদিয়ায় শ্বশুরবাড়িতে রেশন কার্ডটির সরিয়ে নিয়ে যাবার আবেদন জানিয়েছিলাম। নদীয়ার করিমপুরে পরবর্তীতে গিয়ে জানতে পারি রেশন কার্ডে আমার নাম মৃত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। জলজ্যান্ত একটি মানুষকে রেশন কার্ডে মৃত হিসেবে দেখানো হল। এত বড় ভুল কিভাবে হল কিছুই বুঝতে পারছি না। পুরো বিষয়টি নিয়ে এদিন হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লক প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের বিডিও সৌমেন মণ্ডল জানিয়েছেন, ওই মহিলার অভিযোগে পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে

মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সম্মেলন বারাসাতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে বারাসাত সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে 'কর্মী সম্মেলন ও আলাপচারিতা' অনুষ্ঠিত হল। বারাসাত সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী স্বপ্না বসুর উদ্যোগে শুক্রবার দুপুরে বারাসাত পুরসভার বিদ্যাসাগর সভা কক্ষে এই সম্মেলন হয়। স্বপ্না বসু ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বারাসাতের সাংসদ তথা জেলা সভাপতি ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার,

রাজ্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়দর্শিনী হাকিম, সোনালী সিংহ রায়, পম্পি মুখার্জি, নন্দিতা ভৌমিক সহ সাংগঠনিক জেলার মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী ও নেত্রীরা। প্রিয়দর্শিনী এদিন বলেন, সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। আমাদের সকলকে একযোগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক হিসেবে লড়ায়ের ময়দানে নামতে হবে। সব ভেদাভেদ ভুলে মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প ও রাজ্যের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে ঘরে ঘরে যেতে হবে। মনে রাখবেন আগামী বিধানসভায় ভালো ফল করে চতুর্থ বারের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী করতে হবে। উন্নয়ন ও প্রকল্পকে প্রাধান্য দিতে হবে।

নিয়োগ তালিকা জমা দিতে গিয়ে আক্রান্ত বেশ কয়েকজন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: কুলটির ইসিএলের চিনাকুড়ি ১ ও ২ কোলিয়ারিতে একটি বেসরকারি সংস্থাকে বরাত দেওয়া হয়েছে। এই কয়লাখনিতে স্থানীয়দের নিয়োগের তালিকা জমা করতে গিয়েছিল সমস্ত গ্রাম কমিটির সদস্যরা স্থানীয়দের চাকরির দাবিতে। অভিযোগ সেই তালিকা জমা করার আগেই কয়লাখ নি চত্বরে সমস্ত গ্রাম কমিটির কয়েকজন সদস্যকে ব্যাপক মারধর করার অভিযোগ উঠল স্থানীয় কয়েকজনের বিরুদ্ধে। এমনকী নিয়োগের আবেদন পত্রের তালিকার নথিপত্র ছিড়ে ফেলে দেয়। মারধরের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। এই ঘটনায় কয়েকজন আহত হয়েছে। আক্রান্তরা নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশের দ্বারস্থ হয়। আক্রান্তদের অভিযোগ এই কয়লাখনিতে চাকরির জন্য দীর্ঘদিন সমস্ত গ্রাম কমিটি আন্দোলন করেছিল। প্রথমে ৩০ জনকে চাকরি দেওয়া হয়েছে। পরে আরও ২০ জন নিয়োগের কথা বলেছিলেন বেসরকারি সংস্থা। শুক্রবার সেই ২০ জন নিয়োগের তালিকা জমা করতে যাওয়ার সময় এই মারধরের ঘটনা ঘটেছে।

ওড়ফুলিতে পাগলা কুকুরের আতঙ্কে ব্যাহত বিসিজি টিকার কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: গত দু'দিন ধরে হাওড়ার বাগনান দুই ব্লকের ওড়ফুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের হেলেদ্বীপ, পিপুল্যান এলাকায় একটি লাল রঙের পাগলা কুকুর এলাকার পঁচিশ জন পথ চলতি মানুষকে কামড়ে দেয়। এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে। জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরেই ওই এলাকায় পাগলা কুকুরটি ঘোরাঘুরি করছিল। হঠাৎ করেই সে অসংলগ্ন হয়ে পড়ে। পরে পথ চলতি মানুষকে কামড়ে দিয়ে পালায়। আতঙ্ক এতটাই ছড়িয়েছে যে এলাকার মানুষ ঘরের বাইরে বের হতেই ভয় পাচ্ছে। উল্লেখ্য, শুক্রবার ওই এলাকায় আতঙ্ক এতটাই যে স্কুলে ও অনেক শিশুকে পাঠায়নি অভিভাবকরা। বিষয়টি নিয়ে ওড়ফুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রঘুনাথ জানা জানিয়েছেন, 'বিষয়টি বনদপ্তরকে জানানো হলে যেহেতু কুকুর বন্যপ্রাণী নয়, তাই তাদের কিছু করার নেই বলে জানিয়েছে। এখন পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি এবং প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে কি করা যায় দেখছি।' প্রসঙ্গত, এলাকার বাসিন্দারা এখন লাঠি হাতে এলাকা পাহারা দিচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, ওই এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিসিজি ভ্যাকসিনেশনের জন্য প্রচার চালাচ্ছেন। গত দু'দিন ধরে ওই এলাকায় আশা কর্মীরা যেতে ভয় পাচ্ছেন। ফলে, ভ্যাকসিনেশনের কাজ ব্যাহত হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

হাসপাতালে মধ্যে নাবালিকার শ্লীলতাহানি, গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালের মধ্যে নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ হাসাপাতালের এক কর্মীর বিরুদ্ধে। অভিযোগ পাওয়া মাত্রই গ্রেপ্তার অভিযুক্ত যুবক শেখ রিয়াজ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে ডায়রিয়া নিয়ে বৃহস্পতিবার বিকালে ভর্তি হয় এক নাবালিকা। অভিযোগ, রাতে যখন বাথরুমে যায় সেই সময় হাসপাতালেরই ওই কর্মী বাথরুমে শ্লীলতাহানি করে। দোষীকে গ্রেপ্তারের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় এলাকার মানুষজন। অভিযোগ পাওয়া মাত্রই হাড়োয়া হাসপাতাল কাণ্ডে গ্রেপ্তার করা হয় মূল অভিযুক্ত শেখ রিয়াজকে। তিনি ওই হাড়োয়া হাসপাতালে অস্থায়ী কর্মী। শুক্রবার দুপুরে তাকে বসিরহাট আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

রাস্তার উপর আলু ঢেলে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: কালনা ২ নম্বর ব্লকের বৈদ্য পু ব. শিরিষতলায় সারা ভারত সংযুক্ত কিষান মোর্চার পক্ষ থেকে রাস্তার উপর আলু ঢেলে পথ অবরোধ হল সারা ভারত কিষান মোর্চার পক্ষ থেকে।

১৩০০ টাকা কুইন্টাল আলুর সহায়ক মূল্য ঘোষণা করার দাবিতে এবং সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে আলু ক্রয় করার দাবিতে ও কর্পোরেটমুখী কৃষি বিপণন আইন বাতিল করা ১০০ দিনের কাজ শুরু করা সহ একাধিক দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি এবং কালনা গুরাপ ১১ নম্বর রোডের শিরিষ তলায় আধ ঘণ্টা পথ অবরোধ করে সারা ভারত সংযুক্ত কিষান মোর্চা। রাস্তায় আলু ফেলে এই বিক্ষোভ এবং পথ অবরোধ করা হয়। সংগঠনের নেতা রফিকুল ইসলাম বলেন, 'আলুর উৎপাদন করতে যা খরচ তার থেকে অনেক কমদাম ঘোষণা করেছে রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী এবং এই আলু ফড়েদের কাছ থেকে যেন কেনা না হয়। সরাসরি আলু চাষিদের কাছ থেকে কিনতে হবে সরকারকে। এছাড়াও গরিব সাধারণ মানুষের কথা ভেবে ১০০ দিনের কাজ চালু করার দাবিসহ একাধিক দাবিতে এই পথ অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয়।

চাষিদের পাম্পসেটের যন্ত্রাংশ চুরি, কাজ বন্ধের আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: গভীর রাতে চাষিদের পাম্পসেটের যন্ত্রাংশ চুরি হয় পূর্ব বর্ধমানের শিবদা ও দেয়াশা গ্রামে। চাষের মরশুমে চাষের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় চাষিরা।

শিবদা ও দেয়াশা গ্রামের পাশের মাঠে বেশ কিছু সাবমার্শিবল পাম্পসেট রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি সমবায়ের হলেও বেশিরভাগ ব্যক্তিগত। এই পাম্পগুলির মাধ্যমে বিস্তীর্ণ এলাকার জমিতে বোরো চাষ হয়ে থাকে। এ বছর ডিভিসির জল না পাওয়ার কারণে এই পাম্পগুলিই সেচের বড় ভরসা। বৃহস্পতিবার রাতে দুষ্কৃতীরা

দুটি গ্রাম মিলিয়ে ১৮টি পাম্পসেটের তার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ চুরি করে নিয়ে যায়। এছাড়াও বেশ কয়েকটি স্টার্টার চুরি করে তারা। বেশ কিছু বোর্ডও ভেঙে দেয়।

শুক্রবার সকালে জমিতে গিয়ে চাষিদের চুরির বিষয়টি জানতে পারে। তারা আগামী দিনে কিভাবে চাষের কাজ করবেন সেই নিয়েই চিন্তায় পড়ে যান। পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনার তদন্ত শুরু করে।

এলাকার চাষি পূর্ণচন্দ্র দাস জানান, এক একটি সাবমার্শিবলের জল ২০ থেকে ২৫ বিঘে জমিতে চাষের কাজে লাগে। সেই হিসেবে ক্ষতির পরিমাণ বিরাট। তারা জানান, আগে কখনও এইরকম ঘটনা ঘটেনি। তাই মাঠে পাহারা থাকে না। হঠাৎ করে এরকম ক্ষতিতে দিশেহারা তারা। বোরো চাষের বড় ক্ষতি হবে বিকল্প ব্যবস্থা না হলে প্রচুর আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবেন তারা। পুলিশ ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে।

নিকাশী নালা থেকে ধোঁয়া, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: নিকাশী নালার জল থেকে বের হচ্ছে ধোঁয়া। এমনই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার আতঙ্ক ছড়ায় কালনা পুরসভার অন্তর্গত ৬য় নম্বর ওয়ার্ডে।

স্থানীয়রা দেখেন নিকাশী নালার জল থেকে ধোঁয়া বেরোনোর পাশাপাশি বেশ কিছু অংশ গরম হয়ে আছে। এলাকাবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এরপরই এলাকাবাসী কনজারভেন্সি দপ্তরের প্রেসিডেন্ট অনিল বসুকে খবর দেয়। খবর পেয়ে তিনি তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছন। এলাকায় পৌঁছে তিনি দমকলকে খবর দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দমকলের কর্মীরা পৌঁছে বিষয়টি খতিয়ে দেখেন।

স্থানীয় বাসিন্দা উজ্জ্বল সাহা জানিয়েছেন, সকালে তিনি প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে দেখেন নিকাশী নালা থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। তার সঙ্গে তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ রয়েছে। বিষয়টি দেখার পরই আশেপাশের লোকজনকে তিনি ডেকে দেখান। এলাকার মানুষ ধোঁয়া বের হতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তড়িঘড়ি স্থানীয় কাউন্সিলরকে খবর দেওয়া হয়। পরে ঘটনাস্থলে দমকলের কর্মীরা এসে বিষয়টি খতিয়ে দেখেন।

১১ দফা দাবি নিয়ে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: কালনার আরএমসি মার্কেট সংলগ্ন এলাকা থেকে কালনা মহকুমা শাসকের দপ্তর পর্যন্ত বিভিন্ন অস্ত্র সহকারে মিছিল করে ১১

দফা দাবি নিয়ে শুক্রবার কালনার মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দিল আদিবাসী সংগঠন ভারত জাকাত মাঝি পরগনা মহল ও কালনা-কাটোয়া তল্লাট কমিটি। দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, আদিবাসীদের জাহের থান, মাঝি থানগুলির সংরক্ষণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। যেসব আদিবাসী গ্রামে খাস জমি রয়েছে, সেগুলি জাহের থান গড়ার জন্য দিতে হবে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের সকলকে আবাস যোজনা প্রকল্পের সুবিধা দিতে হবে। প্রকৃত উপজাতিদের শংসাপত্র দিতে হবে ও ভুয়ো উপজাতিদের শংসাপত্র দেওয়া বন্ধ করতে হবে। বাস্তুভিটের পাট্টা দিতে হবে। সংগঠনের নেতা বিজয়চাঁদ সরেন বলেন, 'দাবিগুলি না মানা হলে আগামীদিনে বড় আন্দোলনে নামা হবে।'

শিক্ষককে বদলির খবর পেয়ে শিক্ষককে ধরে কাঁদল পড়ুয়ারা

বদলি আটকাতে অভিভাবকদের স্মারকলিপি বিভিন্ন মহলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: এক বিরল দৃশ্যের সাক্ষী থাকল গোটা স্কুল। স্কুলের শিক্ষককে ঘিরে ধরে অঝোরে কাঁদছে পড়ুয়ারা। তাই দেখে চোখের জল ধরে রাখতে পারছেন না শিক্ষকও। আর কেনই বা কাঁদবে না। একদিকে প্রিয় শিক্ষককে চিরকালের মতো হারাতে হবে। আবার দীর্ঘদিন যে স্কুলে কাজ করেছেন শিক্ষক তাকে বদলি হয়ে অন্য স্কুলে চলে যেতে হবে। তাই একদিকে যেমন শিক্ষকের মন ভারাক্রান্ত। অন্যদিকে পড়ুয়ারাও চোখের জল ধরে রাখতে পারছে না। গোটা মুহূর্তটি মোবাইল ফোন বন্দি করেন এক শিক্ষক। আর তা পরে ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমানের

জামালপুরে একটি প্রাথমিক স্কুলের।

জামালপুরে সেলিমাবাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক কাজী মহম্মদ সিদ্দিক। দীর্ঘ ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে এই স্কুলেই শিক্ষকতা করছেন তিনি। পড়শোনা, ক্লাস নেওয়ার পাশপাশি, স্কুলের ছোটদের নিয়ে খেলাধুলা ও শিক্ষামূলক কাজে দেখা যায় তাকে। আন্তরিকতার সঙ্গে পড়ুয়াদের সঙ্গে ব্যবহারের কারণে স্কুলের সমস্ত শ্রেণির পড়ুয়াদের কাছেই 'ফেভারিট' সিদ্দিক স্যার।

কয়েকদিন আগে সরকারি নিয়মে ওই শিক্ষকের বদলির নির্দেশ এসেছে বলে জানা গিয়েছে। এরপর থেকেই পড়ুয়া ও অভিভাবক মহল শিক্ষকের বদলি আটকাতে গুঞ্জন শুরু হয়। অভিভাবকদের তরফে ৭০ জন শিক্ষকের বদলি বাতিল করার অনুরোধ জানিয়ে ব্লক আধিকারিকের কাছে আবেদন জানান। আবেদন জানানো হয় স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছেও। অভিভাবকদের মধ্যে আরতি খাতুন, মামনি খাতুন, ইপসা খাতুন বলেন, 'সিদ্দিক স্যার অনেক যত্ন সহকারে বাচ্চাদের পড়াশোনা করান। বাচ্চারা ওনার ক্লাস করতে ভালোবাসে। উনি আসার পর থেকে স্কুলের অনেক উন্নতি হয়েছে। এইরকম একজন শিক্ষককে আমরা হারাতে চাই না। তাই ওনার বদলি আটকাতে আমরা প্রশাসনের কাছে জানিয়েছি।

বৃষ্টিতে পণ্ড ম্যাচ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির শেষ চারে অস্ট্রেলিয়া

দক্ষিণ আফ্রিকার হাতে আফগানিস্তানের ভাগ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: বৃষ্টিতে ভেস্তে গেল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আরও একটি ম্যাচ। অস্ট্রেলিয়া-আফগানিস্তান ম্যাচ বাতিল হওয়ায় ৪ পয়েন্ট নিয়ে সেমিফাইনালে চলে গেলেন স্টিভ স্মিথেরা। আফগানদের শেষ চারে যাওয়া নির্ভর করবে শনিবারের দক্ষিণ আফ্রিকা- ইংল্যান্ড ম্যাচের ফলের উপর। শুক্রবার লাহোরে প্রথমে ব্যাট করে আফগানিস্তান করে ২৭৩ রান। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের ১২.৫ ওভার হওয়ার পর বৃষ্টি নামে। তার পর আর খেলা শুরু করা যায়নি। খেলা বন্ধ হওয়ার সময় অস্ট্রেলিয়ার রান ছিল ১ উইকেটে ১০৯।

খেলা শেষ না হওয়ায় দু'দলই এক পয়েন্ট করে পেল। চার পয়েন্ট নিয়ে সেমিফাইনালে চলে গেল অস্ট্রেলিয়া। আফগানিস্তানের ঝুলিতে থাকল ৩ পয়েন্ট। দক্ষিণ আফ্রিকারও সংগ্রহ ৩ পয়েন্ট। শনিবার ইংল্যান্ডকে হারাতে পারলেই টেম্বা বাভুমা গ্রুপের এক নম্বর দল হিসাবে সেমিফাইনালে চলে যাবেন। দক্ষিণ আফ্রিকা হেরে গেলে বিচার্য হবে নেট রান রেট। সে ক্ষেত্রেও সুবিধাজনক জায়গায় রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। আফগানিস্তানের নেট রান রেট -০.৯৯। অন্য দিকে দক্ষিণ আফ্রিকা নেট রান রেট ২.১৪। আফগানিস্তানকে শেষ চারে উঠতে হলে শনিবার ইংল্যান্ডের কাছে অন্তত ২০৭ রানে হারতে হবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে। ইংল্যান্ড প্রথমে ব্যাট করে ৩০০ রান তুললে ৯৩ রানে শেষ হতে হবে বাভুমাদের ইনিংস। তা হলে আফগানিস্তান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালে উঠবে গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসাবে। গ্রুপের এক নম্বর দল হবে অস্ট্রেলিয়া।

শুরুটা এ দিনও ভাল করতে পারেনি আফগানিস্তান। প্রথমেই ফিরে যান রহমানুল্লা গুরবাজ (শূন্য)। আর এক ওপেনার জাদরানও (২৮ বলে ২২) আগের দিনের মতো খেলতে পারেননি। তার নম্বরে নেমে ভরসা দিতে পারেননি রহমত শাহও (২১ বলে ১২)। তবে তিন নম্বরে নামা সেদিকুল্লা ২২ গজে এক প্রান্ত আগলে রেখেছিলেন। তবু আফগানিস্তানের ইনিংস প্রয়োজনীয় গতির অভাবে ভুগল অধিনায়কের জন্য। গুরুত্বপূর্ণ পাঁচ নম্বরে নেমে হশমতুল্লার মন্থর ব্যাটিং দলকে চাপে ফেলে দিল। ৩৩টি ডট বল খেললেন আফগান অধিনায়ক। শোয়েব আখতারের কথায়, বাবর আজমের মতো টুক টুক ব্যাটিং করলেন।

সেদিকুল্লার ৯৫ বলে ৮৫ রানের ইনিংস খেললেও প্রয়োজনীয় বড় রানের জুটি এ দিন তৈরি করতে পারেননি আফগানেরা। তাঁর পর দলের ইনিংসের হাল ধরেন অজমতুল্লা। শেষ দিকে কিছুটা চেষ্টা করেন রশিদ খানও (১৭ বলে ১৯)। অজমতুল্লা করলেন ৬৩ বলে ৬৭ রান। মারলেন ১টি চার এবং ৫টি ছক্কা। আফগান ইনিংসকে ভদ্রস্থ জায়গায় পৌঁছে দিতে সাহায্য করলেন অস্ট্রেলিয়ার বোলারেরাও। ৩৬ রান অতিরিক্ত দিলেন স্মিথেরা। ১৭টি ওয়াইড বল করলেন তাঁরা!

অস্ট্রেলিয়ার সফলতম বোলার বেন ডোয়ারশুইস ৪৭ রানে ৩ উইকেট নিলেন। ৪৮ রানে ২ উইকেট অ্যাডাম জাম্পার। ৪৯ রানে ২ উইকেট স্পেনসার জনসনের। ১টি করে উইকেট নিয়েছেন নাথান এলিস এবং গ্লেন ম্যাক্সওয়েল।

জয়ের জন্য ২৭৪ রানের লক্ষ্যে আগ্রাসী মেজাজে শুরু করেন অস্ট্রেলিয়ার দুই ওপেনার ম্যাথু শর্ট এবং ট্রেভিস হেড। ১৫ বলে ২০ রান করে আউট হয়ে যান শর্ট। খেলা বন্ধ হওয়ার সময় হেড ৪০ বলে ৫৯ এবং স্টিভ স্মিথ ২২ বলে ১৯ রান করে অপরাজিত ছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার রান ছিল ১২.৫ ওভারে ১ উইকেটে ১০৯। ভারতীয় সময় রাত ৯.১৫ মিনিটে মাঠ পরিদর্শন করে আম্পায়ারেরা ম্যাচ বাতিল বলে ঘোষণা করেন। তখনও লাহোরের মাঠের বিভিন্ন জায়গায় জল জমে ছিল। একটি সুপার সপার, ফোম, বালি ব্যবহার করেও মাঠ খেলার উপযুক্ত করে তুলতে পারেননি মাঠ কর্মীরা।

কলকাতায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন মহিলা আইনজীবীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: আন্তর্জাতিক নারী দিবস। সারা বিশ্বেই পালিত হল মেয়েদের সম্মান জানাতে। শুক্রবার বার অ্যাসোসিয়েশন লেডি অ্যাডভোকেটস অফ সিটি সেশন ও ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ও মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট টেনিস ক্লাবের মহিলা আইনজীবী সদস্যদের নিয়ে পালিত হয়ে গেল আন্তর্জাতিক ওমেন্স ডে। মেয়ো রোডের মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট টেনিস ক্লাবে এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন প্রায় আড়াইশো জন মহিলা আইনজীবী সদস্য। আদালতের বিচারের বাইরে গিয়ে একটা অন্যরকম দিন কাটালেন বিচারপতি ও আইনজীবী মহিলারা। প্রধান অতিথি উপস্থিত ছিলেন মাননীয়া জাজ এক্সক্লুসিভ পক্সো কোর্ট সিটি সেশন ক্যালকাটা বিচারপতি ইন্দ্রিলা মুখোপাধ্যায় মিত্র। ২০১৮ সাল থেকে এই অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন মেট্রোপলিটন বার লাইব্রেরির সচিব ধনঞ্জয় চক্রবর্তী, মেট্রোপলিটন ল ইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন লাইব্রেরির সচিব চঞ্চল জানা, বার অ্যাসোসিয়েশনের সচিব রাজা সেনগুপ্ত, সভাপতি সঞ্জয় সিং, রোডের মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট টেনিস ক্লাবের সচিব সমর ঘোষ ওরফে গান্ধীদা। সারা বিশ্বে নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অর্জনকে সম্মান জানাতে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে আন্তর্জাতিক নারী দিবস। নাচ গান কবিতা তবলার তালে মুখর হয়েছিল এদিনের ক্লাব প্রাঙ্গণ। বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা।

কেক কেটেই আন্তর্জাতিক নারী দিবসের উদযাপন করলেন বিচারপতি ইন্দ্রিলা মুখোপাধ্যায় মিত্র সহ অন্যান্যরা।

আসন্ন স্বামী বিবেকানন্দ অনূর্ধ্ব কুড়ি জাতীয় ফুটবলে বাংলা দলের কোচ মনোনীত হলেন অভিযান বিশ্বাস। শুক্রবার আইএফএ কোচেস কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সভায় কোচেস কমিটির সদস্যরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সচিব অনির্বাণ দত্ত, সহ সভাপতি সৌরভ পাল, স্বরূপ বিশ্বাস,দিলীপ নারায়ন সাহা, সহ সচিব রাকেশ ঝাঁ, মহম্মদ জামাল, সুদেষ্ণা মুখার্জী, বিশ্বজিৎ ভাদুড়ী, এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি সুফল রঞ্জন গিরি।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

তেলুগুর প্রসারে বরাদ্দ ১০ কোটি, বড় পদক্ষেপ চন্দ্রবাবুর

অমরাবতী, ২৮ ফেব্রুয়ারি: দক্ষিণে ভাষা বিদ্রোহের মাঝেই এবার বড় পদক্ষেপ অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের। তেলুগু ভাষার প্রচার ও গুরুত্ব বাড়াতে রাজ্য বাজেটে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করল চন্দ্রবাবু নাইডুর সরকার। তিন ভাষা বিশিষ্ট কেন্দ্রের জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে দক্ষিণের রাজ্যে ডামাডোলের মাঝে অন্ধ্র সরকারের এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

বিধানসভায় বাজেট পেশের সময় তেলুগু ভাষায় ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রসঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী প্যায়াভুলা কেশব বলেন, তেলুগু ভাষা দেশের প্রাচীনতম ভাষাগুলির মধ্যে অন্যতম। এই ভাষা সংরক্ষণ ও প্রচারের লক্ষ্যেই সরকারের তরফে এই অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে। মন্ত্রী বলেন, আমাদের প্রাচীন পুঁথি ও লিপি তেলুগু ভাষাকে বহু শধ আমাদের ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। তেলুগু ভাষার সংরক্ষণ, সুরক্ষা ও প্রচারকে গুরুত্ব দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে আমাদের সরকার। যার জন্য এই খাতে বরাদ্দ করা হচ্ছে ১০ কোটি টাকা।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময় ভাষা ইস্যুতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরাসরি সংঘাতে নেমেছে তামিলনাড়ু-সহ একাধিক রাজ্য। জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে ডামাডোলের মাঝেই চলতি সপ্তাহে তেলেঙ্গানা সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্যে নবম শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত পড়ুয়াদের বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হবে তেলুগু ভাষা। শুধু তাই নয়, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষ থেকে দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য বাধ্যতামূলক হবে তেলুগু ভাষা। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, তেলেঙ্গানা রাজ্যের ২০১৮ সালের আইন অনুযায়ী, সিবিএসই, আইসিএসই এবং আইবি সমস্ত বোর্ডে তেলুগু ভাষায় শিক্ষাদান এখন থেকে বাধ্যতামূলক।

অন্যদিকে, জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে তামিলনাড়ুতে জোর করে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছে স্ট্যালিন সরকার। রাজ্যে হিন্দির বিরুদ্ধে কার্যত বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন তিনি। স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, 'কেন্দ্র ২ হাজার কোটি টাকার পরিবর্তে যদি ১০ হাজার কোটি টাকাও দেয় তাহলেও এ পাপ আমি করব না। এই নীতিতে সই করলে তামিল সমাজ ২ হাজার বছর পিছনে চলে যাবে।' স্ট্যালিন আরও বলেন, 'দ্রাবিড় আন্দোলন ৮৫ বছর ধরে তামিল ভাষার রক্ষায় লড়াই করছে। গত ৭৫ বছরে ভারতে ৫২টি ভাষা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে হিন্দি আগ্রাসনে। শুধুমাত্র হিন্দি বলয়ে ধ্বংস হয়েছে ২৫ টি ভাষা। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য আমাদের রাজ্যের দুই চোখ। এখানে জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া আমরা মানব না।' এহেন বিদ্রোহের মাঝেই এনডিএ শরিকদল টিডিপির অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যে তেলুগু ভাষায় অগ্রগতি ও প্রচারের জন্য ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ নিঃসন্দেহে নয়া মাত্রা যোগ করল।

জুম্মার নমাজ পড়ার সময় মাদ্রাসায় আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণে মৃত অন্তত ৫, নিন্দায় পাক প্রধানমন্ত্রী

ইসলামাবাদ, ২৮ ফেব্রুয়াবি: ফের জঙ্গি হামলায় রক্তাক্ত পাকিস্তান! জুম্মার নমাজ পড়ার সময় এক মাদ্রাসায় আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণে মৃত অন্তত ৫। আহত বহু। ফলে নিহতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করছে প্রশাসন। ঘটনাস্থলে রয়েছে ব্যাপক পুলিশবাহিনী, দমকল ও উদ্ধারকারী দল। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও জঙ্গি সংগঠন এই হামলার দায় স্বীকার করেনি। এই ঘটনার কড়া নিন্দা জানিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। সূত্রে খবর, ঘটনাটি ঘটেছে খাইবারপাখতুনখোয়া প্রদেশের আক্কোরা খট্টক জেলায়। এদিন দুপুরে জুম্মার নমাজের সময় সেখানকার একটি মাদ্রাসায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটে।

প্রাণ হারান ৫ জন। আহত কমপক্ষে ২০ জন। তাঁদের দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। ইতিমধ্যেই হামলার নেপথ্যে কারা রয়েছে তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

এই ঘটনাকে সন্ত্রাসী হামলা বলে কড়া ভাষায় নিন্দা জানিয়েছেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ। বিবৃতি দিয়ে তিনি বলেন, কাপুরুষের মতো এই জঘন্য ঘটনা রেয়াত করা হবে না। এই সন্ত্রাসবাদের যোগ্য জবাব দেব আমরা। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে বড়সড় সন্ত্রাস দমন অভিযান চালায় পাক সেনা। তল্লাশি চালিয়ে ৩০ জন জঙ্গিকে হত্যা করে ফৌজ। প্রাথমিকভাবে জানা যায়, মৃত জঙ্গিরা তেহরিক-ই তালিবান (টিটিপি) পাকিস্তান সংগঠনের সদস্য। ফলে এই হামলায় টিটিপি-র হাত উড়িয়ে দিচ্ছেন না বিশ্লেষকরা।

উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরেই পাকিস্তানের মাথাব্যাথার অন্যতম বড় কারণ এই টিটিপি জঙ্গি। খাইবার পাখতুনখোয়া, বালুচিস্তান এই জঙ্গিদের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। সেখান থেকে প্রায়শই পাক সেনাবাহিনীর উপর চলে মারণ হামলা। এদিকে এই অঞ্চল থেকে গিয়েছে চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর বা সিপিইসি। সেখানেও চিনা আধিকারিকদের উপর বহুবার হামলা চালিয়েছে এই জঙ্গিরা। ওই অঞ্চলে লাগাতার জঙ্গি হামলায় ধাক্কা খেয়েছে পাকিস্তানের অর্থনীতিও।

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency / Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 2826, Dt. 24/02/2025** for **Installation of Biometric/Face Capturing of this Municipality, Tender ID: 2025_MAD_820235_1,** Last Date of Bid Submission **10/03/2025 at 17.00 Hrs.**
Sd/-
Kamal Adhikary
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency / Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 2734, Dt. 18/02/2025** for **Electrical Works of this Municipality, Tender ID: 2025_MAD_820201_1,** Last Date of Bid Submission **10/03/2025 at 17.00 Hrs.**
Sd/-
Kamal Adhikary
Chairman,
Kanchrapara Municipality

NOTICE INVITING E-TENDER
Application are invited from Contractors / Agencies vide **NIT bearing Memo nos. – BGP/104/2025, dated : 28/02/2025 (Sl no – 1)** of the undersigned for implementation for construction of CC road with Pucca Drain from Bidhayak Elaka Unnayan Prakalpo at a location under Bandipur Gram Panchayat. For details visit Office Notice Board and **wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan
Bandipur Gram Panchayat
Barrackpore-II
North 24 Pargan

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILLORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA
NOTICE INVITING TENDER
Memo. No. 3625/RM, Date - 28.02.2025, Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-19e/2024-25/SL1, Tender ID : 2025_MAD_ 821353_1. Name of the work: Protection of residential houses and concrete road aside Jamai Colony Pukur with Eucalyptus-bullah pile and other allied works at Uttar Nasra near Katju School in ward No -13 within Ranaghat Municipality. **Last Date of Submission of Bid - 17/03/2025.**
Memo. No. 3626/RM, Date - 28.02.2025, Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-20e/2024-25/SL1, Tender ID : 2025_MAD_ 821381_1. Name of the work: Improvement Of Road By Bituminous Macadam & Mastic Asphalt Wearing Course Of School Lane In Ward No-07 Under Ranaghat Municipality. **Last Date of Submission of Bid-17/03/2025.**
Sd/-
Chairman
Ranaghat Municipality

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারের আহ্বান করা হচ্ছে: **ক্রম. নং.; টেন্ডার নং.; কাজের নাম; বিজ্ঞাপনিত মূল্য (টাকা); বায়না মূল্য জমা (টাকা); সমাপ্তির সময়কাল; বন্ধের তারিখ** নিম্নরূপ: **[০১]; ইএনজিজি-৬২-২০২৪-২৫;** এলএএইউ/ডিকেএই-তে লোকো অ্যাসেম্বলি এবং বগি শপে মই এবং ক্যাট ওয়াক প্রদান; ₹ ৭,২৯,৫৭৫.০০; ₹ **১৪,৬০০.০০**; ০৪ মাস; **১৩/০৩/২০২৫। [০২]; ইএনজিজি-৬৩-২০২৪-২৫;** ইএলএএইউ/ডিকেএই-তে প্রিফেব্রিকেটেড ডরমিটরি এবং সাইনেজ নির্মাণ; ₹৮৭,১৪,৪৮৬.৬৭; **₹১,৭৪,৩০০.০০**; ০৪ মাস; **১৩/০৩/২০২৫। দ্রষ্টব্য:** ০১. সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এবং **www.clw.indianrailways.gov.in**-এ দেখা যাবে। ০২. **যোগাযোগের নম্বর**– ৯১৬৩৩৪০২০১।
PR6/822 ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/সিএলডব্লিউ/আরজে
Like us on : www.facebook.com/clwrailways

KHARDAH MUNICIPALITY
Khardah, North 24 Parganas
NIT
Tender No. KDHM/43/WS/24-25. E-Tender ID: 2024_MAD_821630_1
Categories of Work: Ferrule Shifting Last date of Submission of Tender **10.03.2025.** Details of notice can be seen at: **www.khardahmunicipality in & https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Khardah Municipality

KHARDAH MUNICIPALITY
Khardah, North 24 Parganas
NIT
Tender No. KDHM/44/WS/24-25, E-Tender ID: 2024_MAD_821646_1
Categories of Work: Diversion of pipe line Last date of Submission of Tender **10.03.2025.** Details of notice can be seen at: **www.khardahmunicipality.in & https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Khardah Municipality

TENDER NOTICE
Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the work(s) mentioned the **NIT-22/CGP/2025, NIT-23/CGP/2025, NIT-24/CGP/2025, NIT-25/CGP/2025 & NIT-26/CGZ/2024-25 Dated-28/02/2025** which is which is uploaded in the website **http ://wbtenders.gov.in FUND:-XV FC (TIED a UNTIED) & 5th SFC (Tied a Untied)**
Visit the said website to know about those tender.
Pradhan
Charkalgram Gram Panchayat

E-TENDER NOTICE
KHARI GRAM PANCHAYAT
Vill-Gajmuri, P.O- Kashinagar, P.S. -Raidighi, Dist- South 24 Parganas, Email :khari.gp@gmail.com Mobile:- 9635783222
Online tender is hereby invited by undersignedNIT No 216/KHARI/15th TIED/TUBEWELL/2024-25, Date of uploading of e-NIT Tender Documents : 28/02/2025, at 5 pm Document download to participate in e-Tender start date: 28/02/2025, at 5.30 pm, Both Technical and financial bid submission ***starting date :*** 28/02/2025 ***at 6 pm*** Both Technical and financial bid submission **closing date :** 08/03/205 at 4 pm **Date of opening** of Tender Proposals: 10/03/2025 at 11am For more details please contact above address **Sd/-**
Prodhan ,Khari Gram Panchayat

TENDER
E- Tenders invited by the Prodhan, **Betai -II Gram Panchayat** (Under Tehatta-I Panchayat Samity), Betai, Nadia. **NIET No-14/2024-2025/B-II/15TH SFC**, Last date of submission **10.03.2025 up to 11a.m.** For details please contact to the Office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Betai -II Gram Panchayat.

e-Tender
Office of the DEBIPUR GRAM PANCHAYAT
Dhanirampur, Shibnagar, Murshidabad, 742306
Notice Inviting e-Tender No-20/5th SFC/DGP/2024-25. Memo No: 234/EN/(8)/DGP/25, Dt. 28/02/2025. Last Date of Bid submission (online) : 07/03/2025 upto 18.00 Hrs. Technical Bid opening Date: 10/03/2025 10.00 Hrs. For details Please visit Website
http://wbtender.gov.in
Sd/- Prodhan
Debipur Gram Panchayat, Murshidabad

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ই-টেন্ডার/জিএসইউ/২০২৫/০২ ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, চিফ প্রজেক্ট ম্যানেজার, গতি শক্তি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়্গপুর-৭২১৩০১ আইটেমগুলির জন্য উল্লেখিত তারিখে **১৫.০০ টার** আগে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন এবং খোলা হবে **১৫.৩০** টায়: **ক্রম. নং.; টেন্ডার নং.; কাজের বর্ণনা; টেন্ডার মূল্য; বায়না মূল্য:** (১); ই-কেজিপি-জিএস-০৩-২০২৫; খড়্গপুর-ভদ্রক: খড়্গপুর ডিভিশনে সিপিএম/জিএসইউ/ কেজিপি -এর অধীনে ১৩০ কিমি/ঘন্টা ও তার বেশি গতির রুট বি-তে কিমি ১১৫.৪০ থেকে কিমি ২৮৭.২০-তে সেফটি ফেন্সিং-এর ব্যবস্থা; ₹ **১৪২,১৪,৮৪,০৪১.১১**; ₹৭২,৫৭,৪০০.০০ **(২); ই-কেজিপি-জিএস-০৪-২০২৫;** হাওড়া থেকে ডুঁয়া ও বালিচক-রাখা মাইনস : খড়্গপুর ডিভিশনে সিপিএম/জিইউএস/কেজিপি-এর অধীনে ১৩০ কিমি/ঘন্টা ও তার বেশি গতির রুট এ-তে কিমি ০ থেকে কিমি ২৩৩.৪০-তে সেফটি ফেন্সিং -এর ব্যবস্থা; **₹১৭৭,২০,৬৪,১৯৪.০৩**; ₹৯০,১০,৩০০.০০; **টেন্ডার নথির মূল্য :** ₹০.০০ (ক্রম নং. ১ ও ২ -এর জন্য) ; **খোলার তারিখ:** ১৬/০৪/২০২৫ (ক্রম নং. ১ ও ২ -এর জন্য) ; **কাজ সমাপ্তির সময়কাল:** ১২ মাস (ক্রম নং. ১ ও ২-এর জন্য); **বিডিং শুরুর তারিখ: ০২.০৪.২০২৫** তারিখ থেকে এবং **১৬.০৪.২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টা পর্যন্ত। আগ্রহী দরদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/নির্দিষ্টকরণের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা দিতে পারেন। কোনও অবস্থাতেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতারা সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন। **(PR-1195)**

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
2nd Call 1st Corrigendum Notice
N.I.E. EQ. No. 28/WS/AMRUT/AMC/24-25
Bid Submission period: 13.03.25 instead of 05.03.25 Visit to website **www.wbtenders.gov.in** For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

TARABERIA GRAM PANCHAYAT
North 24 Parganas
NIT-088/TGP/24-25
Dated: 27.02.2025
NIT has been invited by the **Prodhan, Taraberia GP** under Amdanga Panchayat Samity, 24 Pgs.(N). Tender ID No.: **2025_ZPHD_821179_1 to 16**. Last date of bid submission **27.03.2025 5:00 PM.** For details follow website: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Prodhan**
Taraberia GP,
Amdanga, North 24 Parganas

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency / Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 2733, Dt. 18/02/2025** for **Civil Works of this Municipality, Tender ID: 2025_MAD_820101_1 to 2,** Last Date of Bid Submission **10/03/2025 at 17.00 Hrs.**
Sd/- Kamal Adhikary
Chairman,
Kanchrapara Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ও-এসি-টি-২০৮-২৪-২৫ (ওপেন), তারিখ ঃ ২৬.০২.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল, স্টেশন রোড, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করছেন ঃ **কেস নম্বরঃ ও-এসি-টি-২০৮-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** সিনিয়র ডিইএন/৪/আসানসোল-এর অধিক্ষেত্রে এসএসই/ডব্লু/II/অন্ডাল-এর অধীনে অন্ডালে নদীর পাশে ইনটেক ওয়েল, একটি পাম্পহাউসের সংস্থান ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ-এর জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,৮৯,৫২,৪৩৬.২৩ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,৪৪,৮০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৯ মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.০৩.২০২৫ তারিখে বেলা ১২টা। রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবে। (ASN-359/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.Q. (Offline) No: - ADDA/DGP/ED/Q-08/24-25
Exe. Engr.(Civil), ADDA invites **Item Rate Quotation** (Offline Bid System) for the work: **(1)** Surveying (Contour with detailed leveling and other related survey) for preparation of DPR for the work 'Construction of Drain at Rabindrapally A-Block within Ward No.- 43 of DMC area. For other details visit our website **www.addaonline.in** **Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA**

MADHUSUDANPUR GRAM PANCHAYAT
Shibkalinagar, Kakdwip, South 24 Parganas
ABRIDGED NIT
On behalf of Madhusudanpur Gram Panchayat under Kakdwip Block of South 24 Parganas Dist, Invites bids For 3 No Roads & 6 Nos Tubewell, 2 Nos Drain, Scheme Vide Nit no **NIT 59,60,67/XVFC-UNTIED/NIT/MGP/2025, NIT-61-66/XVFC-TIED/NIT/MGP/2025, NIT-68-69/XVFC- TIED/NIT/MGP/2025, All NIT Dated 28.02.2025**. Scheme wise separate bid is invited. The Estimated Cost. including Gst & L. Cess are **Rs.306396/- Rs.253353/- Rs.345850/- 185314/-(EachTubewell),-348589/- & 345176,/- respectively**. The last date of submission of Bid is **10/03/2025 upto 11 am** . For details please visit to our GP Office.
Sd/-Pradhan,
Madhusudanpur Gram Panchayat

GOBARDANGA MUNICIPALITY
NOTICE INVITING E-TENDER
Memo: 1152/GM/NIT/SWM/24-25, Dated: 27/02/2025
Tender No. WBMAD/ULB/GOBAR/NIT-15(e)/24-25, DT:-01/03/2025
The e-tender has hereby invited by the Chairman, Gobardanga Municipality. Name of the work: (1) House service water Connection will be laid at **different wards** up to private property line under AMRUT 2.0 within Gobardanga Municipality. **Last date of submission of Bid on 26/03/25**. For details Visit: **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Chairman
GOBARDANGA MUNICIPALITY

OFFICE OF THE NABAGRAM GRAM PANCHAYAT
Vill + P.O: - Chanak, P.S-Nabagram, Murshidabad.
Tender Notice
NIeT. No. 14/5th SFC/15CFC/NGP/2024-25, Memo No. **695/NGP/2025** Dated-**27/02/2025.** Date of publishing: **27/02/2025 from 6.30 p.m on htpp://wbtenders.gov.in**. Bid downloading starts from: **27/02/2025 from 6.30 p.m** Bid Downloading ends: **13/03/2025 up to 6.30 p.m.** Last date of Bid submission: **13/03/2025 up to 6.30 p.m**. Technical Bid opening date: **17/03/2025 at 12.00 p.m**. For details logon to **htpp://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign
Sd/-Prodhan
Nabagram G.P, Nabagram Block

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Regd.Off: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata - 700001
NIeT-255(2nd call)/24-25, 274(2nd call)/24-25 and NIeT- 321 to 323/2024-2025 Dated. 28.02.2025
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of **Civil & Electrical works at Malda, Burdwan, Howrah and Hooghly District**. Tender document may be downloaded from **http://wbtenders.gov.in**. Bid submission start date **01.03.2025 after 9:00 AM**. Bid submission end date **10.03.2025, 17.03.2025 and 21.03.2025 upto 3:00 PM**.
Date: 28.02.2025 **Sd/-Executive Engineer**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
চিত্রাঙ্গদা
আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...
শনিবার • ১ মার্চ ২০২৫ • পেজ ৮

নারীবাদী লেখিকা কবিতা সিংহ ও তাঁর সংগ্রামী জীবন

১৯৩১ সালের ১৬ই অক্টোবর জন্ম তাঁর কলকাতার ভবানীপুরে। ছেলেবেলা থেকেই কবিতা লেখার শুরু তাঁর। মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই শুরু হয় তাঁর কবিতা লেখার হাতেখড়ি। আর এই ব্যাপারে তাঁর বাবা এবং মা উভয়েরই ছিল প্রচুর আগ্রহ ও এবং মূলতঃ তাঁদের অনুপ্রেরণাতেই সেইসময় কাগজ আর কলম নিয়ে তিনি বসেও পড়তেন নতুন কিছু লেখারই ইচ্ছে নিয়ে। শুধু কি তাই? তখন তিনি আবার বসতেন রঙ তুলির বাক্স নিয়েও। আঁকতেন সুন্দর সুন্দর অনেক ছবিও। কবিতা লেখা অথবা ছবি আঁকা, সব ক্ষেত্রেই কবিতা সিংহ বাবা মাকে একেবারে কাছে কাছেই পেতেন। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, তিনি কখনই বাবা মায়ের নেশা অথবা পেশাকে নিজস্ব জীবনের চলার পথের সঙ্গী হিসেবে বিবেচনা করেননি।

ডাঃ শামসুল হক

যন্ত্রণাই যে সৃষ্টির মুখ্য মূলভূমি সেটা নিশ্চিতভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত কবি তথা ঔপন্যাসিক কবিতা সিংহ। একটা সময় ছিল যখন নিদারুণ দুঃখ এবং কষ্টের মধ্যেই কাটছিল তাঁর দিনগুলি। তখন কেবলমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদেই তাঁকে নেমে পড়তেও হয়েছিল জীবনপন সংগ্রামেই। নিজের শরীরের উপর ভরসা রেখেই তখন তিনি যেমন সংগ্রামের ই এক মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন, ঠিক তেমনই কাগজ আর কলমের উপর অক্ষরের মালা গেঁথেই সৃষ্টি করেছিলেন নতুন নতুন অনেক কবিতা এবং গল্প উপন্যাসও। আর তাঁর তৈরি সেই বর্ণমালার মধ্যে অতি অজান্তেই যেন ফুটে উঠেছিল সফল এক নারীবাদী লেখিকার স্পষ্ট স্বীকারোক্তিও।

১৯৩১ সালের ১৬ই অক্টোবর জন্ম তাঁর কলকাতার ভবানীপুরে। ছেলেবেলা থেকেই কবিতা লেখার শুরু তাঁর। মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই শুরু হয় তাঁর কবিতা লেখার হাতেখড়ি। আর এই ব্যাপারে তাঁর বাবা এবং মা উভয়েরই ছিল প্রচুর আগ্রহ ও এবং মূলতঃ তাঁদের অনুপ্রেরণাতেই সেইসময় কাগজ আর কলম নিয়ে তিনি বসেও পড়তেন নতুন কিছু লেখারই ইচ্ছে নিয়ে। শুধু কি তাই? তখন তিনি আবার বসতেন রঙ তুলির বাক্স নিয়েও। আঁকতেন সুন্দর সুন্দর অনেক ছবিও।

কবিতা লেখা অথবা ছবি আঁকা, সব ক্ষেত্রেই কবিতা সিংহ বাবা মাকে একেবারে কাছে কাছেই পেতেন। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, তিনি কখনই বাবা মায়ের নেশা অথবা পেশাকে নিজস্ব জীবনের চলার পথের সঙ্গী হিসেবে বিবেচনা করেননি। সেই বয়সে অবশ্য তাঁর কিছু বোঝার ও নয়। কিন্তু তবুও কবিতা এবং শিল্প, তার বাইরে অন্য আর কোন বৃত্তের মাঝখানে পা মেলাবার ইচ্ছে তাঁর কখনই হয়নি।

তাঁর বাবা এবং মা দুজনেই জড়িত ছিলেন এমনই দুই নেশার সঙ্গে যা কেবলমাত্র অভিজাত পরিবারেই মানায়। তাঁর বাবা ছিলেন ভীষণ ভালো সেতার বাদক। আর মা ছিলেন পিয়ানোর ভক্ত। বলাই বাহুল্য, তাঁর বাবা মা যখন সেই দুই যন্ত্র নিয়ে নিরলস সাধনায় ব্যস্ত থাকতেন তখন তিনি সেটা দারুণভাবে উপভোগ ও করতেন। কিন্তু তার পরও কখনও সেটাকে নিজের পেশা হিসেবে বিবেচনাই করেননি। তবে বাবা মাকে তিনি যে গুরুত্ব দিতেন না সেটাও কিন্তু সঠিক নয়। তাঁর মায়ের ইচ্ছের মূল্য দিতেই তিনি নাচের প্রশিক্ষণ ও নিয়েছিলেন। তবে সেটাকে তিনি অবসরকালীন বিনোদনের একটা মাধ্যম হিসেবেই বিবেচনা করেছিলেন।

যাইহোক নিজস্ব ইচ্ছের উপর অগাধ বিশ্বাস রেখেই সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন তিনি। শুরু করেছিলেন পড়াশোনার কাজও। বাড়ির কাছাকাছি স্কুলেই শুরু হয়েছিল তাঁর সেই জীবন। প্রাথমিক থেকে শুরু করে মাধ্যমিক স্তরের সবটাই তাঁর

কাটে ভবানীপুরের নিকটবর্তী শিক্ষায়তনেই। তারপর ভর্তি হন আশুতোষ কলেজে। সেটাও তাঁর বাড়ির খুবই কাছাকাছি। অত এব পড়াশোনার সময় খুব একটা কষ্টকর পরিস্থিতির মুখোমুখিও হতে হয়নি।

পড়ার সময় মন দিয়েই তিনি পড়াশোনা করেছিলেন। সঙ্গে চালিয়েছিলেন লেখালেখির কাজও। ছাপার অক্ষরে তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে। আর সেই কবিতাটি তিনি লিখেছিলেন ইংরেজিতে। সেইসময় মাত্র পনের বছরের একটা মেয়ের কলম থেকে অমন বলিষ্ঠ একটা কবিতা দেখে সকলে অবাক ও হয়েছিলেন। অনেকেই অভিনন্দন জানিয়েছিলেন তাঁকে। আর তাতেই নতুনভাবে উৎসাহীও হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

তবে তারপর কবিতা সিংহ অন্য কোন ভাষায় আর কবিতা লেখায় আগ্রহ দেখাননি। তখন তিনি লেখালেখির কাজ করতেন কেবলমাত্র নিজের মাতৃভাষাতেই । লিখতে শুরু করেন কবিতা, উপন্যাস সব কিছুই । আর সেই কাজ করতে করতেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় সেইসময়ের বাংলা সাহিত্য জগতের অন্য এক প্রতিষ্ঠিত মানুষ বিমল রায়চৌধুরীর সঙ্গে। একসময় তাঁর সঙ্গেই বিবাহসূত্রে আবদ্ধও হন তিনি। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র কুড়ি বছর।

কবিতা সিংহ নিজের ইচ্ছেতেই সেই বিয়ে করেছিলেন। তাঁর বাবা মা কিন্তু সেটা মেনে নিতে পারেননি। তাই কবিতাকে বেছে নিতে হয়েছিল অন্য পথ। পরিবারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ও ছিন্ন করতে হয়েছিল তাঁকে। তাই পিতৃগৃহ ছেড়ে স্বামীর হাত ধরেই অন্য ঠিকানাও খুঁজে নিতে হয়েছিল তাঁকে। সেইসময় তাঁরা দুজনই ছিলেন বেকার। ফলে কেবলমাত্র বেঁচে থাকার জন্যই তখন কঠিন জীবনযুদ্ধের ই সঙ্গী হয়েছিলেন তিনি। চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরেও বেড়িয়েছিলেন। আর তাঁদের সেই চরম দুর্দিনে মান বাঁচিয়েছিল অমৃত বাজার পত্রিকা। সেখানেই কাজ পেয়েছিলেন কবিতা সিংহ।

শুরু হয়েছিল নতুন জীবন। সাংবাদিকতার চাকরি। সঙ্গে চুটিয়ে টিউশনি। মোটামুটিভাবে চলে যাচ্ছিল তাঁদের দিনগুলো। তবে সেইভাবে অর্থাৎ টালমাটাল অবস্থার মধ্যেই কেটেছিল তাঁদের অনেকগুলো দিন। আর ঠিক সেই সময়ই তিনিও হয়ে উঠেছিলেন সংগ্ ামের মূর্ত এক প্রতীকও। লিখতেও শুরু করেছিলেন সেই ধরনেরই লেখা। কবিতা, গল্প, উপন্যাস সবকিছুর মধ্যেই পাওয়া গিয়েছিল সেই একই চিত্র। সবের মধ্যেই প্রস্ফুটিত হয়েছিল আপোষহীন সংগ্রামেরই প্রতিচ্ছবি। তারই মধ্যে আবার স্বামী এবং অন্যান্য সব সাহিত্য সাথীদের নিয়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন কবিতা আন্দোলনেও। আর সেটা দেখে তাঁর বন্ধুবান্ধব বা পরিচিত জনেরা তাঁকে ডাকতেও শুরু করেছিলেন ভার্জিনিয়া উলফ নামেও। সেইসময় লেখালেখির জন্য তিনি পিতৃদত্ত নাম তো ব্যবহার করতেনই। প্রয়োজনে আবার লিখতেন ছদ্মনামেও। তাঁর সেই নাম আবার ছিল সুলতানা চৌধুরী। তখন চুটিয়ে সাহিত্য চর্চাও করতেন তিনি। আর লিখতে লিখতেই একসময় আকাশবাণী ভবনের চৌকাঠেও পা পড়ে তাঁর। তারপর সেই কেন্দ্রের বাংলা কথিকা বিভাগের সহকারী প্রযোজিকা হিসেবে নিযুক্ত ও হন তিনি।

লেখিকা কবিতা সিংহের গ্রন্থের সংখ্যা চল্লিশ। ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম বই চারজন রাগী যুবতী। তারপর একে একে তিনি লেখেন সোনা রূপার কাঠি, একটি খারাপ মেয়ের গল্প, নায়িকা প্রতিনায়িকা, পাপপূণ্য পেরিয়ে, কবিতা পরমেশ্বরী, পৌরুষ, মোমের তাজমহল ইত্যাদি। পেয়েছেন লীলা পুরস্কার , মতিলাল পুরস্কার সহ আরও অনেক সম্মাননাও। ১৯৯৮ সালের ১৫ই অক্টোবর ৬৭ বছর বয়সে প্রবাসে থাকা অবস্থায় মারা যান তিনি। সেইসময় তিনি ছিলেন বোষ্টনে।

মেয়েদের নায্য অধিকার এবং নারী দিবসের গুরুত্ব

সেটা ১৯০৮ সালের কথা। নিউইয়র্ক এবং তার আশেপাশের এলাকায় তখন হোসিয়ারি শিল্পের বিশাল রমরমা। আর সেই সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অংশ জুড়েই ছিল মহিলা শিল্পী বা শ্রমিকদের একাধিপত্য। কিন্তু তা হলে কি হবে সেইসব মহিলারা সেখানে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করলেও পেতেন না উপযুক্ত পারিশ্রমিক। বলা যেতে পারে, পুরুষ শাসিত শিল্প মহলে তখন প্রতিবাদ জানানোর মতো তেমন কেউই ছিলেন না। তাই সেই ভাবেই চলেছিল বছরের পর বছর। কিন্তু আর পারলেন না তাঁরা।

একটা সময় ভেঙে গেল তাঁদের ধৈর্যের বাঁধ। নেমে পড়েছিলেন প্রতিবাদেরই পথে।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে এই জেহাদ ঘোষণা এবং তা নিয়েই সৃষ্ট সেই সংগ্রামের ঢেউ একটা সময় পৌঁছাল একেবারেই চরম পর্যায়ে।

টনক নড়ল আমেরিকান সোসালিষ্ট পার্টির। তাদের মধ্যস্থতাতেই তারপর বাস্তবায়নের পথ দেখতে শুরু করল তাঁদের অনেক দিনের স্বপ্ন ও সাধনা।

সেইসময় একটা সমঝোতার ইঙ্গিত মিললেও সংগ্রামী মহিলারা কিন্তু তাঁদের সংকল্প থেকে দূরে সরে যেতে চাইছিলেন না। ভবিষ্যত প্রজন্মের কথা ভেবেই হয়তো তাঁরা সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আর তাঁদের সেই ইচ্ছের মূল্য দিতেই পরের বছর অর্থাৎ ১৯০৯ সাল থেকেই পালিত হতে শুরু করল বিশ্ব নারী দিবস।

১৯১০ সালে সোসালিষ্ট পার্টির মধ্যস্থতাতেই কোপেনহেগেন শহরে নেওয়া হয় একটা স্থায়ী সিদ্ধান্তও। আর তখনই নারী দিবসের ঐতিহ্য রাষ্ট্রের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে সরাসরিভাবেই প্রবেশ করে একেবারে আন্তর্জাতিক স্তরে। সেখানেই স্থির হয় এবার থেকে মহিলাদের সমস্ত সুযোগ বা অধিকার সমানভাবে গুরুত্ব পাবে পুরুষদের মতোই।

কোপেনহেগেনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঠিক হয় যে , প্রতিবছর মার্চ মাসের ১৯ তারিখে পালিত হবে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অনুষ্ঠান। জার্মানি, নিউজিল্যান্ড, ইতালি, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড সহ বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশ বেশ ঘটা করেই সেই উৎসব পালন ও করে।

রাশিয়া সহ বিশ্বের অন্যান্য আরও কয়েকটি দেশ এই উৎসব উদযাপনের উদ্যোগ নেয় ১৯১১ সাল থেকে। তবে বদল হয় তারিখটি।

ঠিক হয় এবার থেকে সমগ্র বিশ্ব জুড়েই আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অনুষ্ঠান পালিত হবে মার্চ মাসের ৪ তারিখেই। আর তার পর থেকে এখনও পর্যন্ত চলে আসছে সেই ধারাই।

নারীদের জন্য ই নির্ধারিত এই বিশেষ দিনটি হল প্রতিবাদী আন্দোলনের মাধ্যমেই নিজেদের সম্পৃক্ত অধিকার, মর্যাদা সহ আরও অনেক সুযোগ সুবিধা মহিলারাও যাতে পেতে পারেন তারই শুভ সূচনার মুহূর্তে মাত্র। এই দিনেই তাঁরা দেখবেন মুক্তির আলো। তাঁদের মন প্রাণ ভরে উঠবে বিচিত্র সব স্বপ্নের প্লাবনে । আবার সমগ্র বিশ্বে এই একই দিনে একই রকমভাবে চলবে মেয়েদের স্বার্থ রক্ষার এক মহান প্রয়াস।

১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে পাকাপাকিভাবে গৃহীত হয় সেটি। তবে রাষ্ট্রসঙ্ঘ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের সরকারিভাবে সিদ্ধান্ত নেয় ১৯৭৫ সালে।

ঘোষণা করা হয় মেয়েদের নায্য অধিকারের সমস্ত বিষয়গুলিও। নারীদের মর্যাদা রক্ষা করা, তাঁদের যাবতীয় পরিশ্রমের উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করা, সমস্ত ধরণের বৈষম্যের বিলুপ্তি ঘটানো ইত্যাদিই ছিল রাষ্ট্রসঙ্ঘের কর্মকর্তাদের আসল উদ্যেশ্য।

আজ এতকিছু আয়োজনের পর ও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মেয়েরা কেমন আছেন তা আমরা তেমন স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারি না।

তবে এটুকু আশা রাখতেই পারি যে, দিবস উদযাপনের এই যে এত আয়োজন এবং কর্ম তৎপরতা, সেটার মাধ্যমেই তো সচেতন হবেন সকলে এবং অতি অবশ্যই মেয়েদের নায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টাও করবেন না কেউই ।